Bengali

বাইবেল এবং আল-কুরআন সম্পর্কিত 200টি প্রশ্ন

ড্যানিয়েল উইক-অয়্যার

2018

Dan Wickwire

200 টি প্রশ্ন

সূচিপত্র

পবিত্র গ্রন্থ সমূহ........................1-24

ঈশ্বর এবং আল্লাহ্.......................25-50

পবিত্র সত্তা, ফেরেশতাগণ,

অপদেবতা এবং শয়তান................51-65

যিশুখ্রিস্ট ও হযরত মোহাম্মাদ(সঃ).........66-98

মানুষ এবং তাদের গুনাহ...............99-109

পরিত্রাণ.......................110-123

ভবিষ্যতের কথা....................124-132

জীবনের বাস্তব সমস্যাসমূহ.............133-161

শত্রুপক্ষ এবং যুদ্ধবিগ্রহ...............162-179

ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ................180-200

পবিত্র গ্রন্থগুলো

1.*

আল্লাহ্ চিরন্তন এবং অপরিবর্তনশীল- এই কথাটি কি গ্রহণযোগ্য? (লেহ-ই-মাহফুজ)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

ইসাইয়া 40:8*..... হ্যাঁ সমস্ত লোক ঘাসের মতো৷ ঘাস মরে, বুনো ফুল ঝরে পড়ে৷ কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চির কাল থেকে যায়৷”

যোহন 1:1-3*.....1.আদিতে বাক্যছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর, সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন৷ 2.সেই বাক্য আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন৷ 3.তাঁর মাধ্যমেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর মধ্যে তাঁকে ছাড়া কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় নি৷

পিতরের ১ম পত্র 1:23..... কোন নশ্বর বীজ থেকে তোমাদের এই নতুন জন্ম হয় নি৷ এই জীবন সনভব হয়েছে এক অবিনশ্বর বীজ থেকে৷ ঈশ্বরের সেই জীবন্ত ও চিরস্থাযী বাক্য দ্বারাই তোমাদের নতুন জন্ম হয়েছে৷

Yunus 10:64*.....তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।

মন্তব্য: ইসলামের ইতিহাসে এই বিষয়টি নিয়ে দুই ধরনের পক্ষ ছিল যা নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধও হতো। মু’তাজেলিতরা এই প্রশ্নটির নেতিবাচক উত্তর দেন এবং আস’আরিতরা এর পক্ষে উত্তর দেন। যদিও বর্তমান সময়ে প্রায় সকল মুসলিমই এর পক্ষেই উত্তর দিবে৷

2.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের কথাগুলোর বস্তুগত রূপ? (তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

রোমীয় 15:4*..... শাস্ত্রে বহু আগেই যে সব কথা লেখা হয়েছে তা আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যই লেখা হয়েছে৷ তা লেখা হয়েছে য়েন তার থেকে ধৈর্য্য ও শক্তি আসে এবং অন্তরে প্রত্যাশা জন্মায়৷

করিন্থীয় ১ 14:37*..... যদি কেউ নিজেকে ভাববাদী বলে বা আত্মিক বরদান লাভ করেছে বলে মনে করে, তবে সে স্বীকার করুক য়ে আমি তোমাদের কাছে যা লিখছি সে সব প্রভুরই আদেশ

Nisa 4:136*.....হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূলও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে৷

Ankebut 29:46*.....আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি৷ আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ৷

3.

ঈশ্বর কি ইহুদীদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে বাইবেলে লিখিত বিভিন্ন আকাশবাণীর সাহায্যে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন?

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

রোমীয় 3:1-2*.....1.তাহলে ইহুদীদের এমন কি সুবিধা আছে যা অন্য লোকদের নেই? সুন্নতেরই বা মূল্য কি? হ্যাঁ, সব দিক দিয়েই ইহুদীদের অনেক সুবিধা আছে৷ তাদের মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই; 2.ঈশ্বর তাঁর শিক্ষা প্রথমে ইহুদীদেরই দিয়েছিলেন৷

রোমীয় 9:4*..... তারা ইস্রায়েল বংশেরই মানুষ৷ ঈশ্বর তাদের পুত্র হবার অধিকার দিয়েছেন, নিজের মহিমা দেখিয়েছেন, ধর্ম নিয়ম দিয়েছেন৷ ঈশ্বর তাদেরই মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা, সঠিক উপাসনা পদ্ধতি এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন৷

Ankebut 29:27*..... আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাঁকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয় পরকালে ও সে সৎলোকদর অন্তর্ভূক্ত হবে।

Jathiyah 45:16*..... আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিযিক দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

4.*

ঈশ্বর কি বাইবেলের ধর্মপ্রবক্তাদের এমন কোন ক্ষমতা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা যেকোনো অলৌকিক কিছু করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে সকলে বুঝবে যে তাদেরকে স্বয়ং ঈশ্বরই প্রেরণ করেছেন?

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

যাত্রাপুস্তক 10:1—2*.....1. তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, "ফরৌণের কাছে যাও, আমি তাকে ও তার কর্মচারীদের জেদী করে তুলেছি যাতে আমি আমার অলৌকিক শক্তি তাদের দেখাতে পারি| 2.আমি এটা এই কারণেও করেছি যাতে তোমরা, তোমাদের সন্তান এবং নাতি-নাতনিদের আমি মিশরীয়দের বিরুদ্ধে কি কি করেছিলাম এবং মিশরে কেমন করে চিহ্ন-কায়র্যগুলি করেছিলাম তার সম্বন্ধে বলতে পারো| তাহলে তোমরা সবাই জানতে পারবে যে আমিই প্রভু|"

হিব্রুদের কাছে পত্র 2:4*.....ঈশ্বরও নানা সঙ্কেত, আশ্চর্যজনক কাজ, অলৌকিক ঘটনা ও মানুষকে দেওয়া পবিত্র আত্মার নানা বরদানের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবিষয়ে সাক্ষ্য রেখেছেন৷

Bakara 2:92..... সুস্পষ্ট মু'জেযাসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী।

Al-i İmran 3:49*..... আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।সে সমস্ত লোক, যারা বলে যে, আল্লাহ

5.*

সৃষ্টিকর্তা কি তাঁর সকল পবিত্র গ্রন্থ যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা বিকৃত থেকে রক্ষা করতে করতে 'চান'? (উদ্দেশ্য/ নিয়ত)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

ইসাইয়া 14:24 & 26-27*..... 24.প্রভু সর্বশক্তিমান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, "আমি শপথ করছি যে এই সব ঘটনাগুলি আমার ভাবনা, পরিকল্পনা এবং সঙ্কল্প মতো ঘটবেই। 26.পৃথিবীব্যাপী আমার সমস্ত লোকদের আমি এগুলি করার পরিকল্পনা করেছি। সমস্ত দেশকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি আমার ক্ষমতাকে কাজে লাগাব।" 27.প্রভু যখন কোন পরিকল্পনা করেন তখন কারও পক্ষেই তা ব্যর্থ করা সম্ভব নয়। যখন প্রভু লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর হাত তোলেন তখন কারও পক্ষেই তাঁকে থামানো সম্ভব নয়।

মথি 24:35*..... আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কোন কথা বিলুপ্ত হবে না।

Hijr 15:9*.... আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

Saffat 37:3 & 7*.... 3.অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের- 7. এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে।

6.*

সৃষ্টিকর্তা কি তাঁর সকল পবিত্র গ্রন্থ যেকোনো ধরনের পরিবর্তন বা বিকৃত থেকে রক্ষা করতে করতে 'সক্ষম'? (ক্ষমতা/ কুদরত)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

ইসাইয়া 46:9-10*.....9.অনেক কাল আগে যা ঘটেছিল তা স্মরণ কর। স্মরণ কর আমিই সেই ঈশ্বর। অন্য কোন ঈশ্বর নেই। আমার মত কেউ নেই। 10."শেষে কি হবে শুরুতেই আমি তোমাদের বলে দিয়েছি। অনেকদিন আগে, আমি যা বলেছি তা কিন্তু সব এখনও ঘটেনি। আমার যা পরিকল্পনা তা কিন্তু ঘটবেই। আমি যা করতে চাই তাই কিন্তু করি।

মার্ক 12:24*.....যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা কেন এই ভুলের মধ্যে রয়েছ? তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের শক্তির কথা।

লুক 21:33.....আকাশ ও পৃথিবীর লোপ পাবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লোপ পাবে না।

যোহন 10:35..... শাস্ত্রে তাদেরই ঈশ্বর বলেছিল যাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসেছিল; আর শাস্ত্র সব সময়ই সত্য।

En'am 6:115..... আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

Yunus 10:64*.....তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।

Jinn 72:26-28*.....26.তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য **বিষয়** কারও কাছে

7.*

আল্লাহ্ কি কখনো শয়তান, অপদেবতা অথবা মানবজাতিকে তাঁর সকল পবিত্র গ্রন্থের কথা ও লেখাগুলো পরিবর্তন বা অবক্ষয় করার মতন সুযোগ দিবেন যাতে করে তাঁর সকল 'উদ্দেশ্য' ও 'ক্ষমতা' বাধাপ্রাপ্ত হয়? (তাহরীফ বি'ল-লাফস)

বাইবেল **না / না** কুরআন

ইসাইয়া 55:11*.....ঠিক সে ভাবেই আমার মুখ নিঃসৃত বাণী নিজেকে বাস্তবায়িত না করে ফিরে আসে না| আমি যা করতে চাই আমার কথা তাই করে| আমি যা করতে পাঠাই আমার কথা সফল ভাবে তাই করে ফিরে আসে|

লুক 16:17*.....তবে বিধি-ব্যবস্থার এক বিন্দু বাদ পড়ার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবীর লোপ

Hajj 22:52*.....আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

Saffat 37:3 & 7.....3.অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের- 7.এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে।

Hakka 69:44-47 & 51*..... 44.সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, 45.তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, 46.অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। 47.তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। 51.নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য।

8.

ভুলভাবে উদ্ধৃত করা বা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে পবিত্র গ্রন্থগুলোকে বিকৃত করা কি মানবজাতির পক্ষে সম্ভব? (তাহরীফ বি'ল-মা'না)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

তীত 1:10—11*.....10.কারণ অনেকে আছে যাঁরা অবাধ্য স্বভাবের মানুষ৷ যাঁরা অসার কথাবার্তা বলে বেড়ায় ও অনেককে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়৷ বিশেষ করে আমি সেই লোকদের কথা বলছি, যাঁরা বলছে যে সব অইহুদী খ্রীষ্টীয়ানদের সুন্নত হওয়া চাই৷ 11.একজন প্রাচীন নিশ্চয়ই দেখিয়ে দিতে পারবেন যে এইসব লোকেদের চিন্তা ভুল ও তাদের কথাবার্তা অসার, অবশ্যই তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারবেন, কারণ তারা তাদের যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় তা শিক্ষা দিয়ে তারা বহু পরিবারের সবাইকে বিপর্যস্ত করেছে৷ তারা অসত্ উপায়ে অর্থ লাভের জন্য এইরকম করে বেড়ায়৷

Ali-İmran 3:78*.....আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে

9.

যেসব মানুষ বলে যে, বাইবেল আসলে পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়েছে, তারা কি আসলে আল্লাহ্‌র স্বভাব বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অপমানিত করার মতো কাজে কলুষিত? কারন এর মাধ্যমে তারা এটাই প্রকাশ করছে যে, আল্লাহ্‌ হয় কিছুই জানতেন না, তিনি কোন কিছু ব্যাপারেই কোন চিন্তা করতেন না অথবা বাইবেলের পরিবর্তন বা বিকৃত হওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুই করতে পারেননি। (আল-আলিম, আর-রহমান, আর-রাহিম, আল-কাদির)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

ইসাইয়া **14:24 & 27***.....24.প্রভু সর্বশক্তিমান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, ‘‘আমি শপথ করছি যে এই সব ঘটনাগুলি আমার ভাবনা, পরিকল্পনা এবং সঙ্কল্প মতো ঘটবেই| 27.প্রভু যখন কোন পরিকল্পনা করেন তখন কারও পক্ষেই তা ব্যর্থ করা সম্ভব নয়| যখন প্রভু লোকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর হাত তোলেন তখন কারও পক্ষেই তাঁকে থামানো সম্ভব নয়|

Baqara 2:20, 255*.....20.আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। 255.আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন।

10.

যেসব মানুষ বলে যে, বাইবেল আসলে পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়েছে, তারা কি আসলে শয়তানকে আল্লাহ্‌র চেয়ে উচ্চে অবস্থান দেয়ার মতো কাজে কলুষিত? কারন এর মাধ্যমে তারা এটাই প্রকাশ করছে যে, বাইবেলের জন্য যুদ্ধে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে হারিয়ে শয়তান জয় লাভ করেছে। (আল-আজিজ, আল-গালিব, আল-জববার, আল-মুক্তাদির)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

সামসঙ্গীত **94:7-9*.....**7.ওরা বলে, ওরা যে সব মন্দ কাজ করে প্রভু তা দেখেন না! ওরা বলে কি ঘটেছে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাও জানে না| 8.তোমরা নিষ্ঠুর লোকরা সত্যই নির্বোধ মানুষ! আর কবে তোমরা শিক্ষা লাভ করবে? তোমরা মন্দ লোকরা সত্যি অপগণ্ড! তোমরা অবশ্যই বোঝবার চেষ্টা কর| 9.ঈশ্বর আমাদের কান সৃষ্টি করেছেন, তাই নিশ্চয়ই তাঁরও কান রয়েছে এবং তিনি শুনতেও পান কি ঘটছে! ঈশ্বর আমাদের চোখ দিয়েছেন, তাই নিশ্চিতভাবে কি ঘটছে তা তিনি দেখতে পান!

Yunus 10:21*.....আর যখন আমি আস্বাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলনা তৈরী করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী।

Taha 20:5 & 51-52* .....5.মূসা বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে

11.

পবিত্র গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র শুধুমাত্র কিছু বিশেষ গ্রন্থ পরিবর্তন বা বিকৃত থেকে রক্ষা করার মতো মন-মানসিকতা যদি থাকতো? (আল-আদল, আল-হাদি, আল-মুমিম, আল-মুকসিত)

বাইবেল **না / না** কুরআন

সামসঙ্গীত 12:6-7*.....6.প্রভুর কথাগুলি, জ্বলন্ত আগুনে গলানো রূপোর মত সত্য ও খাঁটি৷ কথাগুলি সেই রূপোর মত খাঁটি যাকে সাতবার গলিয়ে শুদ্ধ করা হয়েছে৷ 7.হে প্রভু, নিঃসহায় মানুষের দেখাশুনা করুন৷ তাদের এখন এবং চিরদিনের জন্য রক্ষা করুন!

লুক **21:33***.....ঐ দিনগুলোতে যাদের প্রসবকাল ঘনিয়ে এসেছে ও যাদের কোলে দুধের বাচ্চা আছে, সেই সব স্ত্রীলোকদের ভয়ঙ্কর দুর্দশা হবে৷ আমি একথা বলছি কারণ দেশে মহাসংকট আসছে ও এই লোকদের ওপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসছে৷

Tevbe 9:111*.....আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।

İbrahim 14:47*.....অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

Hajj 22:47.....তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।

12.

আল্লাহ্‌র কথাগুলোই কি অপরিবর্তনীয় ও একমাত্র মানদণ্ড। যার মাধ্যমে বিচারের দিনে সকল মানবজাতির বিচার করা হবে? (আল-হাকিম, আল-হাক্ক, আল-হাফিজ, আল-হাসিব)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

যোহন **12:48**..... যে কেউ আমাকে অগ্রাহয় করে ও আমার কথা গ্রহণ না করে, তার বিচার করার জন্য একজন বিচারক আছেন। আমি যে বার্তা দিয়েছি শেষ দিনে সেই বার্তাই তার বিচার করবে।

Pপ্রত্যাদেশর **20:12**..... আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র অথবা মহান সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরে কয়েকটি গ্রন্থ খোলা হল এবং আরও একটি গ্রন্থ খোলা হল। সেই গ্রন্থটির নাম জীবন পুস্তক। সেই গ্রন্থগুলিতে মৃতদের প্রত্যেকের কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেই অনুসারে তাদের বিচার হল।

Hijr 15:9-10.....9.আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।···.10.আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি।

Zumar 39:69-70*.....69.পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা

13.*

ধর্মমতে বিশ্বাসীদের এমন কোন সুযোগ কি দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা বাইবেলের কোন এক অংশ বিশ্বাস করবে, কিন্তু সেই সাথে অন্য কোন এক অংশ বিশ্বাস করবে না?

বাইবেল **না / না** কুরআন

প্রশিষ্যচরিত 20:27.....আমি এসব কথা বলতে পারি যে ঈশ্বর তোমাদের যা কিছু জানাতে চেয়েছিলেন, সে সবই আমি তোমাদের জানিয়েছি।
তিমথি ২ **3:16*.....**সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং অনুয়োগ, সংশোধন ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি বাক্যই সঠিক নির্দেশ দিতে পারে।

Bakara 2:85*....তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর**?**
Bakara 2:136 & 285*....136. তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।···...285**.** তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে**,** আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি।
Al-i İmran 3:84 & 119..... 84.আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। **119.** আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর।
মন্তব্য: সত্যিকার মুসলিমদের কিছু ধর্মগ্রন্থের উপর অত্যাবশ্যকীয়-ভাবে মণে-প্রানে বিশ্বাস করতে হয়, যেগুলো হল- তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও আল-কুরআন। বাইবেলে এসকল পবিত্র গ্রন্থের প্রায় ৯০ ভাগেরও বেশি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

14.

সৃষ্টিকর্তা কি চান যে, ধর্মমতে বিশ্বাসীরা বর্তমান সময়ে তাঁর সকল পবিত্র গ্রন্থগুলো চর্চা করবে এবং যথাযথভাবে মেনে চলবে?

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

তিমথি ১ 4:15-16.....15. ঐসব কাজ করে যাও। ঐ কাজের উদ্দেশ্যে তোমার জীবন উত্সর্গ কর। তাতে সব লোক দেখতে পাবে তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে। 16.নিজের জীবন ও তুমি যা শিক্ষা দাও সে সম্বন্ধে সাবধান থেকো। তোমার ঐ সব দাযিত্ব তুমি পালন করেই চল; কারণ তা করলে তুমি নিজেকে ও যাঁরা তোমার কথা শোনে, তাদেরও উদ্ধার করতে পারবে।
তিমথি ২ 2:15.....যে কর্মী সঠিকভাবে সত্য শিক্ষাকে ব্যবহার করে এবং নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে লজ্জিত নয় এমন একজন কর্মী হিসেবে ঈশ্বরের অনুমোদন পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর।

Al-i Imran 3:79..... কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, ‘তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও’, এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, ‘তোমরা

15.

একজন মানুষের জীবনে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তাঁর কথাগুলো মেনে চলাটা কি প্রধান শর্ত?

বাইবেল হাঁ / হাঁ কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 11:26-27.... 26.“আজ আমি তোমাদের আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ এ দুটির মধ্যে যে কোনো একটি পছন্দ করতে দিচ্ছি৷ 27.আজ আমি তোমাদের যেগুলো বলেছি, প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সেই আজ্ঞাগুলো যদি তোমরা শোন এবং মান্য করো তাহলে তোমরা আশীর্বাদ পাবে৷

দ্বিতীয় বিবরণ 28:13*.....প্রভু তোমাদের মস্তক স্বরূপ করবেন, পুচ্ছ স্বরূপ করবেন না৷ তোমরা অবনত না হয়ে উন্নত হবে৷ এই সমস্তই ঘটবে যদি প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের, যে সব আদেশ আমি আজ বলছি তা তোমরা শোন এবং যত্ন সহকারে এই সব আদেশ পালন করো৷

দ্বিতীয় বিবরণ **30:19**..... “আজ এই দুই পথের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ তোমাদের হয়েছে আর আকাশ ও পৃথিবীকে আমি এই বিষয়ে সাক্ষী রাখছি৷ তোমরা জীবন বা মৃত্যু বেছে নিতে পারো৷ প্রথমটি মনোনীত করলে তোমরা আশীর্বাদ পাবে৷ যদি তোমরা অপরটি মনোনীত কর তাহলে আসবে অভিশাপ৷ সুতরাং জীবন মনোনীত কর, তাহলে তোমরা এবং তোমাদের সন্তানরা বাঁচবে৷

Bakara 2:2-4*.....2.এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য…3.যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে…4. এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

16.*

যারা বাইবেলের কথা অনুযায়ী চলতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা কি অবিশ্বাসীদের মতো অভিশপ্ত হয়? (কাফির)

বাইবেল হাঁ / হাঁ কুরআন

যেরেমিয়া 11:3*.....প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এইগুলি বললেন: ‘যারা এই চুক্তি মানবে না তাদের অমঙ্গল হবে৷’

হিব্রুদের কাছে পত্র 12:25-29*.....সাবধান, ঈশ্বর যখন কথা বলেন তা শুনতে অসম্মত হযো না৷ তিনি পৃথিবীতে যখন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যাঁরা তাঁর কথা শুনতে অসম্মত হল তারা রক্ষা পেল না৷ এখন ঈশ্বর স্বর্গ থেকে বলছেন, তাঁর কথা না শুনলে তোমাদের অবস্থা ঐ লোকদের থেকেও ভয়াবহ হবে একথা সুনিশ্চিত জেনো৷ সেই সময় তাঁর কথায় পৃথিবী কেঁপে কারণ আমাদের ঈশ্বর সর্বগ্রাসী অগ্নিস্বরূপ৷

A'raf 7:36 & 40-49*..... 36.যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে অহংকার করবে, তারাই দোযখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে।…40. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে

17.

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, 'দি বুক অফ রেভিলেশন'- বইয়ের শেষের সাথেই বাইবেলের অনুশাসনও বন্ধ হয়ে যায়?

বাইবেল **হাঁ / না** কুরআন

Pপ্রত্যাদেশর 22:18-19*....18.এই পুস্তকের সব ভাববাণী যাঁরা শুনবে, আমি তাদের দৃঢ়ভাবে বলছি, এই পুস্তকে যা কিছু লেখা হল, কেউ যদি তার সঙ্গে কিছু যোগ করে তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে যে সব সন্তাপের উল্লেখ আছে তা তার জীবনে যোগ করবেন। 19.কেউ যদি এই ভাববাণী পুস্তকের বাক্য থেকে কিছু বাদ দেয়, তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে যে জীবনবৃক্ষের কথা লেখা আছে তা থেকে ও পবিত্র নগর থেকে তার অংশ বাদ দেবেন।

Al-i İmran 3:19-20*.....19.নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। 20.যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, "আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্নসমর্পণ করেছি।" আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্নসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্নসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।

18.*

কুরআনের কথাগুলো আল্লাহ্‌র কথা হিসেবে মেনে নেয়ার জন্য এর সাথে ঐতিহাসিক বাইবেলের পুরোপুরি সাদৃশ্য থাকাটা কি জরুরী, কেননা পূর্ববর্তী সময়ে বাইবেলে এই কথা বলা হয়েছে?

বাইবেল **হাঁ / না** কুরআন

করিন্থীয় ১ 14:32-33*.....32.ভাববাদীদের আত্মা ও ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। 33.কারণ ঈশ্বর কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন না, তিনি শান্তির ঈশ্বর, যা ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের মণ্ডলীগুলিতে সত্য।

গালাতীয় 1:8..... আমরা তোমাদের কাছে যে সত্য সুসমাচার প্রচার করেছি তার থেকে ভিন্ন কোন সুসমাচার যদি আমাদের কেউ বা কোন স্বর্গদূত এসেও প্রচার করে, তবে সে অভিশপ্ত হোক্।

যোহনের ২য় পত্ **1:9**..... কেবল খ্রীষ্টের শিক্ষারই অনুসরণ করা উচিত, যদি কেউ খ্রীষ্টের শিক্ষাকে পরিবর্তিত করে তবে সে ঈশ্বরকে পায় না; কিন্তু যে কেউ সেই শিক্ষানুসারে চলে সে পিতা ও পুত্র উভয়কেই পায়।

19.

কুরআনে কি এমন কিছু মৌলিক মতবাদ সংক্রান্ত বা ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণভাবে বাইবেলের কথাগুলো বিরোধিতা করে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহনের ১ম পত্র 2:22-24*.....23. যে পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতা ঈশ্বরকেও পায় না। কিন্তু যে পুত্রকে গ্রহণ করে, সে পিতা ঈশ্বরকেও পেয়েছে। 24.শুরু থেকে তোমরা যা শুনে আসছ, সেই সব বিষয় অবশ্যই তোমাদের অন্তরে রেখো।

যোহনের ২য় পত্ 1:9.....আমরা যদি নিজেদের পাপ স্বীকার করি, বিশ্বস্ত ও ধার্মিক ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করবেন ও সকল অধার্মিকতা থেকে আমাদের শুদ্ধ করবেন।

Shuara 26:196-197*.....196.নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।···
197.তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে?

Fussilat 41:43*.....আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগনকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

20.

‘অনুপ্রেরণা’ ও ‘দৈববাণী’- এই শব্দ দুইটি সম্পর্কে কুরআন ও বাইবেল কি একই রকমের ধারণা দেয়?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

তিমথি ২ 3:16*.....সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং অনুয়োগ, সংশোধন ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি বাক্যই সঠিক নির্দেশ দিতে পারে।

পিতরের ২য় পত্রর 1:20-21*.....20.এটা তোমাদের বিশেষভাবে জানা দরকার যে শাস্ত্রের ভাববাণী কখনই মানুষের ইচ্ছাক্রমে আসে নি, 21.কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ভাববাদীরা ঈশ্বরের কথা বলেছেন।

Nisa 4:163*.....আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তাবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ।

En'am 6:19 & 93.....19.আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে? বলে দিনঃ আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে-যাতে

21.

ইহুদী বা খ্রিস্টানরা কি কুরআনকে তাদের জীবনে একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে?

বাইবেল **না / হাঁ** কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 18:20-22*.....20.“কিন্তু একজন ভাববাদী এমন কিছু বলতে পারে যা আমি তাকে বলার জন্য বলি নি| এবং সে লোকদের এও বলতে পারে য়ে সে আমার হয়েই তা বলছে| যদি এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে সেই ভাববাদীকে অবশ্যই হত্যা করা উচিত্|

ইসাইয়া 8:20*..... শিক্ষামালা এবং চুক্তি তোমাদের মেনে চলা উচিত্| তোমরা এই আদেশগুলো না মানলে তোমাদের হয়তো ভুল আদেশ অনুসরণ করতে হবে| গুণীন এবং গণত্কারদের কাছ থেকে যে আদেশ উপদেশ আসে সেগুলো ভুল| এর কোন মূল্য নেই| এই আদেশ মেনে চললে তোমাদের কিছু লাভ হবে না|

Nisa 4:82*....এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।

Shu'ara 26:196-197.....196.নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। 197.তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে?

22.

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ প্রেরণের পর সৃষ্টিকর্তার কি পরবর্তীতে কখনো গ্রন্থটির কিছু আয়াত বা অংশ বাতিল করার প্রয়োজন মনে হতে পারে? (মানসুহ ও নাসিহ)

বাইবেল **না / হাঁ** কুরআন

সামসঙ্গীত 89:34*.....দায়ূদের সঙ্গে আমি কখনও আমার চুক্তি ভঙ্গ করবো না| আমি আমাদের চুক্তির পরিবর্তনও করবো না|

লুক 16:17....তবে বিধি-ব্যবস্থার এক বিন্দু বাদ পড়ার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবীর লোপ পাওয়া সহজ।

যোহন 10:35*.....শাস্ত্রে তাদেরই ঈশ্বর বলেছিল যাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসেছিল; আর শাস্ত্র সব সময়ই সত্য।

Bakara 2:106*.....আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?

Ra'd 13:39*.....আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।

Nahl 16:101*.....এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলেঃ আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

23.*

কুরআন যদি সকল বিশ্বের পালনকর্তার কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে থাকে এবং পরবর্তীতে তা কিছু জীন বা অপদেবতাদের মাধ্যমেও সমর্থিত হয়, তাহলে এটা কি কোন ভালো ইঙ্গিত হবে যে এটি সেই পালনকর্তার কাছ থেকেই এসেছে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যোহন 14:30*.....আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার ওপর তার কোন দাবী নেই।

করিন্থীয় ২ 4:3—4*.....3.কিন্তু আমরা যে সুসমাচার প্রচার করি তা যদি ঢাকা থাকে, তবে যাঁরা ধ্বংসের পথে চলেছে তাদের কাছেই ঢাকা থেকে যায়। 4.এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে, যাতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁর মহিমার সুসমাচারের আলো তারা দেখতে না পায়।

Fatih 1:1.... শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

Yunus 10:37.... আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই-তোমার বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে।

Ahkaf 46:29-30..... 29. যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল,। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে।

24.*

কোন পবিত্র ধর্মগ্রন্থের শয়তানের কাছ থেকে আসার ব্যপারটি বারবার অস্বীকৃতি জানানোর প্রয়োজন মনে হওয়া কি উচিৎ?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

মথি 7:15-20*.....15.‘ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান। 20.তাই আমি তোমাদের আবার বলছি, তারা যা করে তা দেখেইতোমরা তাদের চিনতে পারবে।

যোহন **8:44-49*.....**দিযাবল তোমাদের পিতা এবং তোমরা তার পুত্র। তোমরা তোমাদের পিতার ইচ্ছাই পূর্ণ করতে চাও। দিযাবল শুরু থেকেই খুনী; আর সত্যের পক্ষে সে কখনও দাঁড়ায় নি, কারণ তার মধ্যে তো সত্যের লেশমাত্র নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্য থেকে তা বের হয়, কারণ সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার পিতা। আমি সত্য বলি বলে তোমরা আমায় বিশ্বাস করো না। তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলে দোষী করতে পারে? আমি যখন সত্য বলছি তখন তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না?

Nahl 16:98*.....অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।

Sebe 34:8 & 46*..... সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। বলুন, আমি তোমাদেরকে -তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই।

ঈশ্বর এবং আল্লাহ্

25.*

ইহুদীরা, খ্রিষ্টানরা এবং মুসলিম সকলেই কি মনে করে যে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র একজনই?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 6:4*.....‘‘ইস্রায়েলের লোকরা শোনো! প্রভু, আমাদের ঈশ্বর হলেন একমাত্র প্রভু!
এফেসীয় 4:4-6.....দেহ এক ও আত্মা এক, ঠিক সেইরকমই ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এক প্রত্যাশার জন্য আহ্বান করেছেন৷ কেবল একই প্রভু, এক বিশ্বাস ও এক বাপ্তিস্ম রয়েছে; আর আছেন এক ঈশ্বর যিনি সকলের পিতা৷ যিনি সকলের ওপরে কর্তৃত্ব করেন৷ তিনি সর্বত্র আছেন ও সবকিছুতে আছেন৷
তিমথি ১ 2:5-6.....কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন আর ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যে কেবল একমাত্র পথ আছে, যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে৷
যাকোবের পত্রর 2:19....তুমি কি বিশ্বাস কর যে এক ঈশ্বর রয়েছেন? এমনকি ভূতরাও তা বিশ্বাস করে ও ভয়ে কাঁপে৷

Bakara 2:163*.....আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।
Nisa 4:87 & 171*..... নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য।
Maide 5:73..... অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই।
İhlas 112:1.....বলুন, তিনি আল্লাহ, এক,

26.*

কুরআন থেকে পাওয়া আল্লাহ্‌র সকল চরিত্র ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য এবং বাইবেল থেকে পাওয়া ঈশ্বরের সকল চরিত্র ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কি সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া যায়?(আসমাউল হুসনা)

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

ইসাইয়া 40:28*.....তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো এবং জানো যে প্রভু ঈশ্বর অত্যন্ত জ্ঞানী| তিনি যা জানেন মানুষ তা শিখতে পারে না| প্রভু কখনও ক্লান্ত হন না এবং তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই| প্রভু পৃথিবীর সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল সৃষ্টি করেছেন|

Bakara 2:255*.....আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি **ছা**ড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

27.

ইবেলের ঈশ্বর এবং কুরআনে বলা আল্লাহ্ উভয়ই কি একমাত্র এবং একই সত্ত্বা?

বাইবেল **না / হাঁ** কুরআন

যাত্রাপুস্তক 3:14..... তখন ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "তাদের বলো, 'আমি আমিই|' যখনই তুমি ইস্রায়েলীয়দের কাছে যাবে তখনই তাদের বলবে, 'আমিই' আমাকে পাঠিয়েছেন|"

যোহনের ১ম পত্র 5:20*.....আমরা জানি য়ে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, আর তিনি আমাদের সেই বোধ বুদ্ধি দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা সেই সত্যময় ঈশ্বরকে জানতে পারি৷ এখন আমরা সত্য ঈশ্বরে আছি, কারণ আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টেতে আছি৷ তিনিই সত্য ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন৷

যোহনের ২য় পত্ 9*.....কেবল খ্রীষ্টের শিক্ষারই অনুসরণ করা উচিত, যদি কেউ খ্রীষ্টের শিক্ষাকে পরিবর্তিত করে তবে সে ঈশ্বরকে পায় না; কিন্তু য়ে কেউ সেই শিক্ষানুসারে চলে সে পিতা ও পুত্র উভয়কেই পায়৷

Ankebut 29:46*.....তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।

Safat 37:126..... যিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা?

28.

ঈশ্বরের চিরন্তন এবং অপরিবর্তনশীল নাম কি 'ইয়াওয়েহ'?

বাইবেল **হাঁ / না** কুরআন

যাত্রাপুস্তক 3:15*.....ঈশ্বর মোশিকে আরও বললেন, "তুমি অবশ্যই তাদের একথা বলবে: 'য়িহোবা হলেন তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর| আমার নাম সর্বদা হবে য়িহোবা| এই নামেই আমাকে লোকে বংশ পরম্পরায চিনবে|' লোকদের বলো, 'য়িহোবা তোমাকে পাঠিয়েছেন!"'

যোহন 8:58*.....যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি৷ অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই আমি আছি৷'

A'raf 7:180*.....আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।

Isra 17:110*.....বলুনঃ আল্লাহ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রাসে নিয়ে গিয়ে

29.

পবিত্র গ্রন্থগুলোতে কি এমন কোন আয়াত বা অংশ রয়েছে যেখানে ঈশ্বরকে ‘পবিত্র’ বলা হয়েছে? (আল-কুদ্দুস)

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

ইসাইয়া 6:3.... এই দূতরা একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল, “পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র| প্রভু সর্বশক্তিমান খুবই পবিত্র| তাঁর মহিমায পৃথিবী পরিপূর্ণ|”

ইসাইয়া 40:25..... পবিত্র ঈশ্বর বলেন: “আমার সঙ্গে কারও তুলনা করতে পারবে কি? না! কেউ আমার সমান নয়|

ইসাইয়া 57:15*.... তাঁর নাম পবিত্র| ঈশ্বর বলেন, আমি অনেক উঁচু ও পবিত্র স্থানে বাস করলেও যারা দুঃখীত ও বিনীত তাদের সঙ্গেও আমি থাকি|

যোহন 17:11..... ‘আমি আর এই জগতে থাকছি না, কিন্তু তারা এই জগতে থাকছে, আমি তোমারই কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা,

Pপ্রত্যাদেশর 4:8*.....এই চারটি প্রাণীর প্রত্যেকের ছটি করে পাখা ছিল, সেই প্রাণীগুলির সর্বাঙ্গে, ভেতরে ও বাইরে ছিল চোখ, আর তাঁরা দিন-রাত সব সময় বিরত না হয়ে এই কথা বলছিলেন:‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি আসছেন।’

Hashr 59:23*......তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র,

Jum’a 62:1*.....রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমন্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমন্ডলে।

মন্তব্য: এই গুনটির কথা পবিত্র কুরআনে কেবলমাত্র ২বার বলা হয়েছে, কিন্তু বাইবেলে এর কথা বলা হয়েছে 450 এর বেশি।

30.

ঈশ্বরের চরিত্র ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কোথাও কি ঈশ্বর নিজেকে ‘পিতা’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছে?

বাইবেল **হাঁ / না** কুরআন

ইসাইয়া 63:16*.....দেখুন, আপনি আমাদের পিতা! অব্রাহাম আমাদের জানে না| ইস্রায়েল (যাকোব) আমাদের স্বীকার করে না| প্রভু, আপনি আমাদের পিতা! আপনি আমাদের ঈশ্বর যিনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন|

মথি 5:45 & 48..... য়েন তোমরা স্বর্গের পিতার সন্তান হতে পার। তাই তোমাদের স্বর্গের পিতা য়েমন সিদ্ধ তোমরাও তেমন সিদ্ধ হও।

যোহন 8:41..... ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের একমাত্র পিতা।’

En'am 6:101*.....তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গী নেই ? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সবিজ্ঞ।

31.*

ঈশ্বর কি গর্বিত বোধ করে এবং গর্বিত বোধ করা কি ঈশ্বরের চরিত্র ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পরে? (আল-মুতাকাব্বির)

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

প্রবচন 6:16*.....প্রভু, সাতটি নয়, ছয়টি জিনিসকে ঘৃণা করেন:

ইসাইয়া 57:15.....ঈশ্বর ওপরে, আরো ওপরে| তিনি থাকবেন চিরকাল| তাঁর নাম পবিত্র| ঈশ্বর বলেন, আমি অনেক উঁচু ও পবিত্র স্থানে বাস করলেও যারা দুঃখীত ও বিনীত তাদের সঙ্গেও আমি থাকি| যাদের আত্মা অনিষ্টকারী তাদের আমি নতুন জীবন দেব| যাদের মনে দুঃখ রয়েছে আমি তাদের নতুন জীবন দেব|

যোহনের ১ম পত্র 2:16*.....কারণ এই সংসারে যা কিছু আছে,যা আমাদের পাপ প্রকৃতি পেতে ইচ্ছা করে,যা আমাদের চক্ষু পেতে ইচ্ছা করে,আর পৃথিবীর যা কিছুতে লোকে গর্ব করে৷ সে সবই পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না, আসে জগত থেকে৷

Hashr 59:23*.....তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ন?486;ীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা’ আলা তা থেকে পবিত্র।

32.*

ঈশ্বরের চরিত্র ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কোথাও কি ঈশ্বর নিজেকে ‘ত্রাণকর্তা’ হিসেবে পরিচয় দিয়েছে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

ইসাইয়া 43:3 & 11*.....কারণ আমি, প্রভু তোমার ঈশ্বর| আমি ইস্রায়েলের পবিত্রতম তোমার রক্ষাকর্তা| আমি তোমার জন্য মূল্য দিতে মিশরকে দিয়েছিলাম| আমি তোমাকে আমার করতে কূশ ও সবা দিয়েছিলাম| আমি নিজেই হলাম প্রভু| অন্য কোন পরিত্রাতা নেই, আমিই একমাত্র পরিত্রাতা|

হোসেয়া 13:4.....“যখন থেকে তোমরা মিশরের মাটিতে আছো তখন থেকেই আমি তোমাদের প্রভু ঈশ্বর| তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরকে চিনতে না| আমি ছাড়া আর কোন ত্রাণকর্তা নেই|

লুক 2:11*.....কারণ রাজা দাযূদের নগরে আজ তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে৷ তিনি খ্রীষ্ট প্রভু।

যুদের পত্র 1:25.... .তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, আমাদের উদ্ধারকর্তা|

33.*

পবিত্র গ্রন্থগুলোতে যেখানে ঈশ্বর নিজের ব্যাপারে কথা বলেছেন, সেখানে কি তিনি ‘প্রথম ব্যাক্তির’ বহুবাচক শব্দ অর্থাৎ,‘আমরা’ ব্যবহার করেছেন?

বাইবেল হাঁ / হাঁ কুরআন

আদিপুস্তক - 1:26*.....তখন ঈশ্বর বললেন, “এখন এস, আমরা মানুষ সৃষ্টি করি| আমাদের আদলে আমরা মানুষ সৃষ্টি করব| মানুষ হবে ঠিক আমাদের মত|

İsaiah 6:8.....তারপর আমি আমার প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম| তিনি বললেন, “আমি কাকে পাঠাব? আমাদের পক্ষে কে যাবে?”তখন আমি বললাম, “এই যে, আমি আছি, আমাকে পাঠান!”

যোহন 17:11*.....‘আমি আর এই জগতে থাকছি না, কিন্তু তারা এই জগতে থাকছে, আমি তোমারই কাছে যাচ্ছি৷ পবিত্র পিতা, যে নাম তুমি আমায় দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে তুমি তাদের রক্ষা কর৷ আমরা যেমন এক, তেমনি তারা যেন সকলে এক হতে পারে৷

Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না। তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে। তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

İnsan 76:23.....আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি।

34.*

‘ত্রয়ী’ তত্ত্বের ধারণা কি গ্রহণযোগ্য? (বাবা, ছেলে ও পবিত্র সত্ত্বা)

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

মথি 28:19-20*.....তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর৷ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাইতোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি৷’

Al-i İmran 3:64*..... তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।

Maide 5:72-73..... তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

35.*

ঈশ্বর কি কখনো যিশুখ্রিস্টকে কোন ভুল কাজ করার জন্য অন্যায়ভাবে দোষারোপ করবেন বা যিশুখ্রিস্ট কি কখনো তাঁর কোন অন্যায় কাজ গোপন করার জন্য ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা কথা বলবেন?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যোহন 8:46*.....তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলে দোষী করতে পারে? আমি যখন সত্য বলছি তখন তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না?

তীত 1:2.....অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা থেকেই আমাদের সেই বিশ্বাস ও জ্ঞান লাভ হয়৷ সময় শুরুর পূর্বেই ঈশ্বর সেই জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর ঈশ্বর মিথ্যা বলেন না৷৷

পিতরের ১ম পত্র 2:21-23*..... খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য কষ্টভোগ করেছেন, আর এইভাবে তিনি তোমাদের কাছে এক আদর্শ রেখে গেছেন, যেন তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর৷ ‘তিনি কখনও কোন পাপ করেন নি,

শোনা যায় নি৷’যিশাইয় 53 :9. তাঁকে অপমান করলে, তিনি তার জবাবে কাউকে অপমান করেন নি৷ তাঁর কষ্টভোগের সময় তিনি প্রতিশোধ নেবার ভয় দেখান নি৷ কিন্তু যিনি ন্যায় বিচার করেন, তাঁরই ওপর বিচারের ভার দিয়েছিলেন৷

Ma’ida 5:116*.....যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।

36.*

ঈশ্বর কি এমন একজন দূরবর্তী ও অপ্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্তা যিনি খুব সহজেই তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করেন না এবং মানবজাতির ইতিহাসে তাঁর কোন চিহ্ন রেখে যান না?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যাত্রাপুস্তক 13:21*.....প্রভু সেই সময় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন| সেই যাত্রার সময় প্রভু পথ দেখানোর জন্য দিনের বেলায় লম্বা মেঘ স্তম্ভ এবং রাতের বেলায আগুনের শিখা ব্যবহার করতেন| ঐ আগুনের শিখা রাতের বেলায় তাদের পথ চলার আলো জোগাতো|

যাত্রাপুস্তক 16:9-10.... বলছিল তখন সবাই পিছন ফিরে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকল মেঘের ভিতর দিয়ে প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে|

সামুয়েল ১ 12:16.....“এখন স্থির হয়ে দাঁড়াও এবং প্রভু তোমাদের চোখের সামনে যে সব মহান জিনিসগুলি করবেন তা দেখো|

En'am 6:37-38*.....তারা বলেঃ তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন

37.

ঈশ্বর কি কখনো মানবজাতির সামনে নিজেকে দৃশ্যত অবস্থায় প্রকাশ করেছেন? (থিওফানি অথবা রু’ইয়াতুল্লাহ)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যাত্রাপুস্তক 33:11 & 18-23*..... এভাবেই প্রভু মোশির সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলত| তখন মোশি বলল, ‘‘দয়া করে আপনার মহিমা আমায় দেখান|’’ তখন প্রভু আমি তোমাদের ঐ পাথরের একটি বিশাল ফাটলে রেখে দেব এবং আমি যখন ওখান দিয়ে যাব তখন আমার হাত তোমাদের ঢেকে দেবে| এরপর আমি তোমাদের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেব এবং তোমরা আমার পিছন দিক দেখতে পাবে কিন্তু আমার মুখ দেখতে পাবে না|’’

গণনা পুস্তক 12:7-8..... কিন্তু আমার দাস মোশি সেরকম নয়| মোশি আমার বিশ্বস্ত সেবক| আমার বাড়ীর প্রত্যেকেই তাকে বিশ্বাস করে| আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলি, তখন তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলি| আমি এমন কোনো ধাঁধার সাহায্য নিই না যার ভেতরে কোনো অর্থ লুকিয়ে আছে;

En'am 6:103*.....দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষদর্শী, সুবিজ্ঞ।

A'raf 7:143*..... তারপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তার পরওয়ারদেগার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে।

Hajj 22:63....তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ট সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষদর্শী, সর্ববিষয়ে খবরদার।

Lokman 31:16.....হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।

মন্তব্য: বাইবেলের অন্যান্য থিওফানিস। জেন 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; এক্স. 3:2-4:17; এক্স. 24:9-11; দাউত. 31:14-15; যব 38-42.

38.*

ঈশ্বরের লিখিত দৈববাণী ছাড়া, তিনি কি সরাসরি কোন মানুষের সাথে কথা বলেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোয়েল 2:28*.....“এখন থেকে আমি আমার আত্মা সবার মধ্যে ঢেলে দেব| এর ফলে তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভাববাণী বলবে| বয়স্ক লোকরা স্বপ্ন দেখবে আর তোমাদের কণিষ্ঠরা দর্শন পাবে|

করিন্থীয় ১ 14:1-4 & 24-25*..... তোমরা ভালবাসার জন্য চেষ্টা কর এবং অন্য আত্মিক বরদানগুলি লাভ করার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা কর। বিশেষ করে যে বরদান পাবার জন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিত, তো হল ভাববাণী. কিন্তু যে ভাববাণী বলার

39.*

ঈশ্বরের সন্তান' কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে অসীম ঈশ্বর কি মানবজাতির সাথে একটি ঘনিষ্ঠ ও ভালোবাসা-পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার বাসনা পোষণ করেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

হোসেয়া 1:10*....."ভবিষ্যতে, ইস্রায়েল জাতির লোকসংখ্যা সমুদ্রের বালির মতো অসংখ্য হবে| তুমি বালি পরিমাপ করতে পার না অথবা তার সংখ্যা গুনতেও পার না| তখন এটা যেখানে তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার লোক নও,' সেই জায়গাতেই তাদের বলা হবে, 'তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান|'

গালাতীয় 4:6.....তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, সেইজন্যই তাঁর পুত্রের আত্মাকে তিনি তোমাদের অন্তরে পাঠিয়েছেন৷ সেই আত্মা ডেকে ওঠে, 'পিতা, পিতা' বলে৷

যোহনের ১ম পত্র 3:1-2..... ভেবে দেখ, পিতা ঈশ্বর আমাদের কত ভালোই না বেসেছেন৷ যাতে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হই; বাস্তবিক আমরা তাই৷ জগতের লোক আমাদের চেনে না যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ তারা ঈশ্বরকে জানে না৷ প্রিয় বন্ধুরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান,

---

Maide 5:18*.....ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? মন্তব্য: যদিও কুরআনে মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে অগ্রাহ্য করে হয়েছে, কিন্তু এটাও বলা হয়েছে যে আল্লাহ্‌ মানুষের খুব কাছাকাছি রয়েছেন। সিএফ. আনফাল 8:24; হুদ 11:90 & 92; এবং কাফ 50:16.

40.*

ঈশ্বরের ভালোবাসা কি নিঃশর্ত? (আল-ভাদুদ)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

রোমীয় 5:8*.....কিন্তু আমরা যখন পাপী ছিলাম খ্রীষ্ট তখনও আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন; আর এইভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে তিনি আমাদের ভালবাসেন৷

যোহনের ১ম পত্র 4:8-10*.....যে ভালবাসতে জানে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং হলেন ভালবাসা৷ ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এইভাবেই দেখিয়েছেন, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠালেন যেন তাঁর মাধ্যমে আমরা জীবন লাভ করি৷ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা নয়, বরং আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসাই হল প্রকৃত ভালবাসা৷

Bakara 2:195 & 276*.....195.আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।...276.আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।

Al-i İmran 3:57 & 159*.....57.আর আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।...159. আর আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।

Nisa 4:107.....যারা মনে বিশ্বাস ঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না।

41.*

ঈশ্বর কি তাঁর উপর বিশ্বাসী মানুষদের শুধু পর্যবেক্ষণই করে যান, কেননা তারা কেবলমাত্র ঈশ্বরের বান্দা বা গোলাম?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যোহন 15:15*.....আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ মনিব কি করে, তা দাস জানে না। কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধু বলছি, কারণ আমি পিতার কাছ থেকে যা যা শুনেছি সে সবই তোমাদের জানিয়েছি।

পিতরের ১ম পত্র 2:5 & 9-10*.....5.তোমরাও এক একটি জীবন্ত প্রস্তর সুতরাং সেই আত্মিক ধর্মধাম গড়বার জন্য তোমাদের ব্যবহার করতে দাও, যাতে পবিত্র যাজক হিসাবে তোমরা আত্মিক বলি উত্সর্গ করতে পার, যা খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হবে।…9 .কিন্তু তোমরা সেরকম নও, তোমরা মনোনীত মানবগোষ্ঠী, রাজকীয় যাজককুল, এক পবিত্র জাতি। তোমরা ঈশ্বরের আপন জনগোষ্ঠী, তাই তোমরা ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মকাণ্ডের কথা বলতে পারো।

Sad 38:83.....তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া।

Zulmer 39:16-17*.....16.এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর।…

Shura 42:19*.....আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী।

42.*

ঈশ্বর কি তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোন পক্ষপাত করেন বা একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দেন?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

মার্ক 12:14.....তারা এসে তাঁকে বলল, 'হে গুরু, আমরা জানি আপনিই সত্, এবং আপনি কোন লোককে ভয় করেন না। আপনি ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সত্য শিক্ষা দেন। আচ্ছা, কৈসর সরকারকে কর দেওয়া কি উচিত? আমরা দেব, কি দেব না?'

গালাতীয় 3:28*.....এখন খ্রীষ্ট যীশুতে যাঁরা আছে তাদের মধ্যে পুরুষ বা স্ত্রীতে কোন ভেদাভেদ নেই, ইহুদী কি গ্রীক, স্বাধীন কি দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা এক।

এফেসীয় 6:9*.....ক্রীতদাসের মনিবরা, তোমাদের বলি, তোমাদের দাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। তাদের কড়া কথা বলো না। মনে রেখো, তাদের ও তোমাদের প্রভু স্বর্গে আছেন; আর সেই প্রভু সকলকেই সমানভাবে বিচার করেন।

En'am 6:165*.....তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের কে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

43.*

ঈশ্বর কি বিশেষভাবে কিছু পাপীদের ঘৃণা করেন এবং তাদেরকে নড়কে পাঠাতে চান?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

এজেকিয়েল 18:23 & 32*.....23.প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, "দুষ্ট লোকের মরণ হোক এ আমি চাই না| আমি চাই তারা যেন জীবন পরিবর্তন করে এবং বাঁচে··· 32. আমি তোমাদের হত্যা করতে চাইনা| তোমরা ফিরে এসো, বাঁচো| প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন|

পিতরের ২য় পত্রর 3:9*.....প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে সত্যি দেরী করছেন না। যদিও কেউ কেউ সেরকমই মনে করছে; কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য ধৈর্য ধরে আছেন। কেউ য়ে ধ্বংস হয় তা ঈশ্বর চান না, ঈশ্বর চান য়ে প্রত্যেকে মন পরিবর্তন করুক ও পাপের পথ ত্যাগ করুক।

Maide 5:41*.....আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না।

Tevbe 9:55*.....সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়।

44.

ঈশ্বরই কি 'ভালো' ও 'খারাপের' সৃষ্টিকর্তা এবং উভয়ের জন্য উনিই দায়ী? (হায়ির এবং সের)

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যাকোবের পত্রর 1:13*.....কেউ যখন প্রলুব্ধ হয় তখন য়েন সে না বলে, 'ঈশ্বর আমাকে প্রলুব্ধ করেছেন।' মন্দ ঈশ্বরকে প্রলোভিত করতে পারে না এবং ঈশ্বরও নিজে কাউকে প্রলোভনে ফেলেন না।

Bakara 2:26..... এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন।

Nisa 4:78-79*.....78. না। 79. আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও,

Maide 5:14*.....যারা বলেঃ আমরা নাছারা, অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি।

Enbiya 21:35*..... আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি

মন্তব্য: বাইবেলে বলা হয়েছে যে, এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে ঈশ্বর মানুষের জন্য প্রতিকূল অবস্থা

45.

ঈশ্বরকে কি শ্রেষ্ঠ 'চক্রান্তকারী' ও 'কুশলী' বলা যেতে পারে? (মোকারা)

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

হাবাকুক 1:13.....আপনার চোখগুলি খুবই শুদ্ধ! আপনি কি করে মন্দের দিকে তাকাতে পারবেন?

জাখারিয়া 8:17*.....তোমার প্রতিবেশীকে আঘাত করার জন্য কোন পরিকল্পনা করো না| মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কোর না! এইসব কাজ করে আনন্দ পেও না কারণ আমি এইসব জিনিষ ঘৃণা করি!" প্রভু এইসব কথা বলেছেন|

Al-i İmran 3:54*.....এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী।

Ra'd 13:42*....তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহর হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাফেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে।

মন্তব্য: বাইবেলে 'চক্রান্তকারী' ও 'কুশলী' উভয়কেই খারাপ বা অসৎ বলা হয়েছে, যা শয়তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরের নয়। সিএফ. Gen. 3:1, Est. 9:25, Ps. 21:11, Ps. 36:4, Pro. 1:30, 2 Cor. 11:13-15, Eph. 6:11, 1 Pet 5:8-9, 2 John 1:7.

46.

ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসকারীদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করার পিছনে কি ঈশ্বর দায়ী?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যেরেমিয়া 29:11*....আমি আমার পরিকল্পনাগুলো কি তা জানি| তাই এগুলো তোমাদের বললাম|" এই হল প্রভুর বার্তা| "আমি তোমাদের সুনিশ্চিত নিরাপদ ভবিষ্যত্ দিতে চাই| তোমাদের জন্য আমার ভাল ভাল পরিকল্পনা আছে| তোমাদের আঘাত করবার কোন পরিকল্পনা আমার নেই| আমি তোমাদের আশা এবং সু-ভবিষ্যত্ দিতে চাই|

হাবাকুক 1:13.....আপনার চোখগুলি খুবই শুদ্ধ! আপনি কি করে মন্দের দিকে তাকাতে পারবেন? লোকরা য়ে পাপ করে তা আপনি সহ্য করতে পারেন না| তাহলে ঐ অসত্ লোকরা য়ে জয়ী হচ্ছে তা আপনি কি করে দেখবেন? আপনি যখন দেখেন য়ে ভালো লোকরা আমাদের চেয়েও দুষ্ট লোকদের দ্বারা পরাজিত হচ্ছে তখন কেন কোন প্রতিকার করেন না?

Bakara 2:10.....তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন।

Nisa 4:88......অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারনে! তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট

47.*

কিছু মানুষের মনকে কঠিন করে তাদের বিপথে নিয়ে যাওয়া কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে পরে?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

মথি 18:11-14*.....14. ঠিক সেই ভাবে, তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন, তিনি চান না, যে এই ছোট্টদের মধ্যে একজনও হারিয়ে যায়।

তিমথি ১ 2:3-4*.....3.এরকম করা ভাল, এতে আমাদের ত্রাণকর্তা সন্তষ্ট হন।… 4.তাঁর ইচ্ছা এই যেন সমস্ত মানুষ উদ্ধার পায় ও সত্য জানতে পারে।

Baqara 2:7, 15 & 26*.....26. 7. আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।…15. বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন।

Nisa 4:119..... তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব;

A'raf 7:186..... আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন। তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুষ্টামীতে মত্ত অবস্তায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন।

48.

ঈশ্বরের চরিত্র ও ব্যবহার কি কখনো খামখেয়ালিপূর্ণ হয়?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

সামসঙ্গীত 119:90.....চিরদিনের জন্যই আপনি বিশ্বস্ত৷ প্রভু, আপনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও তা রয়েছে৷

মালাখি 3:6....."আমিই প্রভু, আমার পরিবর্তন নেই৷ তোমরা যাকোবের সন্তানরা তাই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হচ্ছ না৷

তিমথি ২ 2:13*.....আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তিনি কিন্তু বিশ্বস্ত থাকেন; কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।

Hud 11:106-108*.....106. অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।…107. তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা করতে পারেন।…

Hajj 22:14*..... আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।

Fatir 35:8.....যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট

49.*

ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো কাছে নত হউয়ার ব্যপারে কি নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

যাত্রাপুস্তক 20:2-5.... **2** "আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর| **3** "আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোনও দেবতাকে উপাসনা করবে না| **4** "তোমরা অবশ্যই অন্য কোন মূর্তি গড়বে না যেগুলো আকাশের, **5** কোন মূর্ত্তির উপাসনা বা সেবা করবে না| কারণ, আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর| যারা অন্য দেবতার উপাসনা করবে তাদের আমি ঘৃণা

দ্বিতীয় বিবরণ 5:7-9..... 7 "তোমরা অবশ্যই আমাকে ছাড়া অন্য কোনোও দেবতার পূজা করবে না| 9 তোমরা অন্য কোনোও প্রকার মূর্ত্তির পূজা অথবা সেবা করবে না| কেন?

İsra 17:23*.....তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা।

Zariyat 51:56*.....আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

50.*

'তোমরা আদমের সামনে নত হউ'- ফেরেশতাদেরকে এই আদেশ দেয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর কি উনার নিজের চিরন্তন নিয়মগুলোর বিরোধিতা করেছেন?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

ইসাইয়া 14:12-17*.....12 তুমি সকালের তারার মতো ছিলে| কিন্তু এখন তোমার আকাশ থেকে পতন হয়েছে| 13 তুমি সর্বদা নিজেকে বলতে: "আমি হব পরাত্পরের মতো| আমি স্বর্গারোহণ করব| 14 আমি মেঘের বেদীতে উঠব| আমি পরাত্পরের তুল্য হব|"

এজেকিয়েল 28:11-19*.....13 তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদনে ছিলে| তোমার কাছে সব ধরণের মূল্যবান পাথর- চুনি, পীতমনি, হীরে, বৈদুয়র্যমণি গোমেদক সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, হরিম্মণি ও মরকত ছিল| প্রতিটি পাথরই স্বর্নখচিত ছিল| তোমার সৃষ্টির দিনে তুমি ঐ সৌন্দয়ের্য ভূষিত হয়েছিলে|

Bakara 2:31-34*......34.এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।

পবিত্র সত্তা, ফেরেশতাগণ, অপদেবতা এবং শয়তান

51.*

ঈশ্বরকে কি পবিত্র সত্ত্বা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে? (রুহ উল-কুদুস)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

সামসঙ্গীত 139:7..... যেখানে যেখানে আমি যাই সর্বত্রই আপনার আত্মা বিরাজ করে| হে প্রভু, আমি আপনার কাছ থেকে পালাতে পারি না|

যোহন 4:24.....ঈশ্বর আত্মা, যাঁরা তাঁর উপাসনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।'

প্রশিষ্যচরিত 5:3-4*.....3 তখন পিতর বললেন, 'অননিয় তুমি কেন শয়তানকে তোমার অন্তরে কাজ করতে দিলে? মানুষের কাছে নয় কিন্তু তুমি ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা বললো।'

Bakara 2:87 & 253*..... 87. আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মোজেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি।

Maide 5:110*.....যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা

মন্তব্য: বাইবেলে মোট 113 জায়গায় পবিত্র সত্তাকে ঈশ্বর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

52.*

পবিত্র সত্ত্বার কি কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

আদিপুস্তক - 1:1-2..... 1 শুরুতে, ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন| প্রথমে পৃথিবী সম্পূর্ণ শূন্য ছিল; পৃথিবীতে কিছুই ছিল না| 2 অন্ধকারে আবৃত ছিল জলরাশি আর ঈশ্বরের আত্মা সেই জলরাশির উপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল|

যোব 33:4*.....ঈশ্বরের আত্মা আমায় সৃষ্টি করেছে| ঈশ্বর সর্বশক্তিমানের নিঃশ্বাস আমাকে জীবন দিয়েছে|

সামসঙ্গীত 104:30.....কিন্তু যখন আপনি আপনার আত্মাকে পাঠালেন, প্রভু, তখন ওরা আবার স্বাস্থ্যবান হল| দেশটিকে আপনি আবার নতুন করে তোলেন!

Maide 5:118*..... 118. যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

Meryem 19:17-19..... 17. অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম,

53.

পবিত্র সত্ত্বা ও ফেরেশতা জিবরাঈল কি এক ও অভিন্ন?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

লুক 1:11-35*.....11 এমন সময় প্রভুর এক স্বর্গদূত সখরিয়র সামনে এসে উপস্থিত হয়ে ধূপবেদীর ডানদিকে দাঁড়ালেন। 19 এর উত্তরে স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি; আর তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ও তোমাকে এই সুখবর দেবার জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে। 30 স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'মরিয়ম তুমি ভয় পেও না, কারণ ঈশ্বর তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। যোহন 4:24.....ঈশ্বর আত্মা, যাঁরা তাঁর উপাসনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।'

Bakara 2:87 & 98*.....87. অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মোজেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। ...98. যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু।

মন্তব্যঃ ইসলামে সাধারণত ফেরেশতা জিবরাঈলকে পবিত্র সত্ত্বা বলা হয়।

54.*

পবিত্র সত্ত্বার প্রতি নিন্দা করাই কি একমাত্র ক্ষমার অযোগ্য পাপ?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 12:31-32*.....32 মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন কথা বলে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে তার ক্ষমা নেই , এযুগে বা আগামী যুগে কখনইনা।

Nisa 4:48, 116 & 168*.....48. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।...168. যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না।

55.

পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ কি কেবলমাত্র আত্তা বা সত্বার উপধানগুলোকেই কেন্দ্র করে আলোচনা করে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

রোমীয় 1:11.....আমি তোমাদের দেখার জন্য বড়ই উত্‌সুক। তোমাদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য আমি সকলকে কিছু আত্মিক বর দিতে চাই।

রোমীয় 8:9.....কিন্তু তোমরা তোমাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত নও বরং আত্মা দ্বারা চালিত; অবশ্য যদি ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বিরাজ করেন তাহলে তুমি আত্মার দ্বারা চালিত হবে; কিন্তু যার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই সে খ্রীষ্টের নয়।

পারে?' যিশাইয় 40 : 13….. কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

যুদের পত্র 18-19*.....18 তারা তো তোমাদের বলতেন, 'শেষের সময় এমন সব উপহাসকরা উঠবে যাঁরা নিজেদের ইচ্ছানুযাযী ঈশ্বর-বিরুদ্ধ কাজ করবে।' 19 মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তারা তাদের পাপ প্রবৃত্তির দাস। তাদের সেই আত্মা নেই।

İsra 17:85*.....তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিনঃ রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

56.*

ঈশ্বরের পবিত্র সত্ত্বা কি মানুষের ভিতরে বাস করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দানের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করে তোলে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন 20:21-23..... 21 এরপর যীশু আবার তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক! পিতা য়েমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।' 22 এই বলে তিনি তাঁদের ওপর ফুঁ দিলেন, আর বললেন, 'তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।

পশিষ্যচরিত 1:8.... কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তোমাদের কাছে আসবেন, তখন তোমরা শক্তি পাবে আর তোমরা আমার সাক্ষী

করিন্থীয় ১ 12:1, 4-11 & 13*.....1 আমার ভাই ও বোনেরা, আমি চাই য়ে তোমরা সঠিকভাবে এগুলি বুঝে নাও।

মন্তব্য: কুরআনে মানুষের কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বা পবিত্র সত্ত্বার মানুষের ভিতরে বাস করার মতো কোন কথা বলা হয়নি।

57.

হাত রাখার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কি একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে যেতে পারবে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

তিমথি ১ **4:14-16*......14** তোমার মধ্যে যে আত্মিক বরদান রয়েছে তা ব্যবহার করতে ভুলো না। এক সময় মণ্ডলীর প্রাচীনরা তোমার ওপর হস্তার্পণ করেছিলেন, সেই সময় ভাববাদীর দ্বারা সেই দান তোমাতে অর্পিত হয়েছিল। **15** ঐসব কাজ করে যাও। ঐ কাজের উদ্দেশ্যে তোমার জীবন উত্সর্গ কর। তাতে সব লোক দেখতে পাবে তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে।

তিমথি ২ **1:6**...... সেই জন্য আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, তোমার মধ্যে ঈশ্বরের দেওয়া বিশেষ দান রয়েছে। আমি যখন তোমার ওপর হস্তার্পন করেছিলাম তখন সেই দান ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছিলেন।

মন্তব্য: কুরআনে হাত রাখার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে যাওয়ার ব্যপারে কিছু বলা হয়নি। Cf. রোমানস 1:11, 2 থেসালনিয়ান্স 2:8 & 1 তিমথি 4:14-16.

58.

ঈশ্বর যিশুখ্রিস্টের অনুগামীদের কি এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা অলৌকিক কাজ করতে পারবেন, ঠিক যেমনটি তিনি যিশুখ্রিস্টকে দিয়েছেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

লুক 10:17*....এরপর সেই বাহাত্তরজন আনন্দের সঙ্গে ফিরে এসে বললেন, ‘প্রভু, আপনার নামে এমন কি ভূতরাও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে!’

যোহন 14:12*.....আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, আমি যে কাজই করি না কেন, সেও তা করবে, বলতে কি সে এর থেকেও মহান মহান কাজ করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।

pশিষ্যচরিত 6:8.....স্তিফান ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ছিলেন; তিনি জনসাধারণের মধ্যে নানান অলৌকিক ও পরাক্রম কাজ করতে লাগলেন।

pশিষ্যচরিত 8:6.....লোকেরা যখন ফিলিপের কথা শুনল এবং তিনি যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তা দেখল, তখন তাঁর কথায় আরো মন দিল।

59.

ঈশ্বর কি কাওকে তাঁর জাতিসত্তার মাধ্যমে এমন কোন ক্ষমতা দিয়েছেন যার ফলে সে অজানা কোন ভাষায় কথা বলতে পারবে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

করিন্থীয় ১ 14:2, 5*.....2 যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা পেয়েছে, সে কোন মানুষের সঙ্গে নয় ঈশ্বরের সঙ্গেই কথা বলে, কারণ সে কি বলে তা কেউ বুঝতে পারে না, বরং সে আত্মার মাধ্যমে নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় বলে৷ **5** আমার ইচ্ছা যে তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা

রোমীয় **8:26-27***.....26 একইভাবে আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মাও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, কারণ আমরা কিসের জন্য প্রার্থনা করব জানি না, তাই স্বয়ং পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে অব্যক্ত আর্তস্বরে আবেদন জানিয়ে থাকেন৷

মন্তব্য: কুরআনের কোথাও এমন কিছু বলা হয় নি যে, মানুষ তার অজানা কোন ভাষায় কথা বলবে।

60.*

ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র বান্দা বা গোলাম এবং অপদেবতা বা জীন শয়তানের গোলাম, এই ব্যপারটি সম্পর্কে কি কোন পরিষ্কার কোন ব্যখা রয়েছে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 25:41*.....‘এরপর রাজা তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন, ‘ওহে অভিশপ্তরা, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও, দিয়াবল ও তার দূতদের জন্য যে ভযাবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়৷

Pপ্রত্যাদেশর 12:9*.....সেই বিরাট নাগকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল৷ এই বিরাট নাগ হল সেই পুরানো নাগ যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়, সে সমগ্র জগতকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়৷ সেই নাগ ও তার সঙ্গী অপদূতদের পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল৷

Jinn 72:1—16*.....1. বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি;**…2.** যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব 11.আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে

61.

শয়তানের পক্ষে কি তার ভুলের জন্য অনুশোচনা করে ভালো হয়ে যাওয়া সম্ভব?

বাইবেল না / না কুরআন

পপ্রত্যাদেশর 12:9-10*.....9 সেই বিরাট নাগকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল৷ এই বিরাট নাগ হল সেই পুরানো নাগ যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়, সে সমগ্র জগতকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়৷ সেই নাগ ও তার সঙ্গী অপদূতদের পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল৷ 10 তখন আমি স্বর্গে এক উচ্চস্বর শুনতে পেলাম, 'এখন আমাদের ঈশ্বরের জয়, পরাক্রম, রাজত্ব, ধ্বনি ও তাঁর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এসে পড়েছে৷ এসবই সন্ভব হয়েছে কারণ আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে য়ে দোষারোপকারী, তাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে৷ সে দিন রাত আমাদের ঈশ্বরের সামনে তাদের নামে দোষারোপ করত৷

Bakara 2:208*......ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

Zukhruf 43:36-39.....36.যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।…39. তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকের আযাবে শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে না।

62.

অপদেবতা বা কিছু জীনের পক্ষে কি তার ভুলের জন্য অনুশোচনা করে ভালো হয়ে যাওয়া সম্ভব?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যুদের পত্র 6-7*....6 আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, য়ে সেই স্বর্গদূতরা যাঁরা নিজেদের আধিপত্য রক্ষা না করে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করেছিল, তাদের তিনি (ঈশ্বর) ঘোর অন্ধকার কারাগারে অনন্তকালীন শেকলে বেঁধে রেখেছেন আর মহাবিচারের দিনে তাদের বিচার করা হবে৷ 7 আগুনে শাস্তি ভোগ করে তারা আমাদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে৷

Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....1.বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। … 11. আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম

63.*

পবিত্র গ্রন্থগুলোতে কি মানুষের মধ্য থেকে জীন বের করে আনার কোন কথা বলা হয়েছে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 9:33.....সেই ভূতকে তার ভেতর থেকে তাড়িয়ে দেবার পর বোবা লোকটি কথা বলতে লাগল। তাতে সমবেত সব লোক আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, 'ইস্রায়েলে এমন কখনও দেখা যায় নি।'

মথি 17:18.....তখন যীশু সেইভূতকে তিরস্কার করলে ভূতটি ছেলেটির মধ্য থেকে বের হয়ে গেল, আর সেই মুহূর্ত্ত থেকেইছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

মন্তব্য: কুরআনের কোথাও মানুষের মধ্য থেকে জীন বের করে আনার কথা বলা হয়নি। কিন্তু, বাইবেলে এই ব্যপারে 89 বার বলা হয়েছে।

64.

শয়তানের ছল বা প্রতারণা করার ক্ষমতাকে কি দুর্বল ও অকার্যকর বলা হয়েছে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

লুক 4:6*.....দিযাবল যীশুকে বলল, 'এই সব রাজ্যের পরাক্রম ও মহিমা আমি তোমায় দেব, কারণ এই সমস্তই আমাকে দেওযা হয়েছে, আর আমি যাকে চাই তাকেই এসব দিতে পারি।

করিন্থীয় ২ 4:3—4..... 3 কিন্তু আমরা যে সুসমাচার প্রচার করি তা যদি ঢাকা থাকে, তবে যাঁরা ধ্বংসের পথে চলেছে তাদের কাছেই ঢাকা থেকে যায়। 4 এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে, যাতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁর মহিমার সুসমাচারের আলো তারা দেখতে না পায়।

Nisâ 4:76*.....যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

İbrahim 14:22..... তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ।

Nahl 16:98....অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান

65.*

শয়তানকে কি এই দুনিয়ার 'অধিপতি' ও 'শাসক' হিসেবে ধরা হয়?

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

লুক 4:6..... দিযাবল যীশুকে বলল, 'এই সব রাজ্যের পরাক্রম ও মহিমা আমি তোমায় দেব, কারণ এই সমস্তই আমাকে দেওযা হয়েছে, আর আমি যাকে চাই তাকেই এসব দিতে পারি।

যোহন 12:31.....এখন জগতের বিচারের সময়। এই জগতের শাসককে দূরে নিক্ষেপ করা হবে।

যোহন 14:30*.....আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে। আমার ওপর তার কোন দাবী নেই।

করিন্থীয় ২ 4:3-4*..... 3 কিন্তু আমরা যে সুসমাচার প্রচার করি তা যদি ঢাকা থাকে, তবে যাঁরা ধ্বংসের পথে চলেছে তাদের কাছেই ঢাকা থেকে যায়। 4 এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে, যাতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁর মহিমার সুসমাচারের আলো তারা দেখতে না পায়।

Nisa 4:76..... যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

Shuara 26:210-211..... 210.এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি।…211. তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ?

যিশুখ্রিস্ট ও হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)

66.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টের জন্ম একজন সতী নারীর থেকে হয়েছে?

বাইবেল হাঁ / হাঁ কুরআন

ইসাইয়া 7:14*.....ঈশ্বর আমার প্রভু, তোমাদের একটা চিহ্ন দেখাবেন:ঐ যুবতী মহিলাটি গর্ভবতী হবে এবং দেখ সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে| তার নাম রাখা হবে ইম্মানূযেল|

মথি 1:18*.....এই হল যীশু খ্রীষ্টের জন্ম সংক্রান্ত বিবরণ: যোষেফের সঙ্গে তাঁর মা মরিয়মের বাগদান হয়েছিল; কিন্তু তাঁদের বিয়ের আগেই জানতে পারা গেল যে পবিত্র আত্মার শক্তিতে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছেন।

Meryem 19:16-22*.....20. মরিইয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না?... 22.

67.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট নিষ্পাপ ছিলেন?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

মার্ক 1:24..... 'হে নাসরতীয় যীশু! আপনি আমাদের কাছে কি চান? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি!'

যোহন 8:46*.....তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলে দোষী করতে পারে? আমি যখন সত্য বলছি তখন তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না?

করিন্থীয় ২ 5:21.....খ্রীষ্ট কোন পাপ করেন নি; কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের ওপর আমাদের পাপের সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন, য়েন খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

যোহনের ১ম পত্র 3:5*.....তোমরা জান, মানুষের পাপ তুলে নেবার জন্যই খ্রীষ্ট প্রকাশিত হলেন; আর খ্রীষ্টের নিজের কোন পাপ নেই।

Bakara 2:253*..... উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মু'জেযা দান করেছি এবং তাকে শক্তি দান করেছি 'রুহূল কুদ্দুস' অর্থৎ জিবরাঈলের মাধ্যমে।

Meryem 19:19*.....সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব।

68.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

মথি 9:4..... তারা কি চিন্তা করছে, তা জানতে পেরে যীশু বললেন, 'তোমরা মনে মনে কেন এমন মন্দ চিন্তা করছ?

যোহন 7:45-46*.....**45** তখন মন্দিরের সেই পদাতিকরা, প্রধান যাজক ও ফরীশীদের কাছে ফিরে গেল। তাঁরা মন্দিরের সেই পদাতিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা তাঁকে ধরে আনলে না কেন?' **46** পদাতিকরা বলল, 'উনি য়ে সব কথা বলছিলেন কোন মানুষ কখনও সেই ধরণের কথা বলেনি!'

যোহন 16:30*.....এখন আমরা বুঝলাম য়ে আপনি সব কিছুই জানেন। কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করার আগেই আপনি তার উত্তর দিতে পারেন। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি য়ে আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।'

Al-i İmran 3:45-48*.....45.যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভক্ত।48. আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত, ইঞ্জিল।

69.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টের অলৌকিক কিছু করার মতো এবং মৃতকে জীবিত করে তোলার মতো অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ছিল?

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

মার্ক **1:40-45..... 40** একদিন এক কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য চাইল। সে যীশুকে বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।' **41** যীশু তার প্রতি মমতায় পূর্ণ হয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, 'আমি তা-ই চাই, তুমি ভাল হয়ে যাও।'

যোহন **11:14-44*.....14** তাই যীশু তখন তাদের স্পষ্ট করে বললেন, 'লাসার মারা গেছে। **21** মার্থা যীশুকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে আমার ভাই মরত না। **23** যীশু তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাই আবার উঠবে।' **24** মার্থা তাঁকে বললেন, 'আমি জানি শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময় সে আবার উঠবে।'

Al-i İmran 3:45-50*.....45.যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত। **...49.** আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে।

Maide 5:110*.... ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে,
মন্তব্য: ইনজিলে যিশুখ্রিস্টের 37টি অলৌকিক ঘটনার কথা বলা হয়েছে।

70.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টকে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও আনুগত্য থাকতে বলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে?

বাইবেল **হাঁ / হাঁ** কুরআন

মথি **23:10*....**কেউ য়েন তোমাদের 'আচাযর্য় বলে না ডাকে, কারণ তোমাদের আচায়র্য একজনই, তিনি খ্রীষ্ট।

যোহন **14:15 & 21-24*.....15** 'তোমরা যদি আমায় ভালবাস তবে তোমরা আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে। **21** য়ে আমার নির্দেশ জানে এবং সেগুলি সব পালন করে, সেই আমায় প্রকৃত ভালবাসে।

Al-i İmran 3:50 & 55*.....50. আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। **55.** আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো।

Zuhruf 43:61 & 63*.....61. সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ।**...63.** ঈসা

71.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টকে ''মাসিয়াহ'' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়? (উদ্বর্তিত)

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

মথি 26:63-64..... 63 কিন্তু যীশু নীরব থাকলেন। তখন মহাযাজক তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্যি দিচ্ছি, আমাদের বল, তুমি কি সেইখ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র?' 64 যীশু তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমিই একথা বললে।
যোহন 1:41*.....আন্দরিয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাই শিমোনের দেখা পেয়ে তাকে বললেন, 'আমরা মশীহের দেখা পেয়েছি।' 'মশীহ' কথাটির অর্থ 'খ্রীষ্ট।'
যোহন 4:25-26*.....25 তখন সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'আমি জানি, মশীহ আসছেন। মশীহকে তারা খ্রীষ্ট বলে। যখন তিনি আসবেন, তখন আমাদের সব কিছু জানাবেন।' 26 যীশু তাকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে যে কথা বলছে আমিই সেই মশীহ।'

Al-i İmran 3:45*..... যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত।
Nisa 4:171-172*.....171. হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত।
মন্তব্য: বাইবেলের নতুন অংশে 'মাসিয়াহ' ও 'খ্রিস্ট' এই শব্দ দুইটির কথা মোট 558 বার ব্যবহার করা হয়েছে এবং কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে 10 বার যেখানে যিশুখ্রিস্টকে মাসিয়াহ বলা হয়েছে।

72.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টকে ঈশ্বরের বানী হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে? (লগস/কালিমুল্লাহ)

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

যোহন 1:1-3 & 14*.....1 আদিতে বাক্যছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। 14 বাক্য মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি। সে বাক্য অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ ছিলেন।

Pপ্রত্যাদেশর 19:13-16*..... 13 রক্তে ডোবানো পোশাক তাঁর পরণে; তাঁর নাম ঈশ্বরের বাক্য।

Al-i İmran 3:39*.....যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং

73.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বে তিনি ঈশ্বরের বানী হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

ইসাইয়া 9:6*.....একটি বিশেষ শিশু জন্মগ্রহণ করার পরই এটা ঘটবে| ঈশ্বর আমাদের একটি পুত্র দেবেন| লোকদের নেতৃত্ব দেওয়ার ভার তার ওপর থাকবে| তার নাম হবে "আশ্চয়র্য মন্ত্রী, ক্ষমতাবান ঈশ্বর, চিরজীবি পিতা, শান্তির রাজকুমার|"

মিখা 5:2*.....কিন্তু বৈত্লেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সবচেয়ে ছোট শহর| তোমার পরিবার গোনার পক্ষে খুবই ছোট| কিন্তু আমার জন্যে "ইস্রায়েলের শাসক" তোমার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে| তার উত্পত্তি প্রাচীনকাল থেকে বহু প্রাচীনকাল থেকে|

যোহন 8:58.....যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি৷ অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই আমি আছি৷'

হিব্রুদের কাছে পত্র 13:8.....যীশু খ্রীষ্ট কাল, আজ আর চিরকাল একই আছেন৷

পপ্রত্যাদেশর 1:1, 8 & 17-18..... 1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের বাক্য। প্রভু ঈশ্বর বলেন, 'আমিই আল্ফা ও ওমিগা; আমিই সেই সর্বশক্তিমান৷ আমিই সেই জন যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন৷'

Al-i İmran 3:59*.....নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন।

74.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, ঈশ্বরের চিরন্তন বানী যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে মানুষ হিসেবে রূপ নিয়েছে? (কেনোসিস অথবা হুলুল)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 1:18-24..... 23 শোন! "এক কুমারী গর্ভবতী হবে, আর সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তারা তাঁকে ইম্মানূয়েল যার অর্থ 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর' বলে ডাকবে৷

যোহন 1:1 & 14..... 1 আদিতে বাক্যছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন৷ 14 বাক্য মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন৷

কলসীয় 1:3 & 15..... 3 আমরা প্রার্থনা করার সময় সব সময়ই তোমাদের হয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই৷ 15 কেউই ঈশ্বরকে দেখতে পায় না; কিন্তু যীশুই

75.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট 'ঐশ্বরিক' বা মানুষরূপী ঈশ্বর?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন 1:1 & 14..... 1 আদিতে বাক্যছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন৷ 14 বাক্য মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন৷

যোহন 5:17-18..... 17 তখন যীশু তাদের বললেন, 'আমার পিতা সব সময় কাজ করে চলেছেন, তাই আমিও কাজ করি৷' 18 তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন৷ আর এইভাবে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান জাহির করছিলেন৷

যোহন 10:25-33..... 30 আমি ও পিতা, আমরা এক৷' 31 ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর তুলল৷

যোহন 20:28-29*.....28 এর উত্তরে থোমা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমার, ঈশ্বর আমার৷' 29 যীশু তাঁকে বললেন, 'তুমি আমায় দেখেছ তাই বিশ্বাস করেছ৷ ধন্য তারা, যাঁরা আমাকে না দেখেও বিশ্বাস করে৷'

Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....17.নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ৷

Zuhruf 43:57-59*.....59. সে তো এক বান্দাই বটে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি বণী-ইসরাঈলের জন্যে আদর্শ৷

মন্তব্য: বাইবেলে যিশুখ্রিস্টকে 367 বার ঈশ্বর হিসেবে বলা হয়েছে৷

76.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট পুরো জগতটি সৃষ্টি করেছেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

এফেসীয় 3:8-9..... 9 ঈশ্বরের নিগূঢ় পরিকল্পনার কথা সকলকে জানাবার ভার ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন৷

কলসীয় 1:13-20*.....13 তিনিই অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজত্বে স্থান দিয়েছেন৷ 16 তাঁর পরাক্রমে সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে৷ স্বর্গে ও মর্ত্যেত,

হিব্রুদের কাছে পত্র 1:1-2 & 10-12*..... 2 বললেন৷ ঈশ্বর তাঁর পুত্রের দ্বারাই সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন৷

Maide 5:75, 116 & 118*.....75. মরিয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা

77.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বর এবং মানবজাতির মধ্যে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন 14:6*.....যীশু তাঁকে বললেন, 'আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ।

প্রশিষ্যচরিত 4:12*.....যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন। জগতে তাঁর নামই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে উদ্ধার করতে পারে।'

তিমথি ১ 2:5-6*.....5 কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন আর ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যে কেবল একমাত্র পথ আছে, যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে। সেই পথ যীশু খ্রীষ্ট, যিনি নিজেও একজন মানুষ ছিলেন।

Bakara 2:48*.....আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।

Yunus 10:3*..... কেউ সুপারিশ করতে পাবে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া

Zümer 39:44.....বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

78.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের সন্তান??

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 16:16..... এর উত্তরে শিমোন পিতর বললেন, 'আপনি সেইমশীহ (খ্রীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।'

মার্ক 14:61-62..... 61 আবার মহাযাজক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সেই পরম খ্রীষ্ট পরম ধন্য, ঈশ্বরের পুত্র?' 62 যীশু বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই ঈশ্বরের পুত্র।

Tevbe 9:30-31*.....30. ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। 31. তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা

79.

পবিত্র গ্রন্থগুলোতে যখন যিশুখ্রিস্টকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা হয় তখন এটি কি দ্বারা কি বোঝান হয় যে, শারীরিক মিলনের মাধ্যমে শরীরগত কারো জন্ম হয়েছে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

লুক 1:26-35*..... 35 এর উত্তরে স্বর্গদূত বললেন, 'পবিত্র আত্মাতোমার ওপর অধিষ্ঠান করবেন আর পরমেশ্বরের শক্তি তোমাকে আবৃত করবে; তাই যে পবিত্র শিশুটি জন্মগ্রহণ করবে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে৷

যোহনের১ম পত্র5:20*.....আমরা জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, আর তিনি আমাদের সেই বোধ বুদ্ধি দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা সেই সত্যময় ঈশ্বরকে জানতে পারি৷ এখন আমরা সত্য ঈশ্বরে আছি, কারণ আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টেতে আছি৷ তিনিই সত্য ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন৷

En'am 6:101*..... তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গী নেই ? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।

Jinn 72:3*..... এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

80.

মানুষ কি আসলেই যিশুখ্রিস্টের পূজা বা উপাসনা করতো এবং যিশুখ্রিস্ট কি তাদের পূজা বৈধ হিসেবে গণ্য করতেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন **9:35-38**..... 35 'তুমি কি মানবপুত্রের ওপর বিশ্বাস কর?'38 তখন সে বলল, 'প্রভু, আমি বিশ্বাস করছি৷' এবং সে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে উপাসনা করল৷

যোহন **20:28-29***..... 28 এর উত্তরে থোমা তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমার, ঈশ্বর আমার৷' 29 যীশু তাঁকে বললেন, 'তুমি আমায় দেখেছ তাই বিশ্বাস করেছ৷ ধন্য তারা, যাঁরা আমাকে না দেখেও বিশ্বাস করে৷'

ফিলিপ্পীয় **2:10-11**..... 10 11 আর প্রত্যেকে যেন মুখে স্বীকার করে, 'যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু৷' এতেই পিতা ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন৷

Maide 5:116 & 118*.....116. যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার

81.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট মানুষকে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা দান করতে পারবেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মার্ক 2:5-7 & 10-11*..... 5 তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পঙ্গু লোকটিকে বললেন, 'বাছা, তোমার সব পাপের ক্ষমা হল।' 6 সেখানে কিছু ব্যবস্থার শিক্ষক বসে ছিলেন, তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 7 'এ লোকটি এমন কথা বলছে কেন? এ যে ঈশ্বর নিন্দা করছে; ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারেন?'

লুক 5:20..... তাদের এই বিশ্বাস দেখে যীশু বললেন, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।'

Pশিষ্যচরিত **10:43*.....** যে কেউ যীশুকে বিশ্বাস করবে, সে পাপের ক্ষমা পাবে। যীশুর নামে ঈশ্বর সেইসব লোকেদের পাপ ক্ষমা করবেন। সমস্ত ভাববাদী বলে গেছেন যে এ সত্য।'

Pশিষ্যচরিত 13:38..... তাই ভাইয়েরা, আমি চাই আপনারা জানুন যে, এই যীশুর মাধ্যমেই পাপের ক্ষমা লাভের কথা আপনাদের কাছে ঘোষণা করে হচ্ছে। মোশির বিধি-ব্যবস্থায় আপনারা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারতেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি যে যীশুর ওপর বিশ্বাস করে, সে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।

যোহনের ১ম পত্র 2:12.....প্রিয় সন্তানগণ, আমি তোমাদের লিখছি কারণ খ্রীষ্টের মাধ্যমে তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।

Al-i İmran 3:135*..... আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন?

Maide 5:75*..... মরিয়ম-তনয় মসীহ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তার জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ননা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচেছ।

82.

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টের কাছে জন্ম ও মৃত্যুর চাবি-কাঠি রয়েছে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

লুক 12:5.... তবে কাকে ভয় করবে তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তোমাদের মেরে ফেলার পর নরকে পাঠাবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁকেই ভয় কর। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় কোর।

Pপ্রত্যাদেশর 1:11-18*..... 17 তাঁকে দেখে আমি মুর্চ্ছিত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লাম। তখন তিনি আমার গায়ে তাঁর ডান হাত রেখে বললেন, 'ভয় করো না! আমি প্রথম ও শেষ। 18 আমি সেই চির জীবন্ত, আমি মরেছিলাম, আর দেখ আমি চিরকাল যুগে যুগে জীবিত আছি। মৃত্যু ও পাতালেরচাবিগুলি আমি ধরে আছি।

83.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট এই দুনিয়ার রক্ষক?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

ইসাইয়া 43:11-13..... 11 আমি নিজেই হলাম প্রভু৷ অন্য কোন পরিত্রাতা নেই, আমিই একমাত্র পরিত্রাতা৷

লুক 2:11..... কারণ রাজা দায়ূদের নগরে আজ তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে৷ তিনি খ্রীষ্ট প্রভু৷

যোহন 4:42*.....তারা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, ‘প্রথমে তোমার কথা শুনে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু এখন আমরা নিজেরা তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করেছি ও বুঝতে পেরেছি যে ইনি সত্যিই জগতের উদ্ধারকর্তা৷’

তীত 1:4..... এই চিঠি তীতের প্রতি লেখা হয়েছে৷ একই বিশ্বাসের ভাগীদার হওয়ায় তুমি আমার প্রকৃত সন্তান৷ পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট তোমায় অনুগ্রহ ও শান্তি দিন৷

যোহনের ১ম পত্র 4:14*..... আমরা দেখেছি পিতা তাঁর পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে পাঠিয়েছেন৷ সেই বার্তাই আমরা লোকদের কাছে বলছি৷

Nisa 4:171*.... পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত।

84.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, অনন্ত জীবন অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে যিশুখ্রিস্টকে রক্ষক ও প্রভু হিসেবে বিশ্বাস করা?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন 3:16 & 36..... 16 কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালবাসেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের ওপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে৷ 36 যে কেউ পুত্রের ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়; কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও লাভ করে না, বরং তার ওপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থাকে৷’

যোহন 14:6*..... যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন৷ পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ৷

প্রশিষ্যচরিত 4:10-12*..... 10 তাহলে আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল লোক একথা জানুক, যে এটা সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে হল! 12 যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে পারেন৷ জগতে তাঁর নামই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে উদ্ধার করতে পারে৷’

Al-i İmran 3:19 & 85*.....19. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে

85.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টের রক্ত বিসর্জন দেয়া ছিল এই জগতের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটি ত্যাগ?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

ইসাইয়া 53:5-12.... 5 কিন্তু আমাদেরই ভুল কাজের জন্য তাকে আহত হতে হয়েছিল| আমাদের পাপের জন্য সে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল| আমাদের কাঙ্খিত শাস্তি সে পেয়েছিল| তার আঘাতের জন্য আমাদের আঘাত সেরে উঠেছিল| 6 আমরা সবাই হারিয়ে যাওয়া মেষের মত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম| আমরা সবাই আমাদের নিজেদের পথে গিয়েছিলাম যখন প্রভু আমাদের সব শাস্তি তাকে দিয়ে ভোগ করাচ্ছিলেন|
যোহন 1:29*..... পরের দিন য়োহন যীশুকে তাঁর দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যান!
করিন্থীয় ১ 15:3-4..... 3 আমি যে বার্তা পেয়েছি তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। সেগুলি এইরকম: শাস্ত্রের কথা মতো খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন, 4 এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। আবার শাস্ত্রের কথা মতো মৃত্যুর তিন দিন পর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত করা হল।

En'am 6:164*..... যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।
İsra 17:15..... কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।
Nejm 53:38*..... কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ নিজে বহন করবে না।

86.

নবীরা বা ধর্মপ্রবক্তারা কি বিভিন্ন পবিত্র গ্রন্থে বলছেন যে, মাসিয়াহ (যীশু) মারা যাবেন?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

সামসঙ্গীতs 16:10..... কেন? কারণ হে প্রভু পাতালে আপনি আমার আত্মা ছেড়ে চলে যাবেন না| আপনার বিশ্বস্ত জনকে আপনি কবরে পচতে দেবেন না|
ইসাইয়া 53:1-12*.... 11 সে তাদের অপরাধের দরুণ শাস্তি ভোগ করবে| 12 আমি এটা তার জন্য করব কারণ সে লোকের জন্য নিজের জীবন উত্সর্গ করে মারা গিয়েছিল| তাকে এক জন অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হত| কিন্তু সত্যটা হল সে অনেক লোকের পাপ বহন করে ছিল| এবং এখন সে পাপী লোকদের সপক্ষে কথা বলছে|
দানিয়েল **9:26***..... বাষট্টি সপ্তাহের পর নির্বাচিত ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে এবং তাঁর কিছুই থাকবে না|

Al-i İmran 3:55*..... আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ

87.

যিশুখ্রিস্ট কি নিজে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি এক সময় ইহুদীদের হাতে মারা যাবেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 16:21-23*.....21 সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে লাগলেন য়ে তাঁকে অবশ্যইজেরুশালেমে য়েতে হবে৷ আর সেখানে কিভাবে তাঁকে ইহুদী নেতা, প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে৷ তাঁকে মেরে ফেলা হবে ও তিন দিনের মাথায় তিনি মৃত্যুলোক থেকে বেঁচে উঠবেন৷ 22 তখন পিতর তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে ভর্ত্সনার সুরে বললেন, 'প্রভু, এসবের হাত থেকে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন৷ এর কোন কিছুই আপনার প্রতি ঘটবে না৷' 23 যীশু পিতরের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান! তুমি আমার বাধা স্বরূপ! তুমি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এ বিষয় চিন্তা করছ, ঈশ্বরের যা তা তুমি ভাবছ না৷'

যোহন 10:11 & 15*.....11 'আমিই উত্তম মেষপালক৷ উত্তম পালক মেষদের জন্য তার জীবন সমর্পণ করে৷

যোহন 12:32-33..... 32 আর যখন আমাকে মাটি থেকে উঁচুতে তোলা হবে, তখন আমি আমার কাছে সকলকেই টেনে আনব৷' 33 যীশুর কিভাবে মৃত্যু হতে যাচ্ছে, তাই জানাতে যীশু এই কথা বললেন৷

মন্তব্য: কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে, যিশুখ্রিস্ট ইহুদীদের হাতে মারা যাবেন।

88.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট সশরীরে ক্রুশের উপরে মারা যান এবং সে আবার মৃত অবস্থা থেকে উদিত হন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 27:50..... পরে যীশু আর একবার খুব জোরে চিত্কার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন৷

মার্ক 15:37..... পরে যীশু জোরে চিত্কার করে উঠে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন৷

লুক 24:44 & 46*.....44 তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি যখন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখনই তোমাদের এসব কথা বলেছিলাম, আমার সম্বন্ধে মোশির বিধি-ব্যবস্থায়, ভাববাদীদের পুস্তকে ও গীতসংহিতায় যা কিছু লেখা হয়েছে তা পূর্ণ হতেই হবে৷' 46 যীশু তাঁদের বললেন, 'একথা লেখা আছে খ্রীষ্টকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে, আর তিনি মৃত্যুর তিন দিনের দিন মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন৷'

যোহন 19:30..... যীশু সেই সিরকার স্বাদ নেবার পর বললেন, 'সমাপ্ত হল!' এরপর তিনি মাথা নীচু করে প্রাণ ত্যাগ করলেন৷

করিন্থীয় ১ 15:3-4*.....3 আমি য়ে বার্তা পেয়েছি তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি৷ সেগুলি এইরকম: শাস্ত্রের কথা মতো খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন, 4 এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল৷ আবার শাস্ত্রের কথা মতো মৃত্যুর তিন দিন পর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত করা হল৷

89.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্ট এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি আবার আমাদের সামনে আসবেন?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

যোহন 14:2-3*..... 3 সেখানে গিয়ে জায়গা ঠিক করার পর আমি আবার আসব ও তোমাদের আমার কাছে নিয়ে যাব, যাতে আমি য়েখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার।

Pপ্রত্যাদেশর 2:25..... যা তোমাদের আছে, তা আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত শক্ত করে ধরে থাক।

Pপ্রত্যাদেশর 22:12 & 20*.....12 'শোন! আমি শিগ্গির আসছি! আমি দেবার জন্য পুরস্কার নিয়ে আসছি, যার য়েমন কাজ সেই অনুসারে সে পুরস্কার পাবে। 20 যীশু যিনি বলছেন এই বিষয়গুলি সত্য, এখন তিনিই বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি শিগ্গির আসছি।'আমেন। এস, প্রভু যীশু!

Nisa 4:158*.....বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

Zuhruf 43:61*.....সুতরাং তা হল কেয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ।

মন্তব্য: বাইবেলে 73টি আয়াত বা অংশ রয়েছে যেখানে যিশুখ্রিস্টের পুনরায় আসার কথা বলা হয়েছে।

90.*

বাইবেলে এমন কোন আয়াত রয়েছে যেখানে হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর আসার ব্যপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

মথি 24:11 & 26*.....11 অনেক ভণ্ড ভাববাদীর আবির্ভাব হবে, যাঁরা বহু লোককে ঠকাবে। 26 'তাইতারা যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, খ্রীষ্ট প্রান্তরে আছেন!' তবে তোমরা সেখানে য়েও না, অথবা যদি বলে দেখ, 'তিনি ভেতরের ঘরে লুকিয়ে আছেন, তাদের কথায় বিশ্বাস করো না।

যোহন 5:31*.....'আমি যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্য বলে গৃহীত হবে না।

করিন্থীয় ২ 13:1*.....এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। 'দুই বা তিন জন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা প্রত্যেক মামলার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।'

A'raf 7:157*..... সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে;

Saf 61:6*.....স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ হে বনী ইসরাইল!

91.*

একজন নবী হিসেবে যোগ্যতাসম্পন্ন হতে এবং আল্লাহ্‌র বানী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য কি হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর একজন শিক্ষিত ইহুদী হবার প্রয়োজন ছিল?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন 4:22..... কারণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ আসছে৷

রোমীয় 3:1-2*.....1 তাহলে ইহুদীদের এমন কি সুবিধা আছে যা অন্য লোকদের নেই? সুন্নতেরই বা মূল্য কি? 2 হ্যাঁ, সব দিক দিয়েই ইহুদীদের অনেক সুবিধা আছে৷ তাদের মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই; ঈশ্বর তাঁর শিক্ষা প্রথমে ইহুদীদেরই দিয়েছিলেন৷

রোমীয় 9:4*.....তারা ইস্রায়েল বংশেরই মানুষ৷ ঈশ্বর তাদের পুত্র হবার অধিকার দিয়েছেন, নিজের মহিমা দেখিয়েছেন, ধর্ম নিয়ম দিয়েছেন৷ ঈশ্বর তাদেরই মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা, সঠিক উপাসনা পদ্ধতি এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন৷

A'raf 7:157-158*..... 157. সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, **158…..** সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর।

Shura 42:52*..... এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি?

92.

হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর একজন নবী হওয়ার স্ব-ঘোষণা কি তাঁর নবুওয়াত লাভের একটি বৈধ প্রমাণ?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যোহন 5:31 & 36*.....31 'আমি যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্য বলে গৃহীত হবে না৷ 36 পিতা য়ে সব কাজ আমায় করতে দিয়েছেন, সে সব কাজ আমিই করছি, আর সেই সব কাজই প্রমাণ করছে য়ে পিতা আমায় পাঠিয়েছেন৷

করিন্থীয় ১ 14:32-33..... 32 ভাববাদীদের আত্মা ও ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে৷ 33 কারণ ঈশ্বর কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন না, তিনি শান্তির ঈশ্বর, যা ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের মণ্ডলীগুলিতে সত্য৷

করিন্থীয় ২ 13:1*.....এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি৷ 'দুই বা তিন জন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা প্রত্যেক মামলার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত৷'

Rad 13:43*.....কাফেররা বলেঃ আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন৷ বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে

93.*

হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর বার্তা কি যীশু এবং অন্যান্য নবীদের বার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

ইসাইয়া 8:20*.....শিক্ষামালা এবং চুক্তি তোমাদের মেনে চলা উচিত্| তোমরা এই আদেশগুলো না মানলে তোমাদের হয়তো ভুল আদেশ অনুসরণ করতে হবে| গুণীন এবং গণত্কারদের কাছ থেকে যে আদেশ উপদেশ আসে সেগুলো ভুল| এর কোন মূল্য নেই| এই আদেশ মেনে চললে তোমাদের কিছু লাভ হবে না|

করিন্থীয় ১ 14:32-33*.....32 ভাববাদীদের আত্মা ও ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। 33 কারণ ঈশ্বর কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন না, তিনি শান্তির ঈশ্বর, যা ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের মণ্ডলীগুলিতে সত্য।

Shu'ara 26:192-197*.....196.নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।…197.তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে?

Fussilet 41:43*.....আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগনকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

Shura 42:15..... বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই।

94.*

বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করার জন্য সৃষ্টিকর্তা কি হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-কে এমন কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়েছেন, ঠিক যেমনটি তিনি যিশুখ্রিস্ট ও অন্যান্য নবীদের দিয়েছেন, যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা প্রেরণ করেছেন?

বাইবেল না / না কুরআন

যোহন 5:36*.....'কিন্তু যোহনের সাক্ষ্য থেকে আরো বড় সাক্ষ্য আমার আছে; কারণ পিতা যে সব কাজ আমায় করতে দিয়েছেন, সে সব কাজ আমিই করছি, আর সেই সব কাজই প্রমাণ করছে যে পিতা আমায় পাঠিয়েছেন৷

যোহন 14:11*.....যখন আমি বলি যে আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন, তখন আমাকে বিশ্বাস কর৷ যদি তা না কর, তবে আমার দ্বারা কৃত সব অলৌকিক কাজের কারণেই বিশ্বাস কর৷

En'am 6:37-38*.....37. তারা বলেঃ তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিনঃ আল্লাহ নিদর্শন অবতরণ করতে পূর্ন সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।…38. আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।

Yunus 10:20*.....বস্তুতঃ তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে

95.*

যিশুখ্রিস্ট ও অন্যান্য নবীদের মতন হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এরও কি ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা রয়েছে?

বাইবেল না / না কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 18:22*.....যদি কোনো ভাববাদী বলে যে সে প্রভুর জন্য বলছে, কিন্তু যা বলছে তা না ঘটে, তাহলেই তোমরা জানবে যে প্রভু সেটি বলেন নি| তোমরা বুঝতে পারবে যে, এই ভাববাদী তার নিজের ধারণার কথাই বলছে| তোমরা তাকে ভয় পেও না|
সামুয়েল ১ 9:9*..... (অতীতে ইস্রায়েলের লোকরা ভাববাদীকে "দর্শনকারী" বলেও ডাকত| তাই ঈশ্বরের কাছে কিছু বিষযে প্রশ্ন করতে চাইলে তারা বলত, "চলো দর্শনকারীর কাছে যাই|")
ইসাইয়া 41:22*.....তোমাদের মূর্ত্তিদের এসে আমাদের বলা উচিত্ কি ঘটেছে| "শুরুতে কি কি ঘটেছিল? ভবিষ্যতে কি ঘটবে? বলুক আমাদের! আমরা তাদের কাছ থেকে শুনব| তখন আমরা জানতে পারব পরে কি ঘটবে|

En'am 6:50*.....আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?
Ahkaf 46:9*.....বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ক কারী বৈ নই।

96.

ক্বাবার কালো পাথরে হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর চুমু খাওয়া বা আরবের পৌত্তলিক দেবতাদের সম্মানিত করাকে কি আবরাহামের ঈশ্বর কখনো উপেক্ষিত বা ক্ষমা করতো?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যাত্রাপুস্তক **20:3-5.....** 3 "আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোনও দেবতাকে উপাসনা করবে না|
রাজাবলি ১ **19:18*.....**এলিয় ইস্রায়েলে তুমিই একমাত্র একনিষ্ঠ ভাবে আমার সেবা করো নি| সেখানে আরো 7,000 লোক আছে যারা কখনও বাল মূর্ত্তির কাছে মাথা নত করে নি এবং এরা কখনও বাল মূর্ত্তি চুম্বন করে নি|
করিন্থীয় ২ **6:16*.....** ঈশ্বরের মন্দিরের সাথে প্রতিমারই বা কি সম্পর্ক?

Bakara 2:158*.....নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলার

97.

হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-কে কি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যার অন্য সবার মতো তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

উপদেশক 7:20*.....নিশ্চিত ভাবে, এই ভূমণ্ডলে এমন এক জনও ধার্মিক ব্যক্তি নেই যে কোন অন্যায় করে নি|

যোহনের ১ম পত্র 1:8 & 10..... 8 আমরা যদি বলি যে আমাদের কোন পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই ঠকাই এবং তাঁর সত্য আমাদের মধ্যে নেই। 10 আর যদি বলি, আমরা পাপ করিনি, তবে আমরা ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি এবং তাঁর বার্তা আমাদের অন্তরে নেই।

Nisa 4:106..... এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

Yusuf 12:53*.....আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

Muhammad 47:19..... ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ক্রটির জন্যে

মন্তব্য: হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) নিজেই তাঁর মুক্তির ব্যপারে নিশ্চিত ছিলেন না। Cf. আহকাফ 46:9; হাদিস: বুখারি Vol. 5 no. 266 & 234-236.

98.

হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-কে কি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে বিবেচনা করা হবে ?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

পপ্রত্যাদেশর 1:1, 8 & 17*.....1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের বাক্য। 8 প্রভু ঈশ্বর বলেন, ‘আমিই আল্ফা ও ওমিগা;আমিই সেই সর্বশক্তিমান। আমিই সেই জন যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন।’ 17 তাঁকে দেখে আমি মুর্চ্ছিত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লাম। তখন তিনি আমার গায়ে তাঁর ডান হাত রেখে বললেন, ‘ভয় করো না! আমি প্রথম ও শেষ।

পপ্রত্যাদেশর 22:13, 16 & 20*.....13 আমি আল্ফাও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। 16 আমি যীশু, আমি আমার স্বর্গদূতকে পাঠালাম যেন সে মণ্ডলীদের জন্য তোমাকে এসব কথা বলে। আমি দাযূদের মূল ও বংশধর। আমি উজ্জ্বল প্রভাতী তারা।’ 20 যীশু যিনি বলছেন এই বিষয়গুলি সত্য, এখন তিনিই বলছেন, ‘হ্যাঁ, আমি শিগ্গির আসছি।’আমেন। এস, প্রভু যীশু!

Ahzab 33:40*..... মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।

Fatih 48:28*..... তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে

মানুষ এবং তাদের গুনাহ

99.

আদম এবং ইভ যখন অপরাধ করেন তখন ঈশ্বর এবং মানবজাতির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবধান ও বিভেদের সৃষ্টি হয় যার ফলে ঈশ্বরের বিচার এবং খারাপ কাজ থেকে মানবজাতির নিজেদের রক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পরে?

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

আদিপুস্তক - 2:16-17..... 16 প্রভু ঈশ্বর মানুষটিকে এই আদেশ দিলেন, "বাগানের যে কোনও বৃক্ষের ফল তুমি খেতে পারো৷ 17 কিন্তু যে বৃক্ষ ভালো আর মন্দ বিষযে জ্ঞান দেয সেই বৃক্ষের ফল কখনও খেও না৷ যদি তুমি সেই বৃক্ষের ফল খাও, তোমার মৃত্যু হবে!"

রোমীয় 5:12-19*..... 12 একজনের মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীতে পাপ এসেছিল, তেমনি পাপের সাথে এসেছে মৃত্যু৷ সকল মানুষ পাপ করেছে আর পাপ করার জন্যই সকলের কাছে মৃত্যু এল৷

Bakara 2:35-38*.....35. এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে।….37. অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।….

100.

কিছু মানুষ 'পাপী স্বভাব' নিয়ে জন্ম হয়, এমন কথা কি কোন আয়াতে আছে? (মূল পাপ)

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

ইসাইয়া 64:6*.....আমরা সবাই পাপের জন্য নোংরা হয়ে উঠেছি৷ এমন কি আমাদের ভাল কাজও অশুদ্ধ৷ আমাদের ভালো কাজগুলো রক্তে রঞ্জিত পোশাকের মত৷ আমরা সবাই মরা পাতার মত৷ আমাদের পাপ আমাদের বাতাসের মতো বয়ে নিয়ে চলেছে৷

যেরেমিয়া **13:23**..... এক জন কালো চামড়ার মানুষ কখনও তার গায়ের রক্ত পালটাতে পারে না৷ এবং চিতাও তার গায়ের দাগ পালটাতে পারে না৷ সেই রকম ভাবে জেরুশালেম তুমি কোনদিন পালটাবে না এবং ভাল কাজ করতে পারবে না৷ তুমি সর্বদাই খারাপ কাজ করবে৷

যেরেমিয়া 17:9..... "মানুষের মন খুবই কৌশলপূর্ণ৷ তার অসুস্থ অবস্থার কোন চিকিত্সা নেই৷

রোমীয় 3:23..... সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে৷

Taha 20:122*.....এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি

101.

মানুষ এবং নবীরা সকলেই কি কোন পাপ করার জন্য অপরাধী? (যিশুখ্রিস্টকে বাদ দিয়ে)

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

রাজাবলি ১ 8:46..... আপনার লোকরা আপনার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করবে| একথা আমি জানি কারণ মানুষ মাত্রেই পাপ করে|

সামসঙ্গীত 130:3..... হে প্রভু, আপনি যদি লোকদের তাদের পাপ সমূহের জন্য শাস্তি দেন তাহলে কেউই আর জীবিত থাকবে না|

প্রবচন 20:9..... কেউ কি একথা বলতে পারে যে তার একটি স্বচ্ছ বিবেক আছে? এবং সে কোন পাপ করেনি? না!

রোমীয় 3:10*..... শাস্ত্রে যেমন বলে: 'এমন কেউ নেই যে ধার্মিক; এমনকি একজনও নেই।

যোহনের ১ম পত্র 1:8..... আমরা যদি বলি যে আমাদের কোন পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই ঠকাই এবং তাঁর সত্য আমাদের মধ্যে নেই।

Yusuf 12:53..... আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

İbrahim 14:34*.... যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।

Nahl 16:61*..... যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না।

Shu'ara 26:82..... আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।

Muhammad 47:19..... জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ক্রটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।

102.

যিশুখ্রিস্টের মা, মেরীকে কি জন্মগত কিছু ঐশ্বরিক গুণের অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং এজন্য তাঁকে কি ঈশ্বরের মাতা হিসেবে শ্রদ্ধা করা উচিৎ?

বাইবেল না / না কুরআন

ইসাইয়া 42:8*..... "আমিই প্রভু| আমার নাম য়িহোবা| আমার মহিমা আমি অপরকে দেব না| যে মহিমা আমার পাওয়া উচিত্ সেই প্রশংসা মূর্ত্তিদের আমি নিতে দেব না|

যোহন **2:3-5*.....**3 যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেল, তখন যীশুর মা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'এদের আর দ্রাক্ষারস নেই।' 4 যীশু বললেন, 'হে নারী, তুমি আমায় কেন বলছ কি করা উচিত? আমার সময় এখনও আসেনি।' 5 তাঁর মা চাকরদের বললেন, 'ইনি তোমাদের যা কিছু করতে বলেন তোমরা তাই কর।'

103.

একজন মানুষের পাপ বা অপরাধ কি তাঁকে পবিত্র ঈশ্বর থেকে আলাদা করে দেয় এবং এর সাধারণ ফলস্বরূপ হিসেবে সকল পাপী ও অপরাধীদের কি নরকে যেতে হয়?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

এজেকিয়েল 18:4 & 20..... 4 প্রত্যেক জনের সঙ্গে আমি একই রকম ব্যবহার করব| সে ব্যক্তি পিতা হোক অথবা পুত্রই হোক না কেন| যে ব্যক্তি পাপ করে সে মারা যাবে| 20 যে ব্যক্তি পাপ করে কেবল সেই মারা যাবে| পুত্রকে তার পিতার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে না; আবার পিতাকেও তার পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে না| ভাল লোকের ধার্মিকতা তার নিজের হাতে; তেমনই মন্দ লোকের মন্দতাও কেবল তারই অধিকারগত|

লুক 12:5*.....তবে কাকে ভয় করবে তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি৷ তোমাদের মেরে ফেলার পর নরকে পাঠাবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁকেই ভয় কর৷ হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় কোর৷

পপ্রত্যাদেশর 20:13—15*.....13 তাদের কৃতকর্ম অনুসারে তাদের বিচার হল৷ 14 পরে মৃত্যু ও পাতাল আগুনের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হল৷ এই আগুনের হ্রদই হল আসলে দ্বিতীয় মৃত্যু৷ 15 জীবন পুস্তকে যাদের নাম লেখা দেখতে পাওয়া গেল না, তাদের সকলকে আগুনের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হল৷

A'raf 7:41*.....তাদের জন্যে নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালেমদেরকে শাস্তি প্রদান করি।

Yunus 10:27*.....

104.*

একজন পবিত্র ঈশ্বর কি একটি ছোট অপরাধকেও গভীরভাবে দেখে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 5:19..... তাই কেউ যদি এইসব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য করে আর অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তবে সে স্বর্গরাজ্যে সব থেকে তুচ্ছ বলে গন্য হবে৷ কিন্তু যাঁরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ও অপরকে তা পালন করতে শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গন্য হবে৷

মথি 12:36*.....আমি তোমাদের বলছি, লোকে যত বেহিসেবী কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রতিটি কথার হিসাব তাদের দিতে হবে৷

করিন্থীয় ১ 5:6*.....তোমাদের গর্ব করা শোভা পায় না, তোমরা তো এ কথা জান য়ে, 'একটুখানি খামির ময়দার সমস্ত তালটাকে ফাঁপিয়ে তোলে।'

যাকোবের পত্রর 2:10..... আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। এরা হল দোযখবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল।

Ahzab 33:5* এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন

105.*

চুরির শাস্তি হিসেবে একজন চোরের হাত কেটে দেয়াটা কি যথাযথ শাস্তি?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যাত্রাপুস্তক 22:1-4*...1 "যে ব্যক্তি ষাঁড় বা মেষ চুরি করেছে তাকে কিভাবে শাস্তি দেবে? যদি সে প্রাণীটিকে হত্যা করে বা বিক্রি করে দেয় তবে সে সেটা ফেরত্ দিতে পারবে না, তাই তাকে একটা চুরি করা ষাঁড়ের বদলে পাঁচটা ষাঁড় কিনে দিতে হবে বা একটা মেষের বদলে চারটি মেষ দিতে হবে| তাকে চুরির জন্য জরিমানা দিতে হবে|

প্রবচন 6:30-31*.....30 ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য চুরি করতে পারে| চুরি করার সময় ধরা পড়লে, সে যা চুরি করেছে তার সাতগুণ মূল্য তাকে দিতে হবে! ঐ মূল্য দিতে গিয়ে হয়তো সে সর্বস্বান্ত হবে! কিন্তু যারা তার প্রকৃত অবস্থা বোঝে তারা তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে না|

লুক 6:35-36..... 35 কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবেসো, তাদের মঙ্গল কোর, আর কিছুই ফিরে পাবার আশা না রেখে ধার দিও। তাহলে তোমাদের মহাপুরস্কার লাভ হবে, আর তোমরা হবে পরমেশ্বরের সন্তান, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুষ্টদের প্রতিও দযা করেন। 36 তোমাদের পিতা, য়েমন দযালু তোমরাও তেমন দযালু হও।

Maide 5:38*.....যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।

106.

নিজেকে বাঁচানোর জন্য মাঝেমধ্যে কি মিথ্যা বলা বা অন্যকে প্রতারিত করা যায়?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

প্রবচন 6:16-17..... 16 প্রভু, সাতটি নয়, ছয়টি জিনিসকে ঘৃণা করেন: 17 যে চোখগুলো এক জন লোকের গর্ব দেখায়, যে জিহ্বা মিথ্যে কথা বলে, হাতগুলো যেগুলো নির্দোষ লোকদের হত্যা করে,

জেফানিয়া 3:13*.....ইস্রায়েলীয়রা য়ারা বেঁচে আছে, তারা মন্দ কাজ করবে না| তারা কখনই প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা করবে না| তারা মেষের মত হবে যারা খায় আর শান্তিতে শুয়ে থাকে- এবং কেউই তাদের বিরক্ত করে না|"

এফেসীয় **4:25.....** তাই একে অপরের কাছে মিথ্যা বলা বন্ধ কর, কারণ আমরা পরস্পর এক দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

পপ্রত্যাদেশর 21:8 & 27*.....8 কিন্তু যাঁরা ভীরু, অবিশ্বাসী ঘৃন্যলোক, নরঘাতক, য়ৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী, প্রতিমাপূজারী, যাঁরা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।' 27 অশুচি কোন কিছু শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। কোন মানুষ য়ে ঘৃন্য কাজ করে অথবা য়ে অসত্ সে কখনও নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। কেবল যাদের নাম মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লেখা আছে শুধু তারাই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।

107.

সমকামিতাকে কি এমন একটি অপরাধ হিসেবে ধরা হয় যা, একেবারেই নিষিদ্ধ এবং নিন্দিত?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

লেবীয় পুস্তক 18:22..... “একজন পুরুষের অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের ন্যায যৌন সম্পর্ক অবশ্যই থাকবে না৷ তা হলো ভযঙ্কর পাপ৷

লেবীয় পুস্তক 20:13*.....“যদি কোন পুরুষের অন্য এক পুরুষের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকের মত যৌন সম্পর্ক থাকে তবে এই দুজন পুরুষ এক ভযঙ্কর পাপ কার্য্যে লিপ্ত৷ তাদের অবশ্যই যেন মেরে ফেলা হয়৷ তারা তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য দাযী৷

রোমীয় 1:24 & 26-27*.....26 লোকেরা ঐসব মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল বলে ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিলেন ও তাদের লজ্জাজনক অভিলাষের পথে চলতে দিলেন৷ নারীরা পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক সংসর্গ ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে৷ 27 ঠিক একইভাবে পুরুষরাও স্ত্রীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সংসর্গ ছেড়ে দিয়ে অপর পুরুষের জন্য লালাযিত হয়ে লজ্জাকর কাজ করেছে; আর এই পাপ কাজের শাস্তি তারা তাদের শরীরেই পেয়েছে৷

A’raf 7:80-81*.....80.এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ?...81. তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

Neml 27:54-55*....54. স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ!...55. তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়।

108.

গর্ভপাত ও খুনখারাবি কি এমন অপরাধ হিসেবে ধরা হয় যা, একেবারেই নিষিদ্ধ এবং নিন্দিত?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

আদিপুস্তক - 9:6-7*......6 “ঈশ্বর মানুষকে আপন ছাঁচে তৈরী করেছেন৷ তাই যে মানুষ অপর মানুষকে হত্যা করে তার অবশ্যই মানুষের হাতে মৃত্যু হবে৷ 7 “নোহ, তুমি ও তোমার পুত্রদের অনেক সন্তানসন্ততি হোক৷ আপন পরিজনদের দিয়ে পৃথিবী পরিপূর্ণ করো৷”

যাত্রাপুস্তক 20:13..... “কাউকে হত্যা কোরো না৷

যাত্রাপুস্তক 21:12..... “যদি কোনও ব্যক্তি কাউকে আঘাত করে হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে৷

প্রবচন 6:16-17*.....16 প্রভু, সাতটি নয়, ছয়টি জিনিসকে ঘৃণা করেন: 17 যে চোখগুলো এক জন লোকের গর্ব দেখায়, যে জিহ্বা মিথ্যে কথা বলে, হাতগুলো যেগুলো নির্দোষ লোকদের হত্যা করে,

---

Maide 5:32.....এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের

109.*

‘ভালো কাজ’ করার মাধ্যমে খারাপ কাজের শাস্তি থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায়? (সেভাপ)

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

রোমীয় 3:28*.....সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি মানুষ বিধি-ব্যবস্থা পালনের জন্য যা করে তার দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসেই সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়।

গালাতীয় 3:11..... এখন এটা পরিষ্কার য়ে বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় না। কারণ শাস্ত্র বলে: ‘ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসের জন্যই বাঁচবে।’

তীত 3:5-6..... 5 তখন তিনি তাঁর দয়ার গুণে আমাদের রক্ষা করলেন। ঈশ্বরের কাছে য়োগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য, ভাল কাজ করেছিলাম বলে নয়। তিনি আমাদের পরিষ্কার করে পরিত্রাণপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করলেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা নতুন হলাম।

যাকোবের পত্রর 2:10..... কেউ যদি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে ও তার মধ্যে কেবল যদি একটি ব্যবস্থা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে সমস্ত ব্যবস্থা লঙঘন করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়।

Hud 11:114.... আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।

Ankebut 29:7*....আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজ গুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।

Nejm 53:32..... যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত।

পরিত্রাণ

110.

একজন মানুষ কি ‘খ্রিষ্টান’ বা ‘মুসলিম’ হিসেবে জন্মলাভ করে?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যোহন 1:12-13*.....12 কিন্তু কিছু লোক তাঁকে গ্রহণ করল এবং তাঁকে বিশ্বাস করল। যাঁরা বিশ্বাস করল তাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দান করলেন। 13 ঈশ্বরের এই সন্তানরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন শিশুর মতো জন্ম গ্রহণ করে নি। মা-বাবার দৈহিক কামনা-বাসনা অনুসারেও নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকেই তাদের এই জন্ম।

যোহন 3:5..... যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি কোন লোক জল ও আত্মা থেকে না জন্মায়, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

পিতরের ১ম পত্র 1:23..... কোন নশ্বর বীজ থেকে তোমাদের এই নতুন জন্ম হয় নি। এই জীবন সম্ভব হয়েছে এক অবিনশ্বর বীজ থেকে। ঈশ্বরের সেই জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারাই তোমাদের নতুন জন্ম হয়েছে।

Kâfirûn 109:1-6*.....1.বলুন, হে কাফেরকূল,···2. আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর।···3. এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি···.4. এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর।···.5. তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি।···.6. তোমাদের কর্ম

111.*

মানুষের পরিত্রাণ কি তাদের নিজদের ভালো কাজের উপর নির্ভর করে? (আমেল্লার)

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

রোমীয় 4:2..... যদি নিজের কাজের জন্য তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হতেন, তবে গর্ব করার মতো তার কিছু থাকত; কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে তিনি গর্ব করতে পারেন নি।

এফেসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা উদ্ধার পেয়েছ। বিশ্বাস করাতেই তোমরা সেই অনুগ্রহ পেয়েছ। তোমরা নিজেরা নিজেদের উদ্ধার কর নি; কিন্তু তা ঈশ্বরের দানরূপে পেয়েছ। 9 তোমাদের নিজেদের কর্মের ফল হিসেবে তোমরা উদ্ধার পাও নি, তাই কেউই গর্ব করে বলতে পারে না যে সে তার নিজের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে।

তীত 3:5-6*.....5 তখন তিনি তাঁর দয়ার গুণে আমাদের রক্ষা করলেন। ঈশ্বরের কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য, ভাল কাজ করেছিলাম বলে নয়। তিনি আমাদের পরিষ্কার করে পরিত্রাণপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করলেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা নতুন হলাম। 6 সেই পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের ওপরে বিপুল পরিমাণে বর্ষণ করলেন।

Hud 11:114*....আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।

Ankebut 29:7*.....আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজ গুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।

112.

অপরাধের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে ঈশ্বরের যে বিধান রয়েছে তা কি সবসময় রক্ত ত্যাগের মাধ্যমে আসে? (কাফারাত)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

লেবীয় পুস্তক 17:11*....কারণ দেহটির জীবন রক্তের মধ্যে রয়েছে৷ আমি সেই রক্ত বেদীর ওপর ঢেলে তোমাদের নিজেদের শুচি করার জন্য দিয়েছি৷ রক্তে প্রাণ আছে বলেই তা প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে৷

হিব্রুদের কাছে পত্র 9:12 & 22*.....12 খ্রীষ্ট একবার চিরতরে সেই মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। তিনি মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য ছাগ বা বাছুরের রক্ত ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তিনি একবার চিরতরে নিজের রক্ত নিয়ে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট সেখানে প্রবেশ করে আমাদের জন্য অনন্ত মুক্তি অর্জন করেছেন। 22 কারণ বিধি-ব্যবস্থা বলে যে প্রায় সব কিছুই রক্ত ছিটিয়ে শুচি করা প্রযোজন, আর রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না।

Bakara 2:48*....আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সপারিশও কবল হবে না; কারও কাছ থেকে

113.

ঈশ্বরের মেষ-শাবক বলিদানের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করার ঘটনার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আনার মাধ্যমেই কি ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? (যিশুখ্রিস্ট)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন 1:29..... পরের দিন য়োহন যীশুকে তাঁর দিকে আসতে দেখে বললেন, 'ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যান!

রোমীয় 3:24-28*.....24 কিন্তু তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিনামূল্যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে। 28 সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি মানুষ বিধি-ব্যবস্থা পালনের জন্য যা করে তার দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসেই সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়।

এফেসীয় 1:7*.....খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি। ঈশ্বরের মহানুগ্রহের ফলে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা পেয়েছো

এফেসীয় **2:8**..... কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা উদ্ধার পেয়েছ। বিশ্বাস করাতেই তোমরা সেই অনুগ্রহ পেয়েছ। তোমরা নিজেরা নিজেদের উদ্ধার কর নি; কিন্তু তা ঈশ্বরের দানরূপে পেয়েছ।

En'am 6:164..... আপনি বলুনঃ আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খোঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে।

İsra 17:15*.....কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।

Nejm 53:38*....কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ নিজে বহন করবে না।

114.

একজন মানুষের অনন্ত জীবন অর্জনের জন্য প্রথমেই কি তাঁর খ্রিষ্টের উপদেশাবলি শুনতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনিই হচ্ছেন মাসিয়াহ, জগত সংসারের রক্ষক?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

রোমীয় **10:9-10 & 17***.....9 তুমি যদি নিজ মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর, এবং অন্তরে বিশ্বাস কর য়ে ঈশ্বরই তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন তাহলে উদ্ধার পাবে। 10 কারণ মানুষ অন্তরে বিশ্বাস করে ধার্মিকতা লাভ করার জন্য আর মুখে বিশ্বাসের কথা স্বীকার করে উদ্ধার পাবার জন্য। 17 সুতরাং সুসমাচার শোনার ভেতর দিয়েই বিশ্বাস উত্পন্ন হয় আর কেউ খ্রীষ্টের সুসমাচার শোনালে তখনই লোকেরা সুসমাচার শুনতে পায়।

Bakara 2:119-120*.....119. নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।... 120. ইহুদী

115.*

এটি কি গ্রহণযোগ্য যে, যিশুখ্রিস্টকে রক্ষক ও প্রভু হিসেবে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই একজন মানুষ কেবলমাত্র তার সকল পাপের জন্য ক্ষমা পাবেন এবং অনন্ত জীবন অর্জন করতে পারবেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন 11:25.. .. যীশু মার্থাকে বললেন, 'আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরবার পর জীবন ফিরে পাবে।

যোহন 17:3..... এই হল অনন্ত জীবন; তারা তোমাকে জানে যে তুমি একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানে।

Al-i İmran 3:19-20*.....19. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।…..20. যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, "আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্নসমর্পণ করেছি।" আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্নসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্নসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।

116.

বর্তমান সময়ে একজন ধর্ম-বিশ্বাসীকে কি 'ওয়াটার বাপ্তিস্মা' করতে হয়?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 28:19-20*.....19 তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও। 20 আমি তোমাদের য়েসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাইতোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।'

মার্ক **16:16**..... যাঁরা বিশ্বাস করে বাপ্তাইজ হবে, তারা রক্ষা পাবে, কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করবে না, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে।

পশিষ্যচরিত 2:38*.....পিতর তাঁদের বললেন, 'আপনারা মন-ফিরান, আর প্রত্যেকে পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হোন, তাহলে আপনারা দানরূপে এই পবিত্র আত্মা পাবেন।

পশিষ্যচরিত 22:16..... এখন আর দেরী না করে ওঠ, বাপ্তিস্ম নাও আর তোমার পাপ

117.

বর্তমান সময়ে একজন পুরুষ ধর্ম-বিশ্বাসীকে কি লিঙ্গাগ্রচর্মছেদন করতে হয়?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

Pশিষ্যচরিত 15:5-11..... 10 এখন এই অইহুদী ভাইদের কাঁধে কেন আপনারা ভারী য়োয়াল চাপিয়ে দিতে চাইছেন? ঈশ্বরকে কি আপনারা ক্রুদ্ধ করতে চান? আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষদের এমন শক্তি ছিল না য়ে সেই ভারী য়োয়াল বহন করি৷ 11 কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি য়ে এই অইহুদী বিশ্বাসীরা আমাদের মত প্রভু যীশুর অনুগ্রহেই উদ্ধার লাভ করবে!'

করিন্থীয় ১ 7:18 & 20*.....18 কাউকে কি সুন্নত হওয়া অবস্থায় আহ্বান করা হয়েছে? সে য়েন সুন্নতকে বাতিল না করে৷ কাউকে কি অসুন্নত অবস্থায় আহ্বান করা হয়েছে? তার সুন্নত হওয়ার প্রয়োজন নেই৷ 20 ঈশ্বর যাকে য়ে অবস্থায় আহ্বান করেছেন, সে সেই অবস্থাতেই থাকুক৷

গালাতীয় 5:2.... শোন! আমি পৌল বলছি৷ যদি তোমরা সুন্নতের মাধ্যমে আবার বিধি-ব্যবস্থায় ফিরে যাও, তবে তোমরা খ্রীষ্টেতে লাভবান হবে না৷

গালাতীয় 5:6*.....কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে যুক্ত থাকলে সুন্নত হওয়া বা না হওয়া এ প্রশ্ন মূল্যহীন; কিন্তু দরকারি বিষয় হল বিশ্বাস, য়ে বিশ্বাস ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে৷

Nahl 16:123*....অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।

মন্তব্য: ইসলামে সুন্নতে খতনা আবরাহামের ধর্মের একটি অংশ যা, সকল মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। হাদিসেও এই কথা দেখা যায়ঃ বুখারি 1252, ফাতিহ আল-বারি 6:388; and মুসলিম 4:2370.

118.

এমন কোন আয়াত বা অংশ কি রয়েছে যেখানে মানুষকে 'পবিত্র' থাকার নির্দেশ দেয়া হয় এবং 'পবিত্রতা' কি জান্নাতে প্রবেশের পূর্বশর্ত?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

লেবীয় পুস্তক 11:44*.....কারণ আমিই তোমাদের প্রভু ঈশ্বর! আমি পবিত্র, তাই তোমরাও তোমাদের নিজেদের পবিত্র রেখো৷ ঐ সমস্ত বুকে হাঁটা প্রাণীদের সংস্পর্শে নিজেদের অশুচি করো না৷

করিন্থীয় ১ 3:16-17..... 16 তোমরা কি জান না য়ে তোমরা ঈশ্বরের মন্দির; আর ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন? 17 কারণ ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র আর সেই মন্দির তোমারই৷

হিব্রুদের কাছে পত্র 12:14*.....সবার সঙ্গে শান্তিতে জীবনযাপন করতে চেষ্টা কর, কারণ এই ধরণের জীবন ছাড়া কেউ প্রভুর দর্শন লাভ করে না৷

পিতরের ১ম পত্র 1:15-16..... 15 কিন্তু য়ে ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন সেই ঈশ্বর য়েমন পবিত্র তেমনি তোমরাও তোমাদের সকল কাজে পবিত্র থাক৷

Pপ্রত্যাদেশর 22:11..... য়ে অন্যায় করছে, সে আরো অন্যায় করুক; আর য়ে কলুষিত, সে কলুষিত থাকুক৷ য়ে ধার্মিক সে এর পরে আরো ধর্মাচরণ করুক; আর য়ে

119.

বাচ্চারা কি নিজেদের ইচ্ছা ও সাধ অনুযায়ী কিছু জিনিশ চর্চার মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তান হতে পারবে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যোহন 1:12*.....কিন্তু কিছু লোক তাঁকে গ্রহণ করল এবং তাঁকে বিশ্বাস করল৷ যাঁরা বিশ্বাস করল তাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দান করলেন৷

রোমীয় 8:14 & 16..... 14 ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানরা ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়৷ 16 পবিত্র আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান;

গালাতীয় 3:26*.....কারণ তোমাদের মধ্যে যাদের খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম হয়েছে, তাদের সবাই খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে৷ খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান৷

হিব্রুদের কাছে পত্র 12:5..... তোমরা সম্ভবতঃ সেই উত্সাহব্যঞ্জক কথা ভুলে গেছ৷ তিনি বলেছেন:'হে আমার পুত্র, প্রভু যখন তোমায় শাসন করেন, মনে করো না যে তার কোন মূল্য নেই৷ তিনি যখন তোমায় সংশোধন করেন তখন নিরুত্সাহ হযো না৷

Maide 5:18*..... ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমারও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ।

120.*

একজন মানুষের ভাগ্য কি সৃষ্টিকর্তা শুরু থেকেই পুরোপুরি নির্ধারণ করে রেখেছে? (কাদের/ কিসমাত)

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 11:26-27..... 26 "আজ আমি তোমাদের আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ এ দুটির মধ্যে যে কোনো একটি পছন্দ করতে দিচ্ছি৷ 27 আজ আমি তোমাদের যেগুলো বলেছি, প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের সেই আজ্ঞাগুলো যদি তোমরা শোন এবং মান্য করো তাহলে তোমরা আশীর্বাদ পাবে৷

দ্বিতীয় বিবরণ **30:19***.....প্রথমটি মনোনীত করলে তোমরা আশীর্বাদ পাবে৷ যদি তোমরা অপরটি মনোনীত কর তাহলে আসবে অভিশাপ৷ সুতরাং জীবন মনোনীত কর, তাহলে তোমরা এবং তোমাদের সন্তানরা বাঁচবে৷

যোশুয়া 24:15*..... "নিজেরাই সেটা ঠিক করো৷ কিন্তু আমি আর আমার পরিবার সম্পর্কে বলতে পারি, আমরা প্রভুরই সেবা করব৷"

Tevbe 9:51*.....আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

Kasas 28:68..... তাদের কোন ক্ষমতা নেই।

121.

মানুষের ভালো কাজের জন্য জান্নতে যাবে নাকি খারাপ কাজের জন্য নরকে যাবে তা ওজন করার জন্য সৃষ্টিকর্তা কি কোন স্কেল বা দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করেন? (তারাজি)

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

এফেসীয় 2:8-9*.....8 কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা উদ্ধার পেয়েছ৷ বিশ্বাস করাতেই তোমরা সেই অনুগ্রহ পেয়েছ৷ তোমরা নিজেরা নিজেদের উদ্ধার কর নি; কিন্তু তা ঈশ্বরের দানরূপে পেয়েছ৷ 9 তোমাদের নিজেদের কর্মের ফল হিসেবে তোমরা উদ্ধার পাও নি, তাই কেউই গর্ব করে বলতে পারে না যে সে তার নিজের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে৷

তীত 3:4-5*.....4 কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দয়া ও মনুষ্যপ্রীতি প্রকাশিত হল, 5 তখন তিনি তাঁর দয়ার গুণে আমাদের রক্ষা করলেন৷ ঈশ্বরের কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য, ভাল কাজ করেছিলাম বলে নয়৷ তিনি আমাদের পরিষ্কার করে পরিত্রাণপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করলেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা নতুন হলাম৷

A’raf 7:8-9.....8. আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে৷ অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে৷….9. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে৷ কেননা, তারা আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করতো৷

Mü’minun 23:102-103*.....102. যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম,….103. এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে৷

122.*

ঈশ্বরের স্বর্গগতে প্রবেশ করার জন্য মানুষের কি পুনর্জন্ম ও আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের প্রয়োজন রয়েছে?

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

যোহন 1:12-13*.....12 কিন্তু কিছু লোক তাঁকে গ্রহণ করল এবং তাঁকে বিশ্বাস করল৷ যাঁরা বিশ্বাস করল তাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দান করলেন৷ 13 ঈশ্বরের এই সন্তানরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন শিশুর মতো জন্ম গ্রহণ করে নি৷ মা-বাবার দৈহিক কামনা-বাসনা অনুসারেও নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকেই তাদের এই জন্ম৷

যোহন 3:3*......এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, নতুন জন্ম না হলে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পাবে না৷’

করিন্থীয় ২ 5:17..... সুতরাং কেউ যদি খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সে এক নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে., তার জীবনের পুরানো বিষয়গুলি অতীত হয়ে যায়; দেখ, **তার সবই** এখন নতুন হয়ে উঠেছে৷

পিতরের ১ম পত্র 1:23*.....কোন নশ্বর বীজ থেকে তোমাদের এই নতুন জন্ম হয় নি৷

123.*

ঈশ্বর কি খ্রিস্টে মনেপ্রাণে বিশ্বাসীদের অনন্ত জীবন লাভের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দিয়েছেন?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

যোহন 3:36.... পরে তারা য়োহনের কাছে এসে বলল, 'রব্বি (গুরু), তাঁকে মনে পড়ে যিনি যর্দন নদীর ওপারে আপনার সঙ্গে ছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? তিনি লোকেদের বাপ্তাইজ করছেন আর সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।'
যোহন 5:24*.....'আমি তোমাদের সত্যি বলছি; যে কেউ আমার কথা শোনে, আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন লাভ করে এবং সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না৷ সে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে৷

Al-i İmran 3:55 & 113-115*...55. , হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। 113.তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে।....114. আর এরাই হল সৎকর্মশীল।115. তারা যেসব সৎকাজ করবে, কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না।
Maide 5:47 & 69*.....47.ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন। তদানুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী।....69.নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

ভবিষ্যতের কথা

124.*

'নবী' ও 'ভবিষ্যদ্বাণী' শব্দ দুইটি কি তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে যারা ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে? (নবী)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

সামুয়েল ১ 9:9*.....অতীতে ইস্রায়েলের লোকরা ভাববাদীকে ''দর্শনকারী'' বলেও ডাকত৷

Pপ্রত্যাদেশর 10:10*.....ঈশ্বরেরই উপাসনা কর, কারণ ভাববাদীর আত্মাই হল যীশুর সাক্ষ্য।'

A'raf 7:158 & 188*.....158. সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। ... 188. । আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা

125.*

পৃথিবীর পরিসমাপ্তির সময়ে কি কি ঘটবে তা সম্পর্কে কি কোন বিস্তারিত তথ্য রয়েছে? (এস্কেটলজি/ গায়েব হাবার)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 24:3, 14 & 25*..... 3 যীশু যখন জৈতুন পর্বতমালার ওপর বসেছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা একান্তে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটবে, আর আপনার আসার এবং এযুগের শেষ পরিণতির সময় জানার চিহ্নই বা কি হবে?' 14 আর রাজ্যের (স্বর্গ) এইসুসমাচার জগতের সর্বত্র প্রচার করা হবে৷ সমস্ত জাতির কাছে তা সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, আর তারপরই উপস্থিত হবে সেই সময়৷ 25 দেখ, আমি আগে থেকেইতোমাদের এসব কথা বলে রাখলাম৷

পপ্রত্যাদেশর 1:1*.....এই হল যীশু খ্রীষ্টের বাক্য৷ যেসব ঘটনা খুব শীঘ্রই ঘটবে তা তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য ঈশ্বর যীশুকে তা দিয়েছিলেন; আর খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গদূতকে পাঠিয়ে তাঁর দাস য়োহনকে তা জানালেন৷

En'am 6:50*.....আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে৷ তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই৷ আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা৷ আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে৷ আপনি বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?

126.

ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত এমন কোন আয়াত কি রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে পৃথিবীর শেষ সময়ে শয়তান-রুপী একজন শক্তিশালী শাসক আসবে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি **24:21-25**..... 23 ' তাহলে সে কথায় বিশ্বাস করো না৷ 24 'আমি একথা বলছি, কারণ অনেক ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদীর উদয় হবে৷ তারা মহা আশ্চর্য কাজ করবে ও চিহ্ন দেখাবে, য়েন লোকদের ঠকাতে পারে৷ যদি সম্ভব হয় এমনকি ঈশ্বরের মনোনীত লোকদেরও ঠকাবে৷

থেসালোনিকীয় ২ **2:7-9***.....7 আমি এসব বলছি কারণ মন্দতার সেই গোপন শক্তি এখনই জগতে কাজ করে চলেছে৷ কিন্তু একজন রয়েছেন যিনি এই শক্তিকে প্রতিরোধ করে আসছেন, তিনি তা করতেই থাকবেন যতক্ষণ না তা দূর হয়৷ 8 তারপর সেই পাপপুরুষ প্রকাশিত হবে; আর প্রভু তাঁর মুখের তেজোময় নিঃশ্বাস এবং আবির্ভাবের মহিমা দ্বারা সেই পাপ পুরুষকে ধ্বংস করবেন৷ 9 শয়তানের শক্তিতে সেই পাপ পুরুষ আসবে৷ সে মহাপরাক্রমের সাহায্যে নানা ছলনাময়ী অলৌকিক কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন দেখাবে৷

যোহনের ১ম পত্র **2:18***.....ইহুদীরা তখন এর জবাবে তাঁকে বলল, 'তোমার য়ে এসব করার অধিকার আছে তার প্রমাণ স্বরূপ কি কোন অলৌকিক চিহ্ন আমাদের দেখাতে পার?

পপ্রত্যাদেশর **6:1-2**..... 1 মেষশাবক যখন সেই সাতটির মধ্যে প্রথম সীলমোহরটি ভেঙ্গে খুললেন, তখন আমি সেই চারজন প্রাণীর মধ্যে একজনকে দেখলাম ও তার মেঘ গর্জনের মতো কণ্ঠস্বর শুনলাম৷ সে বলল, 'এস!'

127.*

এমন কোন বিচারের দিন কি আসবে যেদিন আল্লাহ্ সকল মৃতকে জীবিত করে তুলবে এবং তাদের বিচার করে জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠানো হবে? (আহিরেত গুনু)

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

হিব্রুদের কাছে পত্র **9:27**..... মানুষের জন্য একবার মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর তাঁর বিচার হয়।
পিতরের ২য় পত্রর **2:9**..... হ্যাঁ, ঈশ্বরই এই সকল কার্য় সাধন করলেন। তাই প্রভু ঈশ্বর জানেন যাঁরা তাঁর সেবা করে, তাদের কিভাবে উদ্ধার করতে হয়। তিনি তাদের সমস্ত কষ্টের সময়ে তাদের উদ্ধার করেন। প্রভু এও জানেন কিভাবে দুষ্ট লোকদের সেই বিচারের দিনে শাস্তি দিতে হয়।

Pপ্রত্যাদেশর **20:11-15*.....** 12 আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র অথবা মহান সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরে কয়েকটি গ্রন্থ খোলা হল এবং আরও একটি গ্রন্থ খোলা হল। সেই গ্রন্থটির নাম জীবন পুস্তক। সেই গ্রন্থগুলিতে মৃতদের প্রত্যেকের কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেই অনুসারে তাদের বিচার হল।

Bakara 2:113*..... অতএব, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল।

Al-i İmran 3:185*.....প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে।

128.*

সকলকেই কি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামের কষ্ট ভোগ করতে হবে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যোহন 5:24*.....'আমি তোমাদের সত্যি বলছি; য়ে কেউ আমার কথা শোনে, আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন লাভ করে এবং সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না। সে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

রোমীয় 8:1*.....তাই যাঁরা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তারা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবে না।

থেসালোনিকীয় ১ 5:9..... কারণ ঈশ্বর আমাদের তাঁর ক্রোধের পাত্ররূপে মনোনীত করেন নি, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ করার জন্যই আমাদের মনোনীত করেছেন।

Al-i İmran 3:185..... প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ **নয়।**

Meryem 19:70-72*.....70.অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক

129.*

কোন একজন মানুষকে যদি জাহান্নামে পাঠানো হয় তাহলে তার কি কখনো এমন কোন সুযোগ রয়েছে যে সে পরবর্তী এক সময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

মথি 25:41 & 46*.....41 'এরপর রাজা তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন, 'ওহে অভিশপ্তরা, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও, দিয়াবল ও তার দূতদের জন্য য়ে ভযাবহ অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়। 46 'এরপর অধার্মিক লোকেরা যাবে অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে, কিন্তু ধার্মিকেরা প্রবেশ করবে অনন্ত জীবনে।'

লুক 16:25-26*.....25 কিন্তু অব্রাহাম বললেন, 'হে আমার বত্স, মনে করে দেখ, জীবনে সুখের সব কিছুই তুমি ভোগ করেছ আর সেই সময় লাসার অনেক কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু এখন এখানে সে সুখ পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ। 26 এছাড়া তোমাদের ও আমাদের মাঝে এক মহাশূন্য স্থান আছে, যাতে ইচ্ছা থাকলেও কেউ এখানে থেকে পার হয়ে তোমাদের কাছে য়েতে না পারে, আর ওখান থেকে পার হয়ে কেউ আমাদের কাছে আসতে না পারে।'

En'am 6:128*.....আল্লাহ বলবেনঃ আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

Hud 11:106-107*.....106.অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।….107.তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা করতে পারেন।

130.

পুনর্জীবিত দেহ কি আসলে রক্তমাংসের শরীর?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

করিন্থীয় ১ 15:35-50*.....35 কিন্তু কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করবে, 'মৃতেরা কি করে পুনরুত্থিত হয়? তাদের কি রকম দেহই বা হবে?' 44 য়ে দেহ মাটিতে কবরস্থ হয় তা জৈবিক দেহ; আর য়ে দেহ পুনরুত্থিত হয় তা আত্মিক দেহ।যখন জৈবিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে। 50 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের বলছি: আমাদের রক্ত মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না। যা কিছু ক্ষয়শীল তা অক্ষয়তার অধিকারী হতে পারে না।

Bakara 2:25 & 259*.....25. এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।…. 259.আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে. আমি এগুলোকে কেমন করে জড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর

131.*

জান্নাতে কি মানুষের মধ্যে বিয়ে বা শারীরিক সম্পর্ক থাকবে?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

মথি 22:28-33*.....28 এখন আমাদের প্রশ্ন হল, পুনরুত্থানের সময় ঐ সাত ভাইয়ের মধ্যে সেই স্ত্রী কার হবে, সকলেইতো তাকে বিয়ে করেছিল?' 29 'এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, 'তোমরা ভুল করছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম। 30 জেনে রাখো, পুনরুত্থানের পর লোকেরা বিয়ে করে না, বা তাদের বিয়েও দেওয়া হয় না, তারা বরং স্বর্গদূতদের মতো থাকে। 31 মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে তোমাদের ভালোর জন্য ঈশ্বর নিজে য়ে কথা বলেছেন, তা কি তোমরা পড়নি? 32 তিনি বলেছেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।'ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর। 33 সমবেত লোকেরা তাঁর এই শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

করিন্থীয় ১ 15:50*....আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের বলছি: আমাদের রক্ত মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না। যা কিছু ক্ষয়শীল তা অক্ষয়তার অধিকারী হতে পারে না।

Tur 52:20.....তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব।

Rahman 55:55-56, 70-72*.....55.অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?...56.তথায় থাকবে আনতনয়ন রমনীগন, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি।······70.সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ।···..71.অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?.....72.তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।

132.

সার্বজনীন চার্চ বা গির্জাকে কি 'ব্রাইড অফ ক্রাইস্ট' হিসেবে ধরা হয়?

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

এফেসীয় **5:23, 25, & 32***.....23 কারণ স্বামী তার স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ য়েমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর মস্তক, তিনি তো তাঁর দেহেরও ত্রাণকর্তা। 25 স্বামীরা, তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের অনুরূপ ভালবাসো, য়েমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন ও তার জন্য নিজের প্রাণ উত্সর্গ করেছেন। 32 এই নিগূঢ় সত্য মহান; আর আমি বলি এটা খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রয়োজ্য।

Pপ্রত্যাদেশর **19:7*.....**এস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, আর তাঁর মহিমা করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এল। তাঁর বধূও বিবাহের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে।

Pপ্রত্যাদেশর **21:9.....** আর য়ে সপ্ত স্বর্গদূতদের কাছে সপ্ত সন্তাপপূর্ণ বাটি ছিল তাদের মধ্যে শেষ সন্তাপের বাটিটি যিনি ঢেলেছিলেন, তিনি এসে আমায় বললেন, 'এস, আমি তোমাকে মেষশাবকের বধূকে দেখাব।'

133.

ঈশ্বর কি চান বর্তমানেও তাঁর উপর বিশ্বাসী মানুষরা তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করবে? (শরীয়াহ)

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

রোমীয় 6:14..... পাপ আর তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে না, কারণ তোমাদের জীবন আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন৷

রোমীয় 10:4..... খ্রীষ্টের আগমনে বিধি-ব্যবস্থার যুগ শেষ হয়েছে৷ এখন যাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করে তারাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়৷

গালাতীয় 3:11 & 25*.....11 এখন এটা পরিষ্কার যে বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় না৷ কারণ শাস্ত্র বলে: 'ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসের জন্যই বাঁচবে৷' 25 এখন যখন বিশ্বাস আমাদের মধ্যে এসেছে, তখন আমরা আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন নই৷

Maide 5:48*..... অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।

Jathiyah 45:18*.....এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।

134.

ধর্ম অবলম্বনকারীদের জন্য কি মদ বা ওয়াইন খাওয়া নিষিদ্ধ?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

লুক 7:34-35..... 34 মানবপুত্র এসে পানাহার করেন; আর তোমরা বল, 'দেখ! ও পেটুক, মদয়পাযী, আবার পাপী ও কর আদায়কারীদের বন্ধু৷' 35 প্রজা তার কাজের দ্বারাই প্রমাণ করে যে তা নির্দোষ৷'

যোহন **2:1-11**..... 3 যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেল, তখন যীশুর মা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'এদের আর দ্রাক্ষারস নেই৷' 9 জল যা দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়েছিল, ভোজের কর্তা তা আস্বাদ করলেন৷ সেই দ্রাক্ষারস কোথা থেকে এল তা তিনি জানতেন না; কিন্তু যে চাকরেরা জল এনেছিল তারা তা জানত৷

তিমথি ১ 5:23*.....তীমথিয় শুধু জল খেও না, তার বদলে তুমি একটু দ্রাক্ষারস পান করো, কারণ তা তোমার পেটের জন্যে ভাল হবে ও তোমার বার বার অসুখ হবে না৷

Bakara 2:219..... তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ।

135.

ধর্ম অবলম্বনকারীদের জন্য কি শুয়োরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

প্রশিষ্যচরিত 10:13-15*.....13 এরপর সেই রব পিতরকে বলল, 'পিতর ওঠ, মার ও খাও।' 14 পিতর বললেন, 'প্রভু কখনই না! কারণ আমি কখনও কোন অশুদ্ধ বা অপবিত্র কিছু খাই নি।' 15 তখন আবার এই রব শোনা গেল, 'ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন তা তুমি 'অশুদ্ধ' বোলো না!'

করিন্থীয় ১ 10:25*.....বিবেকের প্রশ্ন না তুলে যে কোন মাংস বাজারে বিক্রি হয় তা খাও।

কলসীয় 2:16..... এই জন্য খাদ্য কি পানীয় নিয়ে বা কোন পর্ব পালন, অমাবস্যা, কি বিশ্রামবারের বিশেষ দিনগুলি পালন নিয়ে কেউ যেন তোমাদের বিচার না করে।

Maide 5:3*.....তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়,

En'am 6:145*..... কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ;

136.

আল্লাহ্ কি ধর্ম অবলম্বনকারীদের কাছে প্রত্যাশা করেন যে তারা সৃষ্টিকর্তার জন্য রোযা রাখবে বা উপবাস করবে?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

যোয়েল **2:12.....** প্রভু বললেন, "এখন তোমরা সর্বান্তঃকরণে আমার কাছে ফিরে এস। উপবাস, রোদন ও বিলাপ করতে করতে এস!

মথি **6:17-18.....** 17 কিন্তু তুমি যখন উপবাস করবে, তোমার মাথায় তেল দিও আর মুখ ধুয়ো। 18 যেন অন্য লোকে জানতে না পারে যে তুমি উপবাস করছ। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি দেখবেন। তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপন বিষয়ও দেখতে পান, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

মার্ক **2:20*.....**কিন্তু এমন সময় আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওযা হবে; আর সেই দিন তারা উপোস করবে।

করিন্থীয় ১ 7:5*.....স্বামী, স্ত্রী তোমরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে আপত্তি করো না, কেবল প্রার্থনা করার জন্য উভয়ে পরামর্শ করে অল্প সময়ের জন্য আলাদা থাকতে পার,

---

Bakara 2:183 & 185*.....183.হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। 185 .রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে।

137.

আল্লাহ্ কি চান মানুষ যেন উন্মুক্ত-ভাবে তাঁর প্রার্থনা করে ও রোযা রাখে যেন সবাই তা দেখতে পারে?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

মথি 6:5-8*..... 6 কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা যাঁকে দেখা যায় না, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো৷ তাহলে তোমার পিতা যিনি গোপনে যা কিছু করা হয় দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন৷

মথি 6:16-18*.....16 'যখন তোমরা উপবাস কর, 17 কিন্তু তুমি যখন উপবাস করবে, তোমার মাথায় তেল দিও আর মুখ ধুয়ো৷ 18 যেন অন্য লোকে জানতে না পারে যে তুমি উপবাস করছ৷ তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি দেখবেন৷ তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপন বিষয়ও দেখতে পান, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন৷

Nisa 4:103*....অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

Jumah 62:9*.....মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।

138.*

আল্লাহ্ কি চান যে মানুষ যেন প্রতি বছর এক মাসের জন্য দিনের বেলা রোযা রাখবে এবং রাতের বেলা ভালোমন্দ খাবার খাবে? (রমযান)

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

ইসাইয়া 58:3*.....এখন তারা বলে, "আপনাকে সম্মান জানাতে, আমরা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি| আপনি কেন আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন না? আমরা আপনাকে সম্মান জানাতে আমাদের শরীরকে আঘাত করছি| আপনি কেন আমাদের লক্ষ্য করছেন না?"কিন্তু প্রভু বলেন, "উপবাসের দিনগুলিতে তোমরা তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো| এবং তোমরা তোমাদের ভৃত্যদের কষ্ট দাও; নিজের শরীরকে নয়|

মথি 6:16-18*.....16 'যখন তোমরা উপবাস কর, 17 কিন্তু তুমি যখন উপবাস করবে, তোমার মাথায় তেল দিও আর মুখ ধুয়ো৷ 18 যেন অন্য লোকে জানতে না পারে যে তুমি উপবাস করছ৷ তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি দেখবেন৷ তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপন বিষয়ও দেখতে পান, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন৷

Bakara 2:183-185*.....185.রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ

139.

আল্লাহ্ কি চান তাঁর বিশ্বাসীরা যেন তাদের আয়ের কিছু অংশ দান করে এবং ভিক্ষা দেয়? (যাকাত)

বাইবেল হাঁ / হাঁ কুরআন

মালাখি **3:8-10***.....8 “কোন লোক কি ঈশ্বরের কাছ থেকে চুরি করতে পারে? কিন্তু তোমরা আমার কাছ থেকে চুরি করছ৷তোমরা বল, “আমরা তোমার কাছ থেকে কি চুরি করেছি?” তোমাদের জিনিষগুলোর থেকে এক দশমাংশ আমাকে দেওয়া উচিত্ ছিল৷ তোমাদের উচিত্ ছিল আমাকে বিশেষ উপহার দেওয়া৷ কিন্তু তোমরা আমাকে সেইগুলি দাওনি৷ 9 তোমাদের পুরো জাতি আমার কাছ থেকে জিনিষ চুরি করেছে৷ তোমরা সবাই অভিশাপে শাপগ্রস্ত৷

মথি **6:3*.....**কিন্তু তুমি যখন অভাবী লোকদের কিছু দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিও না,

মথি **19:21-23.....** 21 যীশু তাঁকে বললেন, ‘যদি তুমি সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে চাও, তবে যাও, তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। তাতে তুমি স্বর্গে প্রচুর সম্পদ পাবে৷ তারপর এস, আমার অনুসারী হও।’

লুক **11:41**..... তাই তোমাদের থালা বাটির ভেতরে যা কিছু আছে তা দরিদ্রদের বিলিয়ে দাও, তাহলে সবকিছুই তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ শুচি হয়ে যাবে৷

Bakara 2:177*..... আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে,

Tevbe 9:103-104*.....103.তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে।

Mu’minun 23:1 & 4.....1.মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে,….4.যারা যাকাত দান করে থাকে

140.

আল্লাহ্ কি চান মানুষ প্রতিদিন পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মীয় প্রার্থনা শুনবে ও আদায় করবে? (নামাজ)

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

মথি 6:7*.....‘তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বিধর্মীদের মতো একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করো না, কারণ তারা মনে করে তাদের বাক্যবাহুল্যের গুনে তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে৷

যোহন 4:24*.....ঈশ্বর আত্মা, যাঁরা তাঁর উপাসনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে৷’

Bakara 2:45....ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে৷ অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন৷ কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব৷

Hud 11:114..... আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ

141.

আল্লাহ্ কি চান প্রতিটি মানুষ তাঁর জীবনে একবার হলেও একটি তীর্থযাত্রার অংশ হিসেবে একটি পবিত্র জায়গায় সমবেত হবে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

মথি 24:24-26..... 26 ‘তাইতারা যদি তোমাদের বলে, ‘দেখ, খ্রীষ্ট প্রান্তরে আছেন!’ তবে তোমরা সেখানে যেও না, অথবা যদি বলে দেখ, ‘তিনি ভেতরের ঘরে লুকিয়ে আছেন, তাদের কথায় বিশ্বাস করো না।

যোহন 4:19-24*..... 21 যীশু তাকে বললেন, ‘হে নারী, আমার কথায় বিশ্বাস কর! সময় আসছে যখন তোমরা পিতা ঈশ্বরের উপাসনা এই পাহাড়ে করবে না, জেরুশালেমেও নয়। 24 ঈশ্বর আত্মা, যাঁরা তাঁর উপাসনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।’

Bakara 2:196*.....আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ওমরাহ পরিপূর্ণ ভাবে পালন কর।

Al-i İmran 3:97*..... আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য;

142.

আল্লাহ্ কি এখনও চায় মানুষ প্রতি বছর তাদের একটি ত্যাগ হিসেবে পশু-জবাই দিবে? (কুরবান)

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

সামসঙ্গীত 51:16-17*.....16 প্রকৃতপক্ষে আপনি কোন বলি চান না| যদি আপনি চাইতেন আমি তা আপনার উদ্দেশ্যে দিতাম| তাহলে কেন আপনাকে হোমবলি দেব যা আপনি প্রকৃত পক্ষে চান না! 17 ঈশ্বর যে বলি চান তা হল এক অনুতপ্ত আত্মা| হে ঈশ্বর, যদি একজন লোক নম্র হৃদয়ে ও বশ্যতার মন নিয়ে আপনার কাছে আসে তাকে আপনি ফিরিয়ে দেবেন না|

হিব্রুদের কাছে পত্র 9:11-12 & 25-28*.....12 খ্রীষ্ট একবার চিরতরে সেই মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। তিনি মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য ছাগ বা বাছুরের রক্ত ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তিনি একবার চিরতরে নিজের রক্ত নিয়ে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট সেখানে প্রবেশ করে আমাদের জন্য অনন্ত মুক্তি অর্জন করেছেন। 28 বহুলোকের পাপের বোঝা তুলে নেবার জন্য খ্রীষ্ট একবার নিজেকে উত্সর্গ করলেন;

Bakara 2:196*.....আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ওমরাহ পরিপূর্ণ ভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবাণী যথাস্থানে পৌছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোজা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে।

Haii 22:28 & 34*.....28.যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট

143.

কোন মুসলিমের মনে যদি বাইবেল নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে কোন খ্রিষ্টান বা ইহুদীকে ওই ব্যপারে প্রশ্ন করাটা কি সুসংগত হবে?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

পিতরের ১ম পত্র **3:15*.....**বরং অন্তরে খ্রীষ্টকে পবিত্র প্রভু বলে মেনে নাও৷ তোমাদের সবার য়ে প্রত্যাশা আছে সেই বিষয়ে তোমাদের যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন তার যথাযথ জবাব দিতে তোমরা সব সময় প্রস্তুত থেকো৷

Yunus 10:94*.....সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না।

Nahl 16:43*.....আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে;

144.

কারো যদি পবিত্র গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে কিছু জানার ইচ্ছা বা কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে তার সেই আন্তরিক প্রশ্নগুলো কি এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ হবে, কেননা তাঁর উত্তরগুলো আশানুরূপ নাও হতে পারে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

পশিষ্যচরিত **17:11***....থিষলনীকীয় লোকদের থেকে এই লোকেরা আরো উদার মনোভাবাপন্ন ছিল৷ এরা আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শুনল৷ পৌল সীলের বক্তব্যের বিষয় সত্য কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগল৷

যোহনের ১ম পত্র **4:1*....**ফরীশীরা জানতে পারল য়ে যীশু য়োহনের চেয়ে বেশী শিষ্য করেছেন ও বাপ্তাইজ করছেন৷

Bakara 2:108*.....ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগন,) তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহন করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

Maide 5:101*.....হে মুমিণগন, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা

145.

কিছু ঐশ্বরিক উদঘাটন ছাড়া, মানবজাতির যেসকল গতানুগতিক বিবৃতি ও ব্যাখ্যা রয়েছে সেগুলো কি বিশ্বাসযোগ্য এবং পবিত্র গ্রন্থগুলো কি সম্পূর্ণভাবে বোঝার প্রয়োজন আছে? (হাদিস)

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যেরেমিয়া **17:5*.....**প্রভু এগুলি বললেন, ‘‘যারা অন্যদের বিশ্বাস করে, তাদের জীবনে অমঙ্গল ঘটবে| অন্যদের শক্তির ওপর যারা ভরসা করে থাকে তাদের ক্ষেত্রেও অমঙ্গল ঘটবে| কারণ ঐ লোকরা প্রভুর প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে|

রোমীয় 3:4*.....না, নিশ্চয়ই নয়! সব মানুষ মিথ্যাবাদী হলেও, ঈশ্বর সবসময়ই সত্য। শাস্ত্রে যেমন বলে:‘তুমি তোমার বাক্যেই ন্যায়পরায়ণ প্রতিপন্ন হবে আর বিচারের সময় তোমার জয় হবেই।’গীতসংহিতা 51 :4

Nejm 52:33*.....না তারা বলেঃ এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী।

মন্তব্য: ইসলামে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও সর্বাধিক ব্যবহৃত হাদিসগুলো হচ্ছে- ইবন ঈসাক (d. 768); আবু দাউদ (d. 775); ইবন হিসাম (d. 833); মোহাম্মাদ আল-বুখারি (d. 870); শাহিন মুসলিম(d.875); ইবন মাজা (d. 886); আল- তিরমিজি (d. 892); আবু জাফর তাবারি (d. 923); এদের মধ্যে কেওই হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)- এর জীবনকালের (570-632) সময় ছিলেন না। 16 বছরে সংগৃহীত প্রায় 600,000 হাদিস বুখারি-এর মধ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) কেবলমাত্র 7,397 হাদিস বিশুদ্ধ হিসেবে পেশ করেছেন (সহিহ)। ধর্মীয় মুসল্লিদের কাছ থেকে তিনি যেসকল হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর 99% ভাগই তিনি ফেলে দেন কারন সেগুলো অসত্য ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর ছিল।

146.

আল্লাহ্ কি চান এখনকার সময়ে মানুষ সক্রিয়ভাবে তাঁর প্রতি প্রার্থনা করবে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসকে প্রসারিত করবে?

বাইবেল হাঁ / হাঁ কুরআন

মথি 28:19..... তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও।

করিন্থীয় ২ 5:20*.....খ্রীষ্টের হয়েই আমরা কথা বলেছি। খ্রীষ্টের হয়ে কথা বলতে আমাদের পাঠানো হয়েছে, এইভাবে আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বর লোকদের ডাকছেন। আমরা খ্রীষ্টের হয়ে তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হও।

পিতরের ১ম পত্র **3:15*.....**বরং অন্তরে খ্রীষ্টকে পবিত্র প্রভু বলে মেনে নাও। তোমাদের সবার যে প্রত্যাশা আছে সেই বিষয়ে তোমাদের যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন তার যথাযথ জবাব দিতে তোমরা সব সময় প্রস্তুত থেকো।

Tevbe 9:33..... তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন

147.

আল্লাহ্ কি চান যে তাঁর বিশ্বাসীগণ ভাগ হয়ে বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে?

বাইবেল না / না কুরআন

করিন্থীয় ১ 1:10-13*.....10 কিন্তু আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে য়েন মতৈক্য থাকে, দলাদলি না থাকো তোমরা সকলে য়েন এক মন-প্রাণ হও ও সকলের উদ্দেশ্য একই হয়।

করিন্থীয় ১ 3:3-4*.....3 তোমরা এখনও আত্মিক লোক হয়ে ওঠো নি। তোমরা আজও জাগতিক ভাবাপন্ন, কারণ তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রয়েছে, আর তাতেই জানা যায় য়ে তোমরা আত্মিক লোক নও; তোমরা জাগতিক লোকদের মতোই চলছ। 4 কারণ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ বলে, 'আমি পৌলের লোক,' আবার কেউ বলে, 'আমি আপল্লোর লোক' তখন কি তোমরা জাগতিক লোকদের মতোই ব্যবহার করছ না?

Al-i İmran 3:103*.....আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

En'am 6:159*.....নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আয়ালার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে।

148.

পবিত্র গ্রন্থগুলোতে কি এমন কোন আয়াত বা অংশ রয়েছে যা মানুষকে দুনিয়ার এই জীবনে সখীভাবে জীবনযাপন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

সামসঙ্গীত 5:11*....কিন্তু সেই সব লোক যারা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে, তাদের সুখী করুন| চিরদিনের জন্য সুখী করুন! ঈশ্বর আমার, যারা আপনাকে ভালোবাসে, আপনি তাদের রক্ষা করুন ও শক্তি দিন|

ফিলিপ্পীয় 4:4..... সবসময় প্রভুতে আনন্দ কর, আমি আবার বলছি আনন্দ কর।

Zuhruf 43:70*.....জান্নাতের প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে।

İnsan 76:11*.....অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ।

149.*

পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে এমন কোন দৃষ্টান্ত কি দেয়া হয়েছে যেখানে বলা হয় যে ঈশ্বর বাস্তব-ভাবে মানুষকে নিরাময় দান করেছে?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যাত্রাপুস্তক 15:26..... সেই প্রভু যিনি তোমাদের আরোগ্য দান করেছেন|”
সামসঙ্গীত 103:2-3..... 2 হে আমার আত্মা, প্রভুর প্রশংসা কর! ভুলে যেও না যে তিনি সত্যিই দয়ালু! 3 ঈশ্বর আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন| তিনি আমাদের সকল রোগ থেকে সারিয়ে তোলেন|
মথি 4:23*..... যীশু গালীলের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে, ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং সকলের কাছে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন৷ তিনি লোকদের মধ্যে নানারকম রোগ-ব্যাধি ভাল করতে থাকলেন৷

প শিষ্যচরিত 5:15-16*.....15 লোকেরা, এমন কি তাদের অসুস্থ রোগীদের নিয়ে এসে রাস্তার মাঝে তাদের বিছানায় বা খাটিয়াতে শুইয়ে রাখত, যেন পিতর যখন সেখান দিয়ে যাবেন তখন অন্ততঃ তাঁর ছায়াও তাদের উপর পড়ে; আর তাতেই তারা সুস্থ হয়ে যেত৷
করিন্থীয় ১ 12:28 & 30..... 30 সকলেই কি রোগীকে আরোগ্য দান করার ক্ষমতা পেয়েছে?

মন্তব্য: বাইবেলের একাংশে 26টি এরকম ঘটনার কথা বলা হয়েছে যেখানে যিশুখ্রিস্ট নিজে মানুষকে নিরাময় দান করেছেন৷ কিন্তু কুরআনে কোন জায়গায় এরকম কিছু পাওয়া যায়নি যে হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর জীবনকালে আল্লাহ্ বাস্তব-ভাবে মানুষকে নিরাময় দান করেছে৷

150.*

এমন কোন আয়াত কি রয়েছে যেখানে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসকারীদের সঙ্গীত, নাচ, গানের মাধ্যমে উপাসনা করতে উৎসাহিত করেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 31:19..... “তাই এই গানটা লিখে নাও এবং ইস্রায়েলের লোকদের তা শেখাও| তাদের এই গান গাইতে শেখাও, তাহলে এই গান ইস্রায়েলের লোকর বিরুদ্ধে আমার সাক্ষী হবে|
সামসঙ্গীত 100:1-2..... 1 হে পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাও!
2 যখন তুমি প্রভুর সেবা কর তখন আনন্দিত থেকো! আনন্দ গীত গাইতে গাইতে প্রভুর সামনে এসো!
এফেসীয় 5:18-19*.....18 দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হযো না, তাতে আত্মিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে; তার পরিবর্তে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও। 19 গীতসংহিতার স্তোত্র ও আত্মিক সংকীর্তনে তোমরা একে অপরের সাথে আলাপ কর৷ গাও আর অন্তরে প্রভুর উদ্দেশ্যে সুরেলা সঙ্গীত রচনা কর৷
কলসীয় 3:16..... খ্রীষ্টের শিক্ষা তোমাদের অন্তরে প্রচুর পরিমাণে থাকুক৷ সকল বিজ্ঞতা ব্যবহার করে পরস্পরকে বলিষ্ঠ কর এবং শিক্ষা দাও। কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে

151.*

ঈশ্বরকে উদঘাটন করার উদ্দেশ্য থাকলে কি একজন পুরুষের পক্ষে একই সময়ে একাধিক স্ত্রী থাকা সম্ভব?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 17:17*..... এছাড়া রাজা কখনও যেন অনেক স্ত্রী গ্রহণ না করে| কেন? কারণ তাহলে তা তাকে প্রভুর কাছ থেকে সরিয়ে দেবে; এবং রাজা কখনই যেন নিজেকে রূপো আর সোনায় ধনী করে না তোলে|

করিন্থীয় ১ 7:2*..... কোন পুরুষের কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক না থাকাই ভাল। কিন্তু যৌন পাপের বিপদ আছে, তাই প্রত্যেক পুরুষের নিজ স্ত্রী থাকাই উচিত, আবার প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিজ স্বামী থাকা উচিত।

Nisa 4:3-5 & 24*....3. আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত।

Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....21. যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।…32.হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও;. 38.আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোন বাধা নেই পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।…50. হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আমার জানা আছে।

152.

যদিও বা একজন ব্যাক্তির একাধিক স্ত্রী থেকে থাকে, তাঁর পক্ষে কি সকল স্ত্রীয়ের সাথে সমান ব্যবহার করা সম্ভব হয়?

বাইবেল না / না কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 21:15..... “কোন ব্যক্তির দু’জন স্ত্রী থাকতে পারে এবং সে একজন স্ত্রীকে আরেকজনের থেকে বেশী ভালোবাসতে পারে| কিন্তু যদি দু’জন স্ত্রীই তার জন্য সন্তান প্রসব করে এবং প্রথম সন্তানটি সে যে স্ত্রীকে ভালোবাসে না তার হয়,

নেহেমিয়া 13:26-27*..... 26 তোমরা তো জানো, এই ধরণের বিয়ের জন্য শলোমনের কি শাস্তি হয়েছিল| আর কোন দেশে শলোমনের মতো মহান রাজা ছিল না| কিন্তু তার বিদেশী স্ত্রীদের প্রভাবের জন্য শলোমনও পাপাচরণ করেছিল| 27 আর এখন আমরা দেখছি, তোমরাও এই ভয়ানক পাপাচরণ করছো| তোমরা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছো না| তোমরা বিদেশী নারীদের ব্বিাহ করছো|”

Nisa 4:3*.....আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে

153.

একটি অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তী বিবাহ কি অনুমতি-যোগ্য? (মুতাহ / ইচ্ছার আইন)

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

মালাখি 2:16*.....ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বর বলেন, "আমি বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পুরুষরা য়ে সমস্ত নিষ্ঠুর কাজ করে তা ঘৃণা করি|1 সুতরাং অবিশ্বস্ত হয়ো না, তোমাদের নিজ নিজ আত্মাকে সাবধানতাসহ রক্ষা কর|"

করিন্থীয় **১ 7:10-13*.....**10 এখন যারা বিবাহিত তাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি। অবশ্য আমি দিচ্ছি না, এ আদেশ প্রভুরই - কোন স্ত্রী য়েন তার স্বামীকে পরিত্যাগ না করে৷ 11 যদি সে স্বামীকে ছেড়ে যায় তবে তার একা থাকা উচিত অথবা সে য়েন তার স্বামীর কাছে ফিরে যায়৷ স্বামীর উচিত নয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা৷

Nisa 4:24..... এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।

Maide 5:87..... হে মুমিনগণ, তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

154.

পবিত্র গ্রন্থগুলো কি স্ত্রীদেরকে ভোগ বস্তু, পণ্য বা স্বামীর দখল হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

পিতরের ১ম পত্র **3:7*.....**সেইভাবে তোমরা স্বামীরাও জ্ঞানপূর্বক তোমাদের স্ত্রীদের সাথে বাস কর৷ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর৷ কারণ তারা তোমাদের থেকে দুর্বল হলেও ঈশ্বর তাদেরও সমানভাবে আশীর্বাদ করেন, য়ে আশীর্বাদ অনুগ্রহের, যা সত্য জীবন দান করে৷ তাদের সঙ্গে য়েরূপ ব্যবহার করা তোমাদের উচিত তা যদি না কর তবে তোমাদের প্রার্থনায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে৷

এফেসীয় **5:25*.....** স্বামীরা, তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের অনুরূপ ভালবাসো, য়েমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন ও তার জন্য নিজের প্রাণ উত্সর্গ করেছেন৷

Baqara 2:223*.....তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর

155.*

একজন পুরুষের কি মেয়ে ক্রীতদাস কেনা বা অধীনস্থ রাখা এবং তাঁর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া অনুমতি-যোগ্য?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

করিন্থীয় ১ 7:23..... মূল্য দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে। তোমরা সামান্য মানুষের দাসত্ব করো না।

থেসালোনিকীয় ১ 4:3-7*..... 3 ঈশ্বর চান যে তোমরা পবিত্র হও ও সবরকম যৌন পাপ থেকে দূরে থাক। 4 ঈশ্বর চান তোমরা পুরুষরা প্রত্যেকে জানো কিভাবে পবিত্র ও সম্মানজনকভাবে নিজের স্ত্রীর সাথে বাস করতে হয়। 5 বিজাতীয়রা যাঁরা ঈশ্বরকে জানে না তারা যেভাবে কামনা বাসনা দ্বারা চালিত হয়, সেইভাবে চলো না। 6 এই ব্যাপারে কেউ যেন তার বিশ্বাসী ভাইকে না ঠকায়, কারণ যাঁরা ঐভাবে চলে প্রভু তাদের দণ্ড দেবেন। এই বিষয়ে এর আগেই তোমাদের জানিয়েছি ও তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি। 7 কারণ ঈশ্বর আমাদের অশুচিভাবে চলার জন্য নয় কিন্তু পবিত্র হবার উদ্দেশ্যেই আহ্বান করেছেন।

Nisa 4:24..... এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম।

Mü'minun 23:5-6*.....5.এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।···.6.তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।

Ma'arij 70:22 & 29-30*.....22. তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায় কারী।···.29.এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে···.30.কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না।

156.*

হিলাদেরকে কি ঘরের বাইরে যেতে হলে পর্দা মেনে যেতে হবে?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

করিন্থীয় ১ 11:15*..... কিন্তু স্ত্রীলোকের লম্বা চুল তার গৌরবের বিষয় কারণ সেই লম্বা চুল তার মাথা ঢেকে রাখার জন্য তাকে দেওয়া হয়েছে।

গালাতীয় 5:1..... খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন, যেন আমরা স্বাধীনভাবে থাকতে পারি; তাই শক্ত হয়ে দাঁড়াও, দাসত্বে ফিরে যেও না।

কলসীয় 2:16..... এই জন্য খাদ্য কি পানীয় নিয়ে বা কোন পর্ব পালন, অমাবস্যা, কি বিশ্রামবারের বিশেষ দিনগুলি পালন নিয়ে কেউ যেন তোমাদের বিচার না করে।

Nur 24:30-31*..... 31 ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে

157.

নারীরা কি পুরুষের সমান অধিকার পেয়ে থাকে ?

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 16:19..... তোমরা অবশ্যই অন্যায় বিচার করবে না এবং সব সময় পক্ষপাতহীন হবে|

বংশাবলি ২ 19:7.....প্রভু কিন্তু নিরপেক্ষ তাঁর চোখে সকলেই সমান| ঘুষ দিয়ে তাঁর বিচার বদলানো যায় না|

রোমীয় 2:11..... ঈশ্বর সকল মানুষকে একইভাবে বিচার করেন।

গালাতীয় 2:6 & 28..... 6 ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান আর তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

গালাতীয় 3:28.... *28* এখন খ্রীষ্ট যীশুতে যাঁরা আছে তাদের মধ্যে পুরুষ বা স্ত্রীতে কোন ভেদাভেদ নেই, ইহুদী কি গ্রীক, স্বাধীন কি দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা এক।

Bakara 2:228 & 282*.....228 আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে| আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ|.... 282. দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

Nisa 4:3, 11 & 176*.....3. আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। 11. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দু?জন নারীর অংশের সমান।

158.*

একজন পুরুষের জন্য এটি কি কখনো অনুমতি-যোগ্য যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবে?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

এফেসীয় 5:25-29*..... 25 স্বামীরা, তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের অনুরূপ ভালবাসো, য়েমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন ও তার জন্য নিজের প্রাণ উত্সর্গ করেছেন। কলসীয় **3:19**..... স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ভালবাস, তাদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করো।

পিতরের ১ম পত্র 3:7*..... সেইভাবে তোমরা স্বামীরাও জ্ঞানপূর্বক তোমাদের স্ত্রীদের সাথে বাস কর। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।

Nisa 4:34*..... পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে

159.*

একজন খ্রিস্টান বা মুসলমানের জন্য ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সাথে বিয়ে করা কি অনুমতি-যোগ্য?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 7:3-4.....3 তাদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করো না এবং তোমাদের ছেলেমেয়েরাও য়েন ঐসব অন্য জাতির কাউকে বিয়ে না করে|

করিন্থীয় ১ 7:28 & 39*..... 28 কিন্তু তুমি যদি বিয়ে কর তাতে তোমার কোন পাপ হয় না; আর কোন কুমারী যদি বিয়ে করে তাহলে সে পাপ করে না। 39 সে তখন যাকে ইচ্ছা আবার বিয়ে করতে পারে, অবশ্য সেই লোক য়েন প্রভুর হয়।

করিন্থীয় ২ 6:14 & 17*..... 14 তোমরা অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা, তাই তাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করো না; কারণ ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে কোন য়োগ থাকতে পারে না। অন্ধকারের সাথে আলোর কি কোন য়োগায়োগ থাকতে পারে? 17 প্রভু বলেন, 'তোমরা তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এস, তাদের থেকে পৃথক হও এবং অশুচি জিনিস স্পর্শ করো না, তাহলে আমি তোমাদের গ্রহণ করব।'যিশাইয়

Maide 5:5*..... আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

160.

পরকীয়া ব্যতীত অন্য কোন কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে পুনরায় একই ব্যাক্তিকে বিয়ে করা কি অনুমতি-যোগ্য?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

মথি 5:32..... কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একমাত্র য়ৌনপাপের দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তবে সে তাকে ব্যাভিচারিণী হবার পথে নামিয়ে দেয়। আর য়ে কেউ সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে সেও য়ৌনপাপ করে।

মথি 19:3-9*..... 9 তাইআমি তোমাদের বলছি, যদি কোন মানুষ ব্যভিচার দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে।'

Bakara 2:231*.... আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও

161.

যিশুখ্রিস্ট বা হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর আদর্শে চলাই কি একজন খ্রিষ্টান বা মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য?

বাইবেল হ্যাঁ / হ্যাঁ কুরআন

মথি 10:24-25..... 25 ছাত্র যদি গুরুর মতো হয়ে উঠতে পারে, আর ক্রীতদাস যদি তার মনিবের মতো হয়ে উঠতে পারে তাহলেই যথেষ্ট।

লুক 6:40..... কোন ছাত্র তার শিক্ষকের উর্দ্ধে নয়; কিন্তু শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে প্রত্যেক ছাত্র তাঁর শিক্ষকের মতো হতে পারে।

যোহন 14:15 & 23-24*..... 15 'তোমরা যদি আমায় ভালবাস তবে তোমরা আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে৷ 23 এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, 'যদি কেউ আমায় ভালবাসে তবে সে আমার শিক্ষা অনুসারে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, আর আমরা তার কাছে আসব ও তার সঙ্গে বাস করব৷

Al-i İmran 3:31*...... বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

Nisa 4:80*.... যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল।

Ahzab 33:21*.....যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।

Zukhruf 43:63....ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল... তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

শত্রুপক্ষ এবং যুদ্ধবিগ্রহ

162.

পবিত্র গ্রন্থগুলোর কি এমন একটি বিশিষ্ট লক্ষ রয়েছে যে কোনও বিশেষ বিশ্বাসের অন্যান্য ধর্মের উপর জোরালোভাবে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

লুক **17:20-21*.....**20 একসময় ফরীশীরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে?' যীশু তাদের বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে আসে, যা চোখে দেখা যায় না৷ 21 লোকেরা বলবে না যে, 'এই যে এখানে ঈশ্বরের রাজ্য' বা 'ওই যে ওখানে ঈশ্বরের রাজ্য।' কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের মাঝেই আছে৷'

রোমীয় **14:17 & 22*.....**17 ঈশ্বরের রাজ্য খাদ্য পানীয় নয়, কিন্তু তা ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ৷ 22 তোমরা যা ভাল বলে বিশ্বাস কর তা তুমি ও তোমার ঈশ্বরের মধ্যেই রাখ; কারণ কেউ যখন ভাল মনে করে কোন কাজ করে এবং সে যা করছে সেই ব্যাপারে যদি তার বিবেক তাকে দোষী না করে, তবে সেই ব্যক্তি ধন্য৷

Tevbe 9:33*..... তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা

163.*

ধর্মীয় ক্ষেত্রে কি বল প্রয়োগ বা কোন কিছুতে বাধ্য করাকে কি অনুমোদন দেয়া উচিৎ?

বাইবেল না / না কুরআন

তিমথি ২ 2:24-25*..... 24 যে মানুষ প্রভুর সেবক তার কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়, সে হবে সকলের প্রতি দয়ালু। প্রভুর সেবককে একজন উত্তম শিক্ষক হতে হবে, তাকে সহিষ্ণু হতে হবে। 25 যাঁরা তার বিরুদ্ধে কথা বলে বিনীতভাবেই তাদের ভুল দেখিয়ে দিতে হবে। হয়তো ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করবেন যাতে তারা সত্যকে গ্রহণ করতে পারে।

Bakara 2:256*..... দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।

Kaf 50:45..... তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

Gasiye 88:21-22.....21.অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা,….22.আপনি তাদের শাসক নন,

164.*

সংঘর্ষ এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মের জোর বা বিজয় প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বর্তমান সময়ের বিশ্বাসীরা কি তাদের ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হচ্ছে? (পবিত্র যুদ্ধ / জিহাদ)

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

রোমীয় **12:17-19*.....** 17 কেউ অপরাধ করলে অপকার করে প্রতিশোধ নিও না। সকলের চোখে যা ভাল তোমরা তা করতেই চেষ্টা কর। 18 যতদূর পার সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করে যাও। 19 আমার বন্ধুরা, কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দিতে যেও না, বরং ঈশ্বরকেই শাস্তি দিতে দাও। শাস্ত্রে প্রভু বলছেন, 'প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ, প্রতিদান যা দেবার আমিই দেব।'

হিব্রুদের কাছে পত্র **12:14.....** সবার সঙ্গে শান্তিতে জীবনযাপন করতে চেষ্টা কর, কারণ এই ধরণের জীবন ছাড়া কেউ প্রভুর দর্শন লাভ করে না।

Bakara 2:190-193 & 216*.....190.আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।….191.আর তাদেরকে হত্যাকর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না 193.আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো

Tevbe 9:29*.....তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ

165.

যদি একজন ব্যাক্তি নিজের মাতৃ-ধর্ম থেকে ধর্মভ্রষ্ট হন বা ধর্ম পরিত্যাগ করতে চান তবে কি তাকে হত্যা করা উচিৎ?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

হিব্রুদের কাছে পত্র 3:12–13*..... 12 আমার ভাই ও বোনেরা, দেখো, তোমরা সতর্ক থেকো, তোমাদের মধ্যে কারো য়েন দুষ্ট ও অবিশ্বাসী হৃদয় না থাকে যা জীবন্ত ঈশ্বর থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়৷ 13 তোমরা দিনের পর দিন একে অপরকে উত্সাহিত কর যতক্ষণ সময় 'আজ' আছে৷ পাপের ছলনা য়েন তোমাদের হৃদয়কে নির্মম না করে৷

Nisa 4:89*.....তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।

মন্তব্য: হাদিস থেকে বর্ণিত, ধর্ম ত্যাগকারীদের ব্যপারে হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর বানী: "যে কেউ তার ইসলামী ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে৷" (সহিহ বুখারী: খণ্ড. 9, বই 84, নং. 57-58, Cf. খণ্ড. 4, বই 56, নং. 808)

166.

পরিবার, বন্ধু এমনকি ভাইদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধও কি অনুমোদিত?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

করিন্থীয় **১ 7:13-24**..... 13 আবার যদি কোন খ্রীষ্টানুসারী স্ত্রীলোকের অবিশ্বাসী স্বামী থাকে আর সেই স্বামী তার সঙ্গে থাকতে রাজী থাকে তবে সেই স্ত্রী য়েন তার স্বামীকে ত্যাগ না করে৷ 14 কারণ বিশ্বাসী স্ত্রীর মধ্য দিয়ে সেই অবিশ্বাসী স্বামী আর বিশ্বাসী স্বামীর মধ্য দিয়ে সেই অবিশ্বাসী স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করে৷ তা না হলে তোমাদের ছেলে মেয়েরা অশুচি হত, কিন্তু এখন তারা পবিত্র৷ 16 বিশ্বাসী স্ত্রী, তুমি হয়তো তোমার স্বামীকে উদ্ধারের পথ করে দেবে এবং বিশ্বাসী স্বামী তুমি এইবাবে হয়তো তোমার স্ত্রীর উদ্ধারের কারণ হয়ে উঠবে৷

Mujadila 58:22*.....যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল

167.

সৃষ্টিকর্তা কি চান তাঁর বিশ্বাসীরা নিজদের বিবেকের বিরুদ্ধে যেয়ে হলেও অন্য ধর্মে বিশ্বাসীদের হত্যা করুক?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

পশিষ্যচরিত 24:16*..... এইজন্য আমিও সর্বদা সেইভাবে চলি যাতে ঈশ্বর ও মানুষের সামনে নিজের বিবেককে শুদ্ধ রাখতে পারি।
তিমথি ১ 1:5*..... এই আদেশের আসল উদ্দেশ্য হল সেই ভালবাসা জাগিয়ে তোলা। সেই ভালবাসার জন্য প্রযোজন শুচি হৃদয়, সত্ বিবেক ও অকপট বিশ্বাস।

Bakara 2:216*.....তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।
Enfal 8:17*..... সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত।

168.

একটি ভিন্ন বিশ্বাসের লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং যুদ্ধ করা কি আসলেই ভাল কিছু?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

গালাতীয় **5:19-21.....**19 পাপ প্রবৃত্তির কাজগুলি স্পষ্ট; সেগুলি হল ব্যভিচার, অশুচিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, 20 প্রতিমা পূজা, ডাইনি বিদ্যা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্রোধ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক, মতভেদ, দলাদলি, ঈর্ষা, 21 মাতলামি, লাম্পট্য আর একই ধরণের অন্য অপরাধ। এর বিরুদ্ধে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি যেমন এর আগেও করেছি, যাঁরা এইসব কুকাজ করবে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে জায়গা হবে না।
যাকোবের পত্রর 4:2 & 8*..... 2 তোমরা কিছু চাও কিন্তু তা পাও না, তখন খুন কর ও অপরকে হিংসা কর। কিন্তু তবুও তা পেতে পারো না, তাই তোমরা ঝগড়া কর, মারামারি কর। তোমরা যা চাও, তা পাও না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের কাছে চাও না। 8 তোমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হবেন। পাপীরা, তোমাদের জীবন থেকে পাপ দূর করো। তোমরা একই সাথে ঈশ্বরের ও জগতের সেবা করতে চেষ্টা করছ। তোমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র কর।

Tebve 9:41*..... তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

169.

সৃষ্টিকর্তা কি হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-কে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে একাধিক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

যোহন **18:36***..... যীশু বললেন, 'আমার রাজ্য এই জগতের নয়। যদি আমার রাজ্য এই জগতের হত তাহলে আমার লোকেরা ইহুদীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করত; কিন্তু না, আমার রাজ্য এখানকার নয়।'

করিন্থীয় ২ **10:3-5***..... 3 আমরা জগতেই বাস করি কিন্তু জগত্ যেভাবে যুদ্ধ করে আমরা সেইভাবে করি না। 4 জগত্ যে যুদ্ধের অস্ত্র ব্যবহার করে, আমরা তার থেকে স্বতন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করি। আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র ঈশ্বরের পরাক্রম; এই যুদ্ধাস্ত্র শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারে। লোকদের বাজে বিতর্ক আমরা বিফল করতে পারি। 5 যে সমস্ত গর্বজনক বিষয় ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের বিরুদ্ধে ওঠে, আমরা তাদের প্রত্যেককে ধ্বংস করি এবং সমস্ত চিন্তাকে বশীভূত করে খ্রীষ্টের অনুগত করি।

----

1. বদর যুদ্ধ: (624 মার্চ)আল-ই ইমরান 3:13 ও 123; আনফাল 8: 5-19 ও 41-44
2. হুদ যুদ্ধ: (625 মার্চ); আল-ই ইমরান 3: 121-122, 3: 140 এবং 165-127
3. হেন্ডেক যুদ্ধ: (মে 627) খাঁজ; আহসাব 33: 9-12 ও 25-27
4. হুদেবিয়ে যুদ্ধ: (628 মার্চ); ফাতিহ 48: 1-3 এবং 22-27
5. মুতা যুদ্ধ: (629) বাকারা 2: 191-193
6. হুনাইনের যুদ্ধ: (আগস্ট 630); তেভ 9: 25-27
7. তেবুকের যুদ্ধ: (630) তবেবে 9: 38-40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. মেক্কা যুদ্ধ: (630) তবেবে 9:12, কাসা; 28:85, সাফ 61:13, নাসর, 110: 1-3।

170.

পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে কি শাস্ত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়ে অনুমতি আছে?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

রোমীয় **12:18.....** যতদূর পার সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করে যাও।

Tevbe 9:29*..... তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না

171.

অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কি পবিত্র গ্রন্থগুলো দ্বারা উৎসাহিত? (জ্বিহাদ)

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

এফেসীয় 6:12*..... রক্তমাংসের দেহধারী মানুষের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম নয়। শাসকগণ, কর্তৃত্বের অধিকারীসকল, এই অন্ধকার যুগের মহাজাগতিক ক্ষমতার সঙ্গে এবং স্বর্গরাজ্যের মন্দ শক্তি সমূহের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম।

তিমথি ১ 2:1-2*..... 1 আমার প্রথম অনুরোধ এই যে তোমরা সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। সকল মানুষের জন্যই ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বল। তাদের যা কিছু প্রযোজন তা ঈশ্বরের কাছে চাও ও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হও। 2 বিশেষ করে রাজাদের ও আধিকারিক সকলের জন্য প্রার্থনা করা উচিত যেন আমরা নীরবে ও শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারি, যে জীবন হবে ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরের উপাসনায় পূর্ণ।

Nisa 4:76-77*.....76.যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। 77. দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর

মন্তব্য: জ্বিহাদ বা যুদ্ধ কুরআনের সবচেয়ে বড় বিষয় যাতে 6,236 টি আয়াতের মধ্যে 139 টি আয়াতে যুদ্ধ নিয়ে বলা যা 45 টি আয়াতের মধ্যে প্রতি 1 টি আয়াত। তেভবি 9:29 এবং 123-এ আগ্রাসী যুদ্ধ দেখার ব্যপারে বলা হয়েছে।

172.

সৃষ্টিকর্তা কি তবে বিশ্বাসীদেরকে উৎসাহিত করেন তারা যেন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদেরকে নিঃস্ব করে দেয়?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

আদিপুস্তক - **14:23.....** যা কিছু আপনার তার কিছুই আমি রাখব না| আমি প্রতিশ্রুতি করছি যে আমি কিছুই রাখব না| এমনকি একটা সুতো অথবা জুতোর ফিতেও না. আমি চাই না যে আপনি বলবেন, 'অব্রামকে আমি বড় লোক বানিয়েছি|'

যাত্রাপুস্তক **20:15 & 17*.....**15 "চুরি কোরো না| 17 "তোমাদের প্রতিবেশীর ঘরবাড়ীর প্রতি লোভ কোরো না| তার স্ত্রীকে ভোগ করতে চেও না| এবং তার দাস-দাসী, গবাদি পশু অথবা গাধাদের আত্মসাত্ করতে চেও না| অন্যদের কোন কিছুর প্রতি লোভ কোরো না|"

এফেসীয় **4:28*.....**যে এক সময় চুরি করত সে যেন আর কখনও চুরি না করে, বরং ভাল কিছু কাজ করতে নিজ হাতে পরিশ্রম করে। সে যেন সবরকম ভাল কাজ করে, তাহলে অভাবী লোকদের সঙ্গে ভাগ করে দেবার জন্যেও তার কিছু থাকবে।

173.

সৃষ্টিকর্তা কি চান আজ সন্ত্রাস ও কঠোরতার মাধ্যমে তাদের শত্রুকে প্রতিহত করতে?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যেরেমিয়া 22:3*.....প্রভু বললেন: যা ঠিক তাই করো| ডাকাতকে নয়, যার ডাকাতি হয়েছে তাকে রক্ষা করো| বিধবা মহিলাদের এবং অনাথ শিশুদের কোন ক্ষতি করো না| নিরীহ লোকদের মেরো না|

তিমথি ২ **2:23-25*.....**23 কিন্তু মূর্খতাপূর্ণ ও জ্ঞানহীন তর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ো না, তুমি জান য়ে ঐসব শূন্যগর্ভ তর্কবিতর্ক থেকে লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়। 24 য়ে মানুষ প্রভুর সেবক তার কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়, সে হবে সকলের প্রতি দয়ালু। প্রভুর সেবককে একজন উত্তম শিক্ষক হতে হবে, তাকে সহিষ্ণু হতে হবে। 25 যাঁরা তার বিরুদ্ধে কথা বলে বিনীতভাবেই তাদের ভুল দেখিয়ে দিতে হবে। হয়তো ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করবেন যাতে তারা সত্যকে গ্রহণ করতে পারে।

A'raf 7:4*.....আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়।

Enfal 8:11..... যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন তা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা গুলো।

Enfal 8:67..... নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

174.*

সৃষ্টিকর্তা কি চান বিশ্বাসীগণ তাঁর প্রতিদান প্রদানের নীতি চালিয়ে যেতে? (চোখের বিনিময়ে চোখ, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত/ কিসাস)

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

মথি 5:39*.....কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, দুষ্ট লোকদের প্রতিরোধ করো না, বরং কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তবে তার দিকে অপর গালটিও বাড়িয়ে দিও।

রোমীয় 12:19-20*.....19 আমার বন্ধুরা, কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দিতে য়েও না, বরং ঈশ্বরকেই শাস্তি দিতে দাও। শাস্ত্রে প্রভু বলছেন, 'প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ, প্রতিদান যা দেবার আমিই দেব।' 20 কিন্তু তোমরা এই কাজ কর, 'তোমাদের শত্রুরা ক্ষুধার্ত হলে তাকে খেতে দাও, তোমাদের শত্রু তৃষ্ণার্ত হলে তাকে জল পান করাও। এই রকম করলে তোমরা তাকে লজ্জায় ফেলে দেবে।'আর তা হবে তার মাথায় একরাশি জ্বলন্ত কয়লা রাখার মতো।

Bakara 2:194*.....সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবর দস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর,

175.*

সৃষ্টিকর্তা কি তাঁর বিশ্বাসীদের নিজের হাতে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

দ্বিতীয় বিবরণ 32:35-36*.....35 তারা যে সব মন্দ কাজ করেছে তার জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব| 36 "প্রভু তাঁর লোকদের বিচার করবেন|

রোমীয় 2:1-3*.....1 যদি মনে কর যে তুমি ঐ লোকদের বিচার করতে পার, তাহলে ভুল করছ, কারণ তুমিও দোষী৷ তুমি অপরের বিচার কর; কিন্তু তুমিও সেই একইরকম মন্দ কাজ কর৷ কাজেই তুমি যখন অন্যের বিচার কর তখন নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত কর৷

রোমীয় **12:14-18....** 14 তোমাদের যাঁরা নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন৷ তাদের মঙ্গল কামনা কর, অভিশাপ দিও না৷ 17 কেউ অপরাধ করলে অপকার করে প্রতিশোধ নিও না৷ সকলের চোখে যা ভাল তোমরা 18 যতদূর পার সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করে যাও৷

Bakara 2:179*.....হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

Maide 5:45*.....আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম।

176.

সৃষ্টিকর্তা কি তাঁর বিশ্বাসীদের অভিশাপ দেয়ার ব্যপারে উৎসাহিত করেছেন?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

লুক 6:27-28*.....27 'তোমরা যাঁরা শুনছ, আমি কিন্তু তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবেসো৷ যাঁরা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের মঙ্গল কোর৷ 28 যাঁরা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কোর৷ যাঁরা তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কোর৷

যাকোবের পত্রর 3:10*.....একই মুখ থেকে প্রশংসা ও অভিশাপ নির্গত হয়৷ ভাই ও বোনেরা, এমন হওযা উচিত নয়৷

Bakara 2:159*.... মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে

177.*

মহান সৃষ্টিকর্তা কি ইহুদীদেরকে একটি অভিশপ্ত জাতি হিসেবে বিবেচনা করেন??

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যেরেমিয়া 31:37*.....প্রভু বললেন: "ইস্রায়েলের উত্তরপুরুষকে আমি কখনও অস্বীকার করব না| তাদের তখনই বাতিল করব যখন তারা আকাশের পরিমাপ করতে পারবে এবং পৃথিবীর নীচের সমস্ত গোপন তথ্য জানতে পারবে| এক মাত্র তখনই আমি তাদের অসত্ কর্মসমূহের জন্য বাতিল করব|" এই হল প্রভুর বার্তা|

রোমীয় 11:1-2*.....1 তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ঈশ্বর কি তাঁর লোকদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন?' নিশ্চয়ই না, কারণ আমিও অব্রাহামের বংশধর, বিন্যামীন গোষ্ঠীর একজন ইস্রায়েলী। 2 পূর্বেই ঈশ্বর যাদের তাঁর নিজের লোক বলে মনোনীত করেছিলেন তাদের তিনি দূরে সরিয়ে দেন নি। শাস্ত্রে এলিয় সম্বন্ধে কি বলে তোমরা কি জান না? এলিয় যখন ইস্রায়েলীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন,

---

Bakara 2:88-89*.....88. তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।….89. অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

Maide 5:12-13*.....12.আল্লাহ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে দিলেনঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। 13.অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি।

178.

যারা যুদ্ধও বা জ্বিহাদ করে তারা কি অযোদ্ধাদের চেয়ে ভালো বলে গণ্য হয়?

B বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

সামুয়েল ১ **30:22-24*.....**24 তোমাদের কথা কেউ শুনবে না| যারা দ্রব্যসামগ্রী আগলেছিল আর যারা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সকলেই সমান দাবিদার| প্রত্যেকেই সমান ভাগ পাবে|"

Nisa 4:95*.....গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

179.

পবিত্র কুরআন কি অযোদ্ধা বা অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখার কথা বলে এবং জ্বিহাদীদের জন্য, যারা যুদ্ধে গিয়েছে বা আল্লাহ্‌র জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে, নিশ্চিত পুরষ্কার হিসেবে জান্নাত দান ঘোষণা করে জ্বিহাদকেই উৎসাহিত করেছেন?

B বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যাকোবের পত্রর 1:20..... ক্রোধ কখনই ঈশ্বরের প্রত্যাশা অনুযায়ী সত্ জীবন যাপনের সহায়ক হতে পারে না।

যাকোবের পত্রর 4:2 & 8*.....2 তোমরা কিছু চাও কিন্তু তা পাও না, তখন খুন কর ও অপরকে হিংসা কর। কিন্তু তবুও তা পেতে পারো না, তাই তোমরা ঝগড়া কর, মারামারি কর। তোমরা যা চাও, তা পাও না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের কাছে চাও না। 8 তোমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হবেন। পাপীরা, তোমাদের জীবন থেকে পাপ দূর করো। তোমরা একই সাথে ঈশ্বরের ও জগতের সেবা করতে চেষ্টা করছ। তোমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র কর।

Nisa 4:77..... আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না।

Fath 48:16*.....গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিনঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ

180.*

পৃথিবী সৃষ্টির সপ্তম দিনে সৃষ্টিকর্তা কি মানবজাতির অনুসরণ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেখিয়েছিলেন? (বিশ্রামবার বা শাববাত)

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যাত্রাপুস্তক 20:8-10..... 8 "বিশ্রামের দিনটিকে বিশেষ দিন হিসাবে মনে রাখবে| 9 সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করো| 10 কিন্তু সপ্তমদিনটি হবে অবসরের| প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রর্দশনের দিন| সুতরাং সেই দিনে কেউ কাজ করবে না-তুমি নয়, অথবা তোমার ছেলেরা এবং মেয়েরা, অথবা তোমার স্ত্রী, অথবা তোমার ক্রীতদাস-দাসীরা কেউ নয়| এমনকি তোমাদের গৃহপালিত পশু এবং তোমাদের শহরে বাস করা বিদেশীরাও বিশ্রামের দিনে কোন কাজ করবে না|

হিব্রুদের কাছে পত্র 4:4 & 9-10*.....4 শাস্ত্রের কোন কোন জায়গায় ঈশ্বর সপ্তাহের সপ্তম দিনের বিষয়ে বলেছিলেন: 'সৃষ্টির সমস্ত কাজ শেষ করে সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করলেন।' 9

181.

সৃষ্টিকর্তা কি মানুষকে তাঁর নিজের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করেছিলেন?

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

আদিপুস্তক - **1:27-28*.....**27 তাই ঈশ্বর নিজের মতোই মানুষ সৃষ্টি করলেন৷ মানুষ হল তাঁর ছাঁচে গড়া জীব৷ ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করলেন৷
করিন্থীয় ১ **11:7**..... আবার পুরুষ মানুষের মাথা ঢেকে রাখা উচিত নয়, কারণ সে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা প্রতিফলন করে৷ কিন্তু স্ত্রীলোক হল পুরুষের মহিমা৷

Nisa 4:28*.....আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।

İbrahim 14:34.... যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।
Shura 42:11*.....তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুস্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।
Asr 103:2..... নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;

182.

আদম এবং হাওয়াকে জান্নাতের বাগান থেকে বের করে দেয়ার সময় সৃষ্টিকর্তা কি পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে পরবর্তী শত্রুতা বিষয়ক কোন মন্তব্য বা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

আদিপুস্তক 3:13-15*.....13 তখন প্রভু ঈশ্বর সেই নারীকে বললেন, "তুমি এ কি করেছ?"সেই নারী বলল, "সাপটা আমার সঙ্গে চালাকি করেছে৷ সাপটা আমায় ভুলিয়ে দিল আর আমিও ফলটা খেয়ে ফেললাম৷" 14 সুতরাং প্রভু ঈশ্বর সাপটাকে বললেন,"তুমি ভীষণ খারাপ কাজ করেছ; তার ফলে তোমার খারাপ হবে৷ অন্যান্য পশুর চেয়ে তোমার পক্ষে বেশী খারাপ হবে৷ সমস্ত জীবন তুমি বুকে হেঁটে চলবে আর মাটির ধুলো খাবে৷ 15 তোমার এবং নারীর মধ্যে আমি শত্রুতা আনব এবং তার সন্তানসন্ততি এবং তোমার সন্তান সন্ততির মধ্যে এই শত্রুতা বয়ে চলবে৷ তুমি কামড় দেবে তার সন্তানের পাযে কিন্তু সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে৷"

A'raf 7:23-25*.....23.তারা উভয়ে বললঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।….24.আল্লাহ বললেনঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা এক অপরের শত্রু। তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল ভোগ আছে।….25.বললেনঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরন করবে এবং সেখান থেকেই

183.*

বন্যার সময় নূহ (আঃ)- এর ছেলে যখন ডুবে মারা যায় তখন কি নূহ (আঃ)- এর নৌকাটি জুডি পাহাড়ের উপর এসে অবস্থান নিয়েছিল?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

আদিপুস্তক - 7:7..... নোহ এবং তাঁর পরিবার মহাপ্লাবন থেকে পরিত্রাণের জন্যে নৌকোতে প্রবেশ করলেন৷ নোহের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, তাঁর পুত্রেরা ও পুত্রবধূরা সবাই নৌকোতে ছিলেন৷

আদিপুস্তক - 8:4 & 18..... 18 অতএব নোহ, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে নৌকো থেকে মাটিতে নামলেন৷

আদিপুস্তক - 10:1..... 1 শেম, হাম ও য়েফত্ এই তিনজন ছিল নোহর পুত্র৷ বন্যার পরে এই তিনজনের আরও বহু সন্তান সন্ততির জন্ম হল৷ শেম, হাম ও য়েফতের উত্তরপুরুষরা:

পিতরের ১ম পত্র 3:20*.....20 জাহাজে কেবল অল্প কিছু লোক (আট জন) জলের দ্বারা রক্ষা পেল৷

Hud 11:42-44*.....42. আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহন কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না৷· · ·.43. এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল৷· · ·.44.আর নির্দেশ দেয়া হল-হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষনা করা হল, দুরাত্না কাফেররা নিপাত যাক৷

184.

সৃষ্টিকর্তা কি এই ব্যপারে কোন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ইব্রাহীমের বংশধরদের উপর আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি বিশেষভাবে ইসহাক বংশের মধ্য দিয়েi আসবে এবং ইসমাঈল নয়?

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

আদিপুস্তক - **16:11-12*....**11 প্রভুর দূত আরও বলল,“হাগার, এখন তুমি গর্ভবতী, তুমি হবে এক পুত্রের জননী৷ পুত্রের নাম দেবে ইশ্মায়েল, কারণ প্রভু শুনেছেন তোমার উপর দুর্ব্যবহার হয়েছে, তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন৷ 12 “ইশ্মায়েল স্বাধীন এবং উদ্দাম হবে যেমন উদ্দাম হয় বন্য গাধা৷ সে সবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং সবাই হবে তার প্রতিপক্ষ৷

আদিপুস্তক - 17:18-21*.....18 তখন অব্রাহাম ঈশ্বরকে বলল, “আশা করি ইশ্মাযেল বেঁচে থেকে আপনার সেবা করবে৷” 19 ঈশ্বর বললেন, “না! আমি বলেছি যে তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্র হবে৷ তুমি তার নাম দেবে ইসহাক৷ তার সঙ্গে আমি আমার চুক্তি সম্পাদন করব৷ তার সঙ্গে ঐ চুক্তি এমন হবে যা তার উত্তরপুরুষগণের সঙ্গেও চিরকাল বজায় থাকবে৷ 20 “তুমি ইশ্মাযেলের কথা বলেছ এবং আমি সে কথা শুনেছি৷ আমি তাকে আশীর্বাদ করব৷ তার বহু সন্তানসন্ততি হবে৷ সে বারোজন মহান নেতার পিতা হবে৷ তার পরিবার থেকে সৃষ্টি হবে এক মহান জাতির৷ 21 কিন্তু আমি ইসহাকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হব৷ সারার যে পুত্র হবে সে-ই হবে ইসহাক - পরের বছর ঠিক এই সময় সেই পুত্রের জন্ম হবে৷”

Nisa 4:163*.....আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের

185.

ইব্রাহীম কি কখনো ক্কাবাতে কোরবানি দেয়ার জন্য মক্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন?

বাইবেল না / হাঁ কুরআন

1. খালদিদের উর (আদিপুস্তক 11:31; প্রেরিত 7: 2-4)
2. হারান (আদিপুস্তক 12: 1-4; প্রেরিত 7: 4)
3. দামেস্ক (আদিপুস্তক 15: 2)
4. শেকম (আদিপুস্তক 12: 6, 7)
5. বেথেল (আদিপুস্তক 12: 8)
6. মিশর (আদিপুস্তক 12: 9 -20)
7. বেথেল (আদিপুস্তক 13: 1-9)
8. হেবরন (আদিপুস্তক 13: 10-18)
9. দান (আদিপুস্তক 14: 1-14)
10. হোবঃ (আদিপুস্তক 14:15, 16)
11. সালাম (আদিপুস্তক 14: 17-21)
12. হিব্রোণ (আদিপুস্তক 15: 1-21; 17: 1-27 এবং 16)
13. গারার (আদিপুস্তক 20: 1-18)
14. বীরশেবা (আদিপুস্তক 21: 1-34)
15. মরিয়াহ (আদিপুস্তক 22: 1-18)
16. হিব্রোণ (আদিপুস্তক 23: 1-20)

Hajj 22:26*.....যখন আমি ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্যে, নামাযে দন্ডায়মানদের জন্যে এবং রকু সেজদাকারীদের জন্যে।

মন্তব্য: বাইবেলে বলা হয় যে, ইব্রাহীম কখনো মক্কায় যাননি, তিনি 175 বছর বয়সে হিব্রুনে ইন্তেকাল করেন।

186.

ইব্রাহীম কি তাঁর একমাত্র বৈধ পুত্র ইসহাককে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন?

বাইবেল হাঁ / না কুরআন

আদিপুস্তক - 22:2 & 9-12*.....2 তখন ঈশ্বর বললেন, "তোমার একমাত্র পুত্র যাকে তুমি ভালবাস সেই ইসহাককে মোরিয়া দেশে নিয়ে যাও| সেখানে পর্বতগুলির মধ্যে একটির ওপরে তাকে আমার উদ্দেশ্যে বলি দাও| আমি তোমাকে বলব কোন পর্বতের ওপর তুমি তাকে বলি দেবে|"

Saaffat 37:100-107*.....102.অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত

187.

ইব্রাহীম (আঃ) এর পুত্র ইসমাইল (আঃ) কি একজন নবী হিসেবে বিবেচিত ছিলেন?

বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

আদিপুস্তক - 16:7-15*....8 সেই দূত বলল, ‘‘হাগার তুমি তো সারীর পরিচারিকা| তুমি এখানে কেন? তুমি কোথায় যাচ্ছো?’’হাগার বলল, ‘‘আমি সারীর কাছ থেকে পালাচ্ছি|’’ 12 ‘‘ইশ্মায়েল স্বাধীন এবং উদ্দাম হবে যেমন উদ্দাম হয় বন্য গাধা| সে সবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং সবাই হবে তার প্রতিপক্ষ| সে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াবে এবং ভাইদের বসতির কাছে তাঁবু গাড়বে|’’

গালাতীয় 4:22-31*.....22 শাস্ত্র বলছে যে অব্রাহামের দুটি পুত্র ছিল, একটি পুত্রের মা ছিল দাসী স্ত্রী, অপর পুত্রের মা ছিল স্বাধীন স্ত্রী| 31 তাই বলি আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা সেই দাসীর সন্তান নই, আমরা স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান|

Nisa 4:163..... আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তাবর্গের প্রতি এবং···

Meryem 19:54*.....এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী।

188.

মূর্তি পূজা করতে অস্বীকৃতি করায় কি ইব্রাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল?

B বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

দানিয়েল 3:1-30*..... 19 তখন নবূখদ্নিত্সর ভীষণ রেগে গেলেন এবং শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর দিকে ভর্ত্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন| তিনি অগ্নিকুণ্ডটিকে সাতগুণ বেশী উত্তপ্ত করবার আদেশ দিলেন|

Enbiya 21:51-71*.......66.তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার ও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না ?.... 68.তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।···.69.আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।···.

মন্তব্য: বাইবেলে বলা হয় তিনি নাকি ইব্রাহীম (আঃ)-ই ছিলেন না যে কিনা মূর্তি পূজা

189.

যখন মুসা (আঃ) সৃষ্টিকর্তার মহিমা দেখতে চেয়েছিলেন তখন কি সত্যিই সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির রূপে তাঁর পিছনের দিক দেখার অনুমতি দিয়েছিলেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যাত্রাপুস্তক 33:18-23*.....18 তখন মোশি বলল, "দয়া করে আপনার মহিমা আমায় দেখান|" 19 তখন প্রভু উত্তর দিলেন, "আমি আমার সমস্ত গুণাবলীকে তোমার সামনে দিয়ে গমণ করাবো| আমিই প্রভু এবং তোমরা যাতে শুনতে পাও সেইজন্য আমি আমার নাম ঘোষণা করব| কারণ আমার যাকে খুশী আমি আমার করুণা ও ভালবাসা দেখাতে পারি| | 22 ঐ স্থান দিয়েই আমার মহিমা প্রকাশ পাবে| আমি তোমাদের ঐ পাথরের একটি বিশাল ফাটলে রেখে দেব এবং আমি যখন ওখান দিয়ে যাব তখন আমার হাত তোমাদের ঢেকে দেবে| 23 এরপর আমি তোমাদের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেব এবং তোমরা আমার পিছন দিক দেখতে পাবে কিন্তু আমার মুখ দেখতে পাবে না|"

A'raf 7:143*.....তারপর মূসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তার পরওয়ারদেগার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার পরওয়ারদগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি।

190.*

হামান কি হযরত মুসা (আঃ) এবং ফেরাউনের জীবনকালের সময় জীবিত ছিলেন?

B বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

যাত্রাপুস্তক 2:9-10*.....9 রাজকন্যা তাকে বলল, "আমার হয়ে তুমি এই শিশুটিকে দুধ পান করাও| এরজন্য আমি তোমাকে টাকা দেব|" তারই মা শিশুটিকে যত্ন করে বড় করে তুলতে লাগল| 10 শিশুটি বড় হয়ে উঠলে মহিলাটি তার সন্তানকে রাজকন্যাকে দিয়ে দিল| রাজকন্যা শিশুটিকে নিজের ছেলের মতোই গ্রহণ করে তার নাম দিল মোশি| শিশুটিকে সে জল থেকে পেয়েছিল বলে তার নামকরণ করা হল মোশি|

এস্থার 3:1*.....এসব ঘটনা ঘটার পরে রাজা অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন নামে এক ব্যক্তিকে সম্মান জানান| রাজা হামনকে উচ্চপদে উন্নীত করেন এবং তাঁর অন্য সমস্ত আধিকারিকদের থেকে উচ্চতর পদে তাকে নিযুক্ত করেন|

Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....23. আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ **মূসাকে** প্রেরণ করেছি।...24.ফেরাউন, হামান ও কারুণের কাছে, অতঃপর তারা বলল, সে তো জাদুকর, মিথ্যাবাদী।....36. ফেরাউন বলল, হে হামান, তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর,

191.

ঈশ্বর মিশরীয়দের উপর 10টি মহামারী সংক্রামক প্রেরণ করেন যেই সময় তাদের উপর দিয়ে মৃত্যুর দেবদূত চলে যান এবং সেই সাথে ঈশ্বর ইসরাইলের প্রথম সন্তানের সৃতিরক্ষার জন্যই কি 'পাস-ওভার ফেস্ট'- এর নীতি প্রতিষ্ঠান করেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

যাত্রাপুস্তক 12:1-24*.....12 "আমি মিশরীয়দের প্রথমজাত শিশুগুলিকে এবং তাদের সমস্ত পশুর প্রথমজাত শাবকগুলিকে হত্যা করব| এইভাবে, আমি মিশরের সমস্ত দেবতাদের ওপর রায দেব যাতে তারা জানতে পারে যে আমিই প্রভু| 14 "তাই তোমরা সবসময় মনে রাখবে যে আজ তোমাদের একটি বিশেষ ছুটির দিন| তোমাদের উত্তরপুরুষরা এই ছুটির দিনের মাধ্যমে প্রভুকে সম্মান জানাবে|

মথি 26:17-19*....17 খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, 'আপনার জন্য আমরা কোথায় নিস্তারপর্বের ভোজের আযোজন করব? আপনি কি চান?'

Isra 17:101*.....আপনি বণী-ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বললঃ হে মূসা, আমার ধারনায় তুমি তো জাদুগ্রস্থ।

Neml 27:12*.....আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুশুভ্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়। এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

192.

যুদ্ধে যাবার পূর্বে নিজের সৈনিকদের পানি পান করার পদ্ধতি দেখে পরীক্ষা করেছিলেন যিনি তিনি কি শোউল (তাবূত) ছিলেন?

B বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

বিচারকচরিত 7:2-6*.....5 সেই মতো গিদিয়োন লোকগুলোকে জলের দিকে নিয়ে গেলেন| সেই জলের কাছে প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, "এইভাবে লোকগুলোকে আলাদা আলাদা করো: যারা কুকুরের মতো জিভ দিয়ে চুকচুক্ করে জল পান করবে তারা হবে এক গোষ্ঠী, আর যারা মাথা নীচু করে জল পান করবে তারা হবে অন্য একটি গোষ্ঠী|"

Bakara 2:247-252*.....247.আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। **249.**অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষঅবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল···

193.

যিশুখ্রিস্ট কি বেথেলহেমের একটি আস্তাবলে জন্মেছিলেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মিখা 5:2*.....কিন্তু বৈত্লেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সবচেয়ে ছোট শহর৷ তোমার পরিবার গোনার পক্ষে খুবই ছোট৷ কিন্তু আমার জন্যে "ইস্রায়েলের শাসক" তোমার মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে৷ তার উত্পত্তি প্রাচীনকাল থেকে বহু প্রাচীনকাল থেকে৷

মথি **2:1-11.....** 1 হেরোদ যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় যিহূদিয়ার বৈত্লেহমে যীশুর জন্ম হয়। সেই সময় প্রাচ্য থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুশালেমে এসে যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন। 2 তাঁরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহুদীদের যে নতুন রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়? কারণ পূর্ব দিকে আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছি।' 3 রাজা হেরোদ একথা শুনে খুব বিচলিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে জেরুশালেমের সব লোক বিচলিত হল। 4 তখন তিনি ইহুদীদের মধ্যে যাঁরা প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, মশীহ (খ্রীষ্ট) কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? 5 তাঁরা হেরোদকে বললেন, 'যিহূদিয়া প্রদেশের বৈত্লেহমে, কারণ ভাববাদী সেরকমই লিখে গেছেন:

লুক **2:4-16*.....**4 য়োষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, তাই তিনি গালীল প্রদেশের নাসরত্ থেকে রাজা দায়ূদের বাসভূমি বৈত্লেহমে গেলেন। 5 য়োষেফ তাঁর বাগ্দত্তা স্ত্রী মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে নাম লেখাতে চললেন। এই সময় মরিয়ম ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। 6 তাঁরা যখন সেখানে ছিলেন, তখন মরিয়মের প্রসব বেদনা উঠল।

Meryem 19:23*.....প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম!

194.

যে তিনজন জ্ঞানী ব্যাক্তি পূর্ব দিক থেকে মাসিহাহ-এর তারকাকে অনুসরণ করতে করতে বেথেলহেমে এসেছিলেন তারাই কি শিশু যীশুকে খুঁজে পান এবং যীশুকে উপাসনা করার লক্ষে তাঁর সামনে মাথা নতও করেছিলেন?

বাইবেল হ্যাঁ / না কুরআন

মথি 2:1-11*.....1 হেরোদ যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় যিহূদিয়ার বৈত্লেহমে যীশুর জন্ম হয়৷ সেই সময় প্রাচ্য থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুশালেমে এসে যীশুর খোঁজ করতে

195.

পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর লেখকগণ কি ইহুদীদের কাহিনী এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেন তা বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল?

B বাইবেল না / হাঁ কুরআন

তিমথি ১ 1:4*.....তাদের বলো তারা য়েন ধর্মীয় উপকথা নিয়ে, বংশের অন্তহীন তালিকা নিয়ে সময় না কাটায়। ওসবে তর্কের সৃষ্টি হয়, ঈশ্বরের কাজে ওসব সাহায্য করে না। ঈশ্বরের কাজ বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়।

তিমথি২ 4:4..... লোকেরা সত্য থেকে কান ফিরিয়ে নিয়ে মনগড়া কাহিনীর দিকে মন দেবে।

পিতরের ২য় পত্রর 1:16..... যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহাপরাক্রমসহ আগমন সম্বন্ধে বলেছিলাম, তখন আমরা কোন বানানো গল্প বলি নি। আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম স্বচক্ষে দেখেছি।

Enfal 8:31*.....আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি; এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মন্তব্য: আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : এনাম 6:25, নহল 16: 24, মু'মুন 23:83, ফুরকান 25: 4-5, নিমল 27:68, আখাফ 46:17, কালিম 68 15 এবং মুতাফফিন 83:13।

196.*

শিশু থাকাকালীন যীশু কি কোন অলৌকিক ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন?

B বাইবেল না / হাঁ কুরআন

লুক 3:21-23*....21 পর যীশু যখন প্রার্থনা করছিলেন, তখন স্বর্গ খুলে গেল, 22 আর স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা কপোতের মতো তাঁর ওপর নেমে এলেন। তখন স্বর্গ থেকে এই রব শোনা গেল, ‘তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমার ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।’ 23 লোকেরা মনে করত তিনি য়োষেফেরই ছেলে। য়োষেফ হলেন এলির ছেলে।

যোহন 2:9-11*.....9 জল যা দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়েছিল, ভোজের কর্তা তা আস্বাদ করলেন। সেই দ্রাক্ষারস কোথা থেকে এল তা তিনি জানতেন না; কিন্তু য়ে চাকরেরা জল এনেছিল তারা তা জানত। তারপর তিনি বরকে ডাকলেন। 11 এই প্রথম অলৌকিক চিহ্ন করে গালীলের কান্না নগরে যীশু তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল।

Al-i İmran 3:49*..... তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে।

Maide 5:110*....যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত

197.

309 বছর টানা একটি গুহায় ঘুমিয়ে থাকার পর সাতজন মানুষ এবং একটি কুকুরের জেগে উঠার মতো ঘটনা আদৌ ঘটেছিলো?

B বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

তিমথি ১ 4:7*....ঈশ্বরবিহীন অর্থহীন গল্পের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক রেখো না। ঈশ্বরের এক ভক্তিমান সেবক হয়ে নিজেকে শিক্ষিত কর।

তীত 1:14*.....তখন তারা ইহুদীদের মিথ্যা গল্প গ্রহণ করবে না এবং যাঁরা সত্য থেকে সরে গেছে এরকম লোকদের আজ্ঞা মানবে না।

তিমথি ২ 4:4*.....লোকেরা সত্য থেকে কান ফিরিয়ে নিয়ে মনগড়া কাহিনীর দিকে মন দেবে।

Kehf 18:9-25*.....9.আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল 25.তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে।

মন্তব্য: এই গল্পটির প্রথমত সংস্করণ জ্যাকব অফ সারং (সি। 450-521) এবং টুর্সের গ্রেগরি (538-594 এডি) উইকিপিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে: "ইফিষের সাতজন নিদ্রা।"

198.

যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশে সুলায়মান (আঃ) কি আসলেই জীন, মানুষ এবং পাখিদের সম্মিলিত একটি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন?

B বাইবেল না / হ্যাঁ কুরআন

তিমথি ১ 4:7.... ঈশ্বরবিহীন অর্থহীন গল্পের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক রেখো না। ঈশ্বরের এক ভক্তিমান সেবক হয়ে নিজেকে শিক্ষিত কর।

তিমথি ২ 4:4*..... লোকেরা সত্য থেকে কান ফিরিয়ে নিয়ে মনগড়া কাহিনীর দিকে মন দেবে।

পিতরের ২য় পত্রর **1:16***..... যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহাপরাক্রমসহ আগমন সম্বন্ধে বলেছিলাম, তখন আমরা কোন বানানো গল্প বলি নি। আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম স্বচক্ষে দেখেছি।

Neml 27:17*..... সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। জ্বিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।

199.

মানুষ যেন নিজেরটা নিজেই খুঁজে নিয়ে খেতে পারে সেই লক্ষেই কি সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে বন-মানুষে রূপান্তর করেছিলেন?

B বাইবেল না / হাঁ কুরআন

তিমথি ১ 1:4*..... তাদের বলো তারা য়েন ধর্মীয় উপকথা নিয়ে, বংশের অন্তহীন তালিকা নিয়ে সময় না কাটায়। ওসবে তর্কের সৃষ্টি হয়, ঈশ্বরের কাজে ওসব সাহায্য করে না। ঈশ্বরের কাজ বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়।

তিমথি ১ 4:7*.... ঈশ্বরবিহীন অর্থহীন গল্পের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক রেখো না। ঈশ্বরের এক ভক্তিমান সেবক হয়ে নিজেকে শিক্ষিত কর।

Bakara 2:65-66*.....65. তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘণ করেছিল। আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।….66.অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি।

মন্তব্য: ইউসুফ আলী তাঁর অনুবাদ "পবিত্র কুরআনের অর্থ" -তে স্বীকার করেন যে এটি শুধুমাত্র একটি উপাধি: পৃ। 34, পাদটীকা 79)।

200.

ঈশ্বর কি সুস্পষ্টভাবে প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড ইহুদীদেরকে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

বাইবেল হাঁ / হাঁ কুরআন

এজেকিয়েল 37:21-25*..... 21 লোকদের বলো, প্রভু আমার সদাপ্রভু বলেন, 'ইস্রায়েলের লোকে যে যে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে আমি তাদের সেখান থেকে আনব| আমি তাদের চারদিক থেকে জড়ো করে তাদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে আনব| 22 ইস্রায়েলের পর্বতময় দেশে আমি তাদের এক জাতিতে পরিণত করব| তাদের সবার এক রাজা হবে| তারা আর দুটি জাতি হয়ে থাকবে না আর দুই রাজ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে না| 25 আমি আমার দাস যাকোবকে যে দেশ দিয়েছিলাম সেই দেশে তারা বাস করবে| তোমাদের পূর্বপুরুষরা যে দেশে বাস করতেন, আমার লোকরা সেখানেই বাস করবে| সেখানে তারা, তাদের সন্তানরা ও তাদের পৌত্র-পৌত্রীরা এবং তাদের ভবিষ্যতের সমস্ত প্রজন্ম বাস করবে আর আমার দাস দায়ূদ হবে তাদের চির কালের নেতা|

Maide 5:20-21 * ..... 20. যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা প্রতিপালক আল্লাহেক স্মরণ কর, যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে নবীর, তিনি তোমাদের রাজত্ব করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন, যা কাউকে দাননি।

অতিরিক্ত আয়াত

1. আদিপুস্তক - 17:7 & 19; মথি 5:18; মথি 24:35; যোহন 1:1-3; যোহন 12:48 / Büruj 85:22.
2. সামসঙ্গীত 119:160, তীমথিয় ২ 3:16-17, পিতরের ২য় পত্রের 1:20-21, পিতরের ২য় পত্রের 3:15-16 / Bakara 2:4, 53, 87; Al-i Imran 3:119.
3. রোমীয় 11:1-2 / Bakara 2:47 & 122.
4. যোহন 14:11; যোহন 20:30-31, প্রেরিতদের কার্যবিবরণ 4:16.
5. সামসঙ্গীত 12:6-7; সামসঙ্গীত 89:34; যিরমিয় 36:23-28; প্রকাশিত বাক্য 22:18-19 / Yunus 10:64.
6. দ্বিতীয় বিবরণ 10:17; বংশাবলি ২ 20:6; যোহন 10:35 / Enam 6:34; Hijr 15:9; Kehf 18:27; Kaf 50:29; Hashr 59:23.
7. মার্ক 12:24; পিতরের ১ম পত্র 1:23 / Jinn 72:26-28.
8. গালাতীয় 1:6-8 / Nisa 4:46; Maide 5:41.
9. সামসঙ্গীত 74:10; সামসঙ্গীত 94:7-9; সামসঙ্গীত 103:8 & 17-18 / Taha 20:5 & 51-52; Büruj 85:14 & 22.
10. ইসাইয়া 14:24 & 27 / Bakara 2:29 & 255; Buruj 85:14 & 22.
11. সামসঙ্গীত 111:7-9; সামসঙ্গীত 119:160; সামসঙ্গীত 146:5-6 / Al-i Imran 3:94; A'raf 7:196; Hashr 59:23.
12. রোমীয় 3:1-4 / Fussilat 41:27-28.
13. যিহোশূয় 1:8; তীমথিয় ১ 4:13-16; তীমথিয় ২ 2:15 / Bakara 2:4; Al-i Imran 3:79.
14. যোহন 12:48; যোহন 14:15, 21 & 23-24; যোহনের ১ম পত্র 2:24 / Al-i Imran 3:50 & 55; Al-i Imran 3:84 & 119; Nisa 4:82; Zumar 39:9; Zuhruf 43:61 & 63.
15. দ্বিতীয় বিবরণ 28:1; যোহন 14:15 & 21; যোহন 15:10.
16. গণনা পুস্তক 15:31; দ্বিতীয় বিবরণ 28:15; ইসাইয়া 5:11-13 / Bakara 2:61; Al-i Imran 3:93-94; Fetih 48:29.
17. Al-i Imran 3:85; Tevbe 9:33; Zuhruf 43:52; Saf 61:9.
18. ইসাইয়া 8:20 / Al-i Imran 3:19-20; Kafirun 109:1-6.
19. ইসাইয়া 8:20; গালাতীয় 1:8; যোহনের ১ম পত্র 4:1-3;/ Bakara 2:2; Nisa 4:82.
20. গালাতীয় 1:8; করিন্থীয় ১ 14:32-33 & 37-38 / Bakara 2:2-4; Shu'ara 26:196-197; Fussilet 41:43.

অতিরিক্ত আয়াত

21. করিন্থীয় ১ **14:32-33;** গালাতীয় **1:8;** থেসলোনিকীয় ২ **3:6 & 14;** যোহনের ১ম পত্র **1:7;** পপ্রত্যাদেশের **22:18.**

22. সামসঙ্গীত **119:86 & 160;** ইসাইয়া **40:8;** মথি **5:18;** যোহন **10:35;** পিতরের ১ম পত্র **1:23.**

23. পপ্রত্যাদেশের **12:9 / Shura 26:192-197; Jinn 72:1-14.**

24. মার্ক **2:17 / A'raf 7:184; Tur 52:29; Nejm 53:2-4.**

25. দ্বিতীয় বিবরণ **4:35;** দ্বিতীয় বিবরণ **6:4;** দ্বিতীয় বিবরণ **32:39;** সামসঙ্গীত **86:10;** ইসাইয়া **43:10;** মার্ক **12:29-32.**

26. ইসাইয়া **46:9-10 / Kahf 18:45.**

27. মথি **28:19;** মার্ক **9:7;** রোমীয় **9:5 / Bakara 2:150; Shuara 26:196-197; Neml 27:91; Ankebut 29:46; Shura 42:15; Duhan 44:8; Quraish 106:3.**

28. ইসাইয়া **26:4;** যেরেমিয়া **23:6;** যোহন **8:23-34 / Rahman 55:78; Hashr 59:24.**

29. যাত্রাপুস্তক **15:11;** সামুয়েল ১ **6:20;** সামসঙ্গীত **99:9;** হিব্রুদের কাছে পত্র **12:9-10;** পিতরের ১ম পত্র **1:15-16;** পপ্রত্যাদেশের **4:8.**

30. সামসঙ্গীত **68:4-5;** ইসাইয়া **64:8; Mattew 6:9;** যোহনের ১ম পত্র **2:22-23.**

31. প্রবচন **21:4;** ফিলিপ্পীয় **2:8;** পিতরের ১ম পত্র **5:5.**

32. ইসাইয়া **45:21;** লুক **1:47;** যোহন **3:17;** তিমথি ১ **1:15.**

33. আদিপুস্তক - **3:22 / Enbiya 21:35, 73 & 91.**

34. আদিপুস্তক - **1:26-27;** মথি **3:16-17;** লুক **1:35 / Maide 5:116.**

35. যোহন **7:18;** যোহন **10:30;** যোহন **14:11;** তিমথি ২ **2:13;** যোহনের ১ম পত্র **3:5 / Maide 5:117-118.**

36. মথি **17:5;** যোহন **12:28 & 30/ Taha 20:133.**

37. আদিপুস্তক - **1:26;** ইসাইয়া **6:1-8;** মথি **5:8;** যোহন **5:37;** ফিলিপ্পীয় **2:5-11;** পপ্রত্যাদেশের **4:1-5;** পপ্রত্যাদেশের **21:3;** পপ্রত্যাদেশের **22:3-4.**

38. যোহন **12:27-30;** পশিষ্যচরিত **2:17.**

39. যাত্রাপুস্তক **4:22-23;** দ্বিতীয় বিবরণ **14:1-2;** রোমীয় **8:14-18 / Zuhruf 43:16.**

40. হোসেয়া **3:1;** যোহন **3:16;** এফেসীয় **2:4-6;** পপ্রত্যাদেশের **22:17 / Nisa 4:107; En'am 6:141; Tevbe 9:108; Rum 30:45; Shura 42:40; Saf 61:4.**

অতিরিক্ত আয়াত

41. আদিপুস্তক- 1:26; যোহন 1:12-13; পপ্রত্যাদশের 21:1-2; পপ্রত্যাদশের 22:17 / Bakara 2:23 & 30; Isra 17:65.
42. দ্বিতীয় ববিরণ 10:17; কলসীয় 3:25; যাকোবরে পত্রর 2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.
43. যরেমেয়িা 3:22; এজকেয়িলে 18:25; এজকেয়িলে 33:11; লুক 14:22-23; যোহন 3:16; তমিথি১ 2:3-4 / Isra 17:45-46; Mu'min 40:35.
44. হাবাকুক 1:13; তীত 1:2; যাকোবরে পত্রর 1:17; যোহনরে ১ম পত্র 1:5 / Al-i Imran 3:54; Maide 5:41; Sejde 32:17; Ahzab 33:17; Zuhruf 43:36; Mujadele 58:10.
45. আদিপুস্তক- 3:1; এস্থার 9:25; প্রবচন 16:30; এফসৌীয় 6:11; যোহনরে ২য় পত্ 1:7 / Enfal 8:30; Yunus 10:21.
46. এফসৌীয় 5:19-21; তমিথি২ 2:13; যাকোবরে পত্রর 1:13 / Maide 5:51.
47. তমিথি২ 2:26; যাকোবরে পত্রর 1:13; পতিররে ১ম পত্র 5:8; পতিররে ২য় পত্রর 3:9 / Nisa 4:155; Maide 5:13 & 41; Enam 6:149; A'raf 7:155-156 & 179; Ibrahim 14:4; Nahl 16:93.
48. দ্বিতীয় ববিরণ 7:9-10; দ্বিতীয় ববিরণ 32:4; হবি্রুদরে কাছে পত্র 10:23; যাকোবরে পত্রর 1:13 / Ankebut 29:21; Shura 32:49-50; Fetih 48:14; Buruj 85:16.
49. যাত্রাপুস্তক 34:14; মথি 4:10; পশিষ্যিচরতি 10:25-26 / Enbiya 21:98; Sebe’ 34:40-41; Zuhruf 43:20.
50. তমিথি২ 2:13; তীত 2:1 / A’raf 7:11-18; Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha 20:116; Sad 38:71-78.
51. যোব 26:13; ইসাইয়া 48:16; মথি 3:16; করনি্থীয় ২ 3:17.
52. আদিপুস্তক- 2:7; যোব 27:3; লুক 1:30-37; যোহন 4:24; হবি্রুদরে কাছে পত্র 9:14 / Maide 5:116 & 118.
53. মথি 1:19-23 / Meryem 19:17 & 19-24.
54. মার্ক 3:29; যোহন 10:35; যোহন 12:48; তমিথি২ 3:16; পতিররে ২য় পত্রর 1:20-21; যোহনরে ১ম পত্র 5:16 / Tevbe 9:80.
55. 1 Corinthinas 14:37-38; এফসৌীয় 6:12; পতিররে ১ম পত্র 2:5.
56. লুক 24:49; পশিষ্যিচরতি 2:1-4 & 16-18; রোমীয় 8:9.
57. রোমীয় 1:11; থসোলোনকীীয় ১ 2:8.
58. পশিষ্যিচরতি 3:5-11; পশিষ্যিচরতি 9:33-35; পশিষ্যিচরতি 9:36-41; পশিষ্যিচরতি 28:8

অতিরিক্ত আয়াত

59. করনি্থীয় ১ 14:11-2 & 26-27; যুদরে পত্র 1:20-21.
60. পতিররে ২য় পত্রর 2:4.
61. মথি 25:41; পতিররে ২য় পত্রর 2:4 / Nisa 4:38; A'raf 7:27; Yusuf 12:5.
62. মথি 25:41; পতিররে ২য় পত্রর 2:4; পপ্রত্যাদশের 12:9 / Ahkaf 46:29-31.
63. মথি 8:28-32; মার্ক 1:25-26; মার্ক 5:1-13, লুক 8:33; লুক 9:42 / Nahl 16:98.
64. পপ্রত্যাদশের 12:9 / Isra 17:62-65; Hajj 22:52.
65. যোহন 16:11; করনি্থীয় ২ 11:14; এফসৌয় 6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl 16:100.
66. লুক 1:26-35.
67. যোহন 7:18; পতিররে ১ম পত্র 1:18-20 / Bakara 2:87.
68. মথি 24:3 & 25; লুক 2:40 & 52; লুক 5:22; যোহন 2:24-25.
69. মার্ক 4:35-41; মার্ক 6:35-44.
70. মথি 23:10; লুক 8:25; যোহন 3:36; যোহন 8:51; যোহন 12:48.
71. মথি 16:16-17 & 20 / Nisa 4:157; Maide 5:17, 72 & 75.
72. মিথা 5:2; যোহন 6:51 & 62; যোহন 8:58; যোহন 17:5, 16 & 24.
73. যোহন 1:1-3 & 14; যোহন 6:51 & 62; যোহন 17:5 & 16.
74. হবি্রুদরে কাছে পত্র 2:14 / Al-i Imran 3:59.
75. কলসীয় 1:4, & 15-22.
76. যোহন 1:1-4, 10 & 14.
77. লুক 3:22; যোহন 10:9; রোমীয় 8:34; হবি্রুদরে কাছে পত্র 9:15; হবি্রুদরে কাছে পত্র 12:24; যোহনরে ১ম পত্র 2:1-2 / Al-i Imran 3:59.
78. ইসাইয়া 7:14; যোহনরে ১ম পত্র 2:22-23; যোহনরে ১ম পত্র 5:20 / Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3.
79. ইসাইয়া 7:14; ইসাইয়া 9:6; দানয়িলে 3:25.
80. মথি 8:2-3; মথি 9:18; মথি 14:33; লুক 24:52; হবি্রুদরে কাছে পত্র 1:6; পপ্রত্যাদশের 5:12 & 14.
81. লুক 7:48; পশষি্যচরতি 5:30-31 / Maide 5:116 & 118.
82. Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118.
83. পশষি্যচরতি 13:23; তীত 2:13; পতিররে ২য় পত্রর 1:1 & 11 / Maide 5:75; Zuhruf 43:57-59.
84. যোহন 6:48 & 51; যোহন 11:25; যোহন 17:3 / Saf 61:8-9.

অতিরিক্ত আয়াত

85. করিন্থীয় ১ **5:7;** হিব্রুদের কাছে পত্র **7:27;** হিব্রুদের কাছে পত্র **9:11-2 & 22;** হিব্রুদের কাছে পত্র **10:12.**
86. সামসঙ্গীত **22:1-31.**
87. মথি **17:22-23;** মথি **20:17-19;** যোহন **2:18-20;** যোহন **10:11, 15, 17 & 18.**
88. পশিষ্যচরিত **13:14-15;** করিন্থীয় ১ **2:2;** পপ্রত্যাদেশের **1:18;** পপ্রত্যাদেশের **5:9.**
89. যোহন **5:28-29;** তীত **2:13;** হিব্রুদের কাছে পত্র **9:28.**
90. মথি **7:15-20;** লুক **24:27 / En'am 6:19 & 93.**
91. আদিপুস্তক- **12:1-3 / Ibrahim 14:4.**
92. দ্বিতীয় বিবরণ **19:15;** ইসাইয়া **8:20 / Nisa 4:79; Nisa 4:166.**
93. থেসোলোনিকীয় ২ **3:6 & 14;** যোহনের ১ম পত্র **2:22-23 / Al-i Imran 3:3-4.**
94. যোহন **5:31;** যোহন **20:30-31 / Al-i Imran 3:183; Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2.**
95. **A'raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25.**
96. **Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20; Quraish 106:3.**
97. লেবীয় পুস্তক **18:15;** প্রবচন **20:9;** পশিষ্যচরিত **17:30 / Ahzab 33:37; Mu'min 40:55; Fatih 48:1-2; Abese 80:1-11; Nasr 110:3.**
98. **Ahzab 33:21; Saf 61:9.**
99. আদিপুস্তক- **3:6;** আদিপুস্তক- **3:17.**
100. আদিপুস্তক- **6:5;** যেরেমিয়া **10:23;** রোমীয় **5:12 & 19;** রোমীয় **7:18;** রোমীয় **8:7.**
101. যোব **9:20;** সামসঙ্গীত **14:3;** ইসাইয়া **64:6.**
102. যাত্রাপুস্তক **34:14;** লুক **1:46-49;** পপ্রত্যাদেশের **22:8-9 / Al-i Imran 3:64.**
103. **Jeremaih 31:30;** প্রবচন **9:17-18;** রোমীয় **6:23 / En'am 6:15.**
104. যোহন **8:34;** গালাতীয় **3:10;** গালাতীয় **5:9 / Nisa 4:31.**
105. যাত্রাপুস্তক **20:15;** যাত্রাপুস্তক **22:9;** রোমীয় **12:17-21.**
106. সামসঙ্গীত **58:3;** যোহন **8:44 / Al-i Imran 3:54; Tevbe 9:3; Nahl 16:106.**
107. রাজাবলি ১ **14:24;** রোমীয় **1:24.**
108. সামসঙ্গীত **94:21 & 23 / En'am 6:151; Kehf 18:46; Mumtehine 60:12.**

অতিরিক্ত আয়াত

109. গালাতীয় **5:4;** এফেসীয় **2:8-9.**
110. যোহন **18:36;** যোহনের ১ম পত্র **2:29;** যোহনের ১ম পত্র **4:7;** যোহনের ১ম পত্র **5:1.**
111. যাকোবের পত্রের **2:10 / Nejm 53:32.**
112. মথি **20:28;** যোহন **1:29;** করিন্থীয় ১ **5:7;** হিব্রুদের কাছে পত্র **7:27;** হিব্রুদের কাছে পত্র **10:12 / En'am 6:164.**
113. তীত **3:5-6 / Yunus 10:108.**
114. যোহন **1:41;** রোমীয় **15:20-21.**
115. যোহন **3:16 & 36;** যোহন **6:48 & 51;** পশিষ্যচরিত **4:10-12 / Al-i Imran 3:85.**
116. পশিষ্যচরিত **10:44-48;** পিতরের ১ম পত্র **3:20-21.**
117. পশিষ্যচরিত **15:28-29.**
118. লেবীয় পুস্তক **19:2;** লেবীয় পুস্তক **21:7;** তিমথি ২ **1:9;** থেসালোনিকীয় ১ **3:13;** থেসালোনিকীয় ১ **4:7;** হিব্রুদের কাছে পত্র **12:10;** পিতরের ১ম পত্র **2:5.**
119. করিন্থীয় ২ **6:18;** গালাতীয় **4:6-7;** যোহনের ১ম পত্র **3:1;** পপ্রত্যাদেশের **3:20 / Zuhurf 43:16.**
120. সামসঙ্গীত **119:30;** সামসঙ্গীত **119:174;** যোহন **1:12 / Hadid 57:22.**
121. রোমীয় **3:20;** তিমথি ২ **1:9;** যাকোবের পত্রের **2:10 / Kaari'a 101:6-9.**
122. তীত **3:5-6;** পিতরের ১ম পত্র **2:2;** যোহনের ১ম পত্র **2:29;** যোহনের ১ম পত্র **4:7;** যোহনের ১ম পত্র **5:1.**
123. যোহন **3:16;** যোহন **10:28;** রোমীয় **10:9;** যোহনের ১ম পত্র **5:11.**
124. মার্ক **13:23;** যোহন **16:13;** পশিষ্যচরিত **3:18;** পপ্রত্যাদেশের **1:1 / Bakara 2:119.**
125. পপ্রত্যাদেশের **8:6;** পপ্রত্যাদেশের **15:1;** পপ্রত্যাদেশের **16:1 / Ahkaf 46:9.**
126. পপ্রত্যাদেশের **13:1-7;** পপ্রত্যাদেশের **13:11-18;** পপ্রত্যাদেশের **14:9-12;** পপ্রত্যাদেশের **19:20.**
127. সামসঙ্গীত **96:12-13 / Nisa 4:87; Nahl 16:92; Enbiya 21:47.**
128. যোহন **3:16 & 36;** রোমীয় **6:23 / Sejde 32:13.**
129. মথি **18:8;** পপ্রত্যাদেশের **14:10-11 / Meryem 19:70-72.**
130. **Duhan 44:54; Tur 52:20; Rahman 55:55-56 & 70-74.**

অতিরিক্ত আয়াত

131. **Bakara 2:25 & 259; Zuhruf 43:70; Muhammad 47:15; Vakia 56:17 & 22 & 35-37; Nebe 78:33.**
132. রোমীয় **7:4;** করিন্থীয় ২ **11:2;** এফসৌয় **5:23, 25 & 32;** প্রেরিত্যাদশের **21:2.**
133. রোমীয় **3:20 & 28;** গালাতীয় **5:1 & 4;** এফসৌয় **2:8-9.**
134. আদিপুস্তক - **27:21-28;** গণনা পুস্তক **6:20.**
135. রোমীয় **14:14;** করিন্থীয় ১ **6:12;** করিন্থীয় ১ **10:31 / Bakara 2:173; Nahl 16:115.**
136. মথি **9:15.**
137. **Bakara 2:183-185.**
138. **Nisa 4:103; Jumah 62:9.**
139. লুক **6:30 & 38;** লুক **12:33;** প্রেরিতচরিত **20:35;** এফসৌয় **4:28;** যোহনের ১ম পত্র **3:17 / Mujadila 58:12-13.**
140. **Enbiya 20:130.**
141. **Hajj 22:26-31.**
142. সামসঙ্গীত **40:6;** হিব্রুদের কাছে পত্র **10:6 & 10-18.**
143. প্রেরিতচরিত **17:10-11 / Maide 5:101; Enbiya 21:7; Zukruf 43:45.**
144. যোহন **8:31 / Ahzab 33:36.**
145. সামসঙ্গীত **58:3;** যিরমিয়া **7:8 & 17:5;** রোমীয় **3:10 & 12 / Yunus 10:38 & 94.**
146. ইসাইয়া **6:8;** প্রেরিতচরিত **4:18-20 / Fetih 48:28; Saf 61:9.**
147. যোহন **17:20-21;** ফিলিপ্পীয় **3:15-16 / Mu'minun 23:52-54.**
148. দ্বিতীয় বিবরণ **12:12 & 18;** সামসঙ্গীত **32:11;** মথি **5:12;** যোহন **15:11;** গালাতীয় **5:22;** থিষলোনিকীয় ১ **5:16.**
149. মথি **10:1 & 8;** মথি **14:36;** যাকোবের পত্রের **5:16.**
150. সামসঙ্গীত **47:1 & 6-7;** সামসঙ্গীত **149:1-6;** সামসঙ্গীত **150:4-6;** যাকোবের পত্রের **5:13.**
151. আদিপুস্তক - **2:24;** তিমথি ১ **3:2 & 12.**
152. আদিপুস্তক - **21:9-11;** তিমথি ১ **3:1-2;** তিমথি ১ **5:21.**
153. **Bakara 2:229-232; Ahzab 33:28 & 49.**

অতিরিক্ত আয়াত

154. এফসীয় **5:22-24 / Ahzab 33:50.**
155. **Nisa 4:3; Ahzab 33:50; Talak 65:4.**
156. গালাতীয় **5:4.**
157. দ্বিতীয় বিবরণ **10:17;** পশিষ্যচরিত **15:8-9 / Talak 65:4.**
158. **Bakara 2:36; Nur 24:2.**
159. নেহেমিয়া **13:26-27;** করিন্থীয় ১ **16:22;** যোহনের ২য় পত্র **1:10-11.**
160. রোমীয় **7:2-3.**
161. যোহন **10:27-28 & 30 / Al-i Imran 3:55 & 114; Al-i Imran 3:132; A'raf 7:157; Nur 24:2; Fetih 48:29; Talak 65:4; Kalem 68:4.**
162. **Al-i Imran 3:19-20; Al-i Imran 3:85; Tevbe 9:29; Zuhruf 43:52; Muhammad 47:4.**
163. পিতরের ১ম পত্র **5:2 / Nisa 4:90; Tevbe 9:23; Yunus 10:99-100; Hud 11:28; Kehf 18:29; Gasiye 88:21-22.**
164. যাকোবের পত্রর **1:20;** যাকোবের পত্রর **2:11;** যাকোবের পত্রর **4:2 & 8 / Bakara 2:216; Al-i Imran 3:85 Nisa 4:76; Enfal 8:65; Tevbe 9:5, 33, 14, 111, & 123; Hajj 22:39.**
165. তিমথি ১ **4:1 / Tevbe 9:73.**
166. মথি **15:4-8;** এফসীয় **5:25-29.**
167. তিমথি ১ **1:19;** তিমথি ১ **4:2-3;** পিতরের ১ম পত্র **3:16 / Tevbe 9:5; Hajj 22:19.**
168. লুক **6:27-28;** রোমীয় **12:18;** তিমথি ২ **2:23-26 / Bakara 2:191-192; Nisa 4:91; Tevbe 9:111 & 121.**
169. গালাতীয় **5:19-21;** এফসীয় **56:12;** যাকোবের পত্রর **4:1.**
170. পিতরের ১ম পত্র **3:14-17 / Tevbe 9:30.**
171. **Tevbe 9:29, 73 & 123; Muhammad 47:35.**
172. প্রবচন **16:19;** প্রবচন **22:22-23;** রোমীয় **12:17-18;** করিন্থীয় ২ **6:3-4 / Hashr 59:7.**
173. রোমীয় **12:17-19;** হিব্রুদের কাছে পত্র **12:14 / Maide 5:33; Enfal 8:57, 60 & 65; Tevbe 9:73 & 123; Fetih 48:29.**
174. হিব্রুদের কাছে পত্র **1:30 / Bakara 2:178-179; Maide 5:45; Nahl 16:126.**
175. রোমীয় **2:2-3.**

অতিরিক্ত আয়াত

176. লুক 23:33-34.
177. আদিপুস্তক - 12:1-3; গণনা পুস্তক 22:6 & 12; গণনা পুস্তক 23:8 & 20; ইসাইয়া 54:10 & 17; যোহন 4:22; রোমীয় 12:14; / Maide 5:51; Tevbe 9:28.
178. Nisa 4:77; Tevbe 9:19 & 39.
179. মথি 26:52; রোমীয় 12:17-19; যাকোবের পত্রের 2:11 / Al-i Imran 3:169-170; Enfal 8:16; Tevbe 9:81 & 111; Hajj 22:58.
180. যাত্রাপুস্তক 23:12; যাত্রাপুস্তক 31:13-17.
181. আদিপুস্তক - 9:6; ইসাইয়া 17:67 / Yusuf 12:53; & 100; Qiyamah 75:14; Adiyat 100:6.
182. Bakara 2:36.
183. আদিপুস্তক - 6:9-22.
184. গালাতীয় 3:16; গালাতীয় 4:30-31.
185. Bakara 2:127; Al-i Imran 3:95-97.
186. আদিপুস্তক - 17:18-21.
187. En'am 6:85-89.
188. Ankebut 29:16-24; Saffat 37:83 & 97.
189. যাত্রাপুস্তক 33:11 / En'am 6:103.
190. এস্থার 3:1 / Kasas 28:1-8 & 37; Ankebut 29:39.
191. যাত্রাপুস্তক 7:14; যাত্রাপুস্তক 12:36.
192. সামুয়েল ১ 17:47.
193. Meryem 19:25.
194. মথি 5:2.
195. তিমথি১ 4:7; তীত 1:14.
196. লুক 2:40 / Al-i Imran 3:45-46; Meryem 19:29-30.
197. তিমথি১ 1:4; পিতরের ২য় পত্রের 1:16.
198. তিমথি১ 1:4; তিমথি১ 4:7; তীত 1:14.
199. তিমথি২ 4:4; তীত 1:14; পিতরের ২য় পত্রের 1:16 / Maide 5:60; A'raf 7:163-166.
200. দ্বিতীয় বিবরণ 30:3-5 / A'raf 7:137.

অতিরিক্ত আয়াত

পশষি্যচরতি 17:11

থিষলনীকীয় লোকদের থেকে এই লোকেরা আরো উদার মনোভাবাপন্ন ছিল। এরা আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শুনল। পৌল সীলের বক্তব্যের বিষয় সত্য কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগল।

তমিথি১ 4:15-16

ঐসব কাজ করে যাও। ঐ কাজের উদ্দেশ্যে তোমার জীবন উত্সর্গ কর। তাতে সব লোক দেখতে পাবে তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে। নিজের জীবন ও তুমি যা শিক্ষা দাও সে সম্বন্ধে সাবধান থেকো। তোমার ঐ সব দাযিত্ব তুমি পালন করেই চল; কারণ তা করলে তুমি নিজেকে ও যাঁরা তোমার কথা শোনে, তাদেরও উদ্ধার করতে পারবে।

তমিথি২ 2:15

যে কর্মী সঠিকভাবে সত্য শিক্ষাকে ব্যবহার করে এবং নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে লজ্জিত নয় এমন একজন কর্মী হিসেবে ঈশ্বরের অনুমোদন পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর।

Al-i Imran 3:79

বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরা ও পড়তে।

Zumar 39:9

করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে?

বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা আয়াতসমূহ নেয়া হয়েছে:

www.wordproject.org

কুরআন থেকে থেকে উদ্ধৃত করা আয়াতসমূহ নেয়া হয়েছে:

www.quran.com/2

লেখকের ওয়েবসাইট

www.danwickwire.com

'200 টি প্রশ্ন'

বইটি নিচের ভাষাগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে:

আলবেনীয়, আরবি, আজারি, বুলগেরিয়ান, চীনা, ডাচ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, কোরিয়ান, নরওয়েজিয়ান, পোলিশ, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান, রাশিয়ান, স্পেনীয়, তুর্কি ও উর্দু

এবং অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ করা হচ্ছে

লেখকের ইমেইলঃ

danwickwire@gmail.com

Daniel studied:

ড্যানিয়েল পড়াশোনা করেছেঃ

লিবারাল আর্টস বিষয়ে

বেকারসফিল্ড কলেজে

A.A., 1974

ধর্মতত্ত্ব,
মালটনোভা স্কুল অফ দি বাইবেল
Th.B., 1977;

বাইবেল;
কলোম্বিয়া গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ বাইবেল এন্ড মিশনস
M.A., 1983;

লিঙ্গুইসটিকস;
ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন ইন সিয়াটেল
ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাট আরলিংটন
ইউনিভার্সিটি অফ ওকলাহোমা নরম্যান
প্যাসিফিক ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া
M.A., 1987;

ইসলামিকস;
আঙ্কারা ইউনিভার্সিটি, ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক থিওলজি ডক্টরাল স্টাডিস, **1996.**

লেখকের অন্যান্য বইগুলো

* 100 Questions about the Bible and the Qur'an, in English, 2002, 2005, 2011; in Turkish, 2001, 2003, 2009, 133 pages.

* 200 Questions about the Bible and the Qur'an, in English, 2014. Also translated into: Albanian, Arabic, Azeri, Chinese, Farsi, French, German, Kazak, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, and Turkish 2015, 220 pages.

* A Comparative Analysis of the Similarities and Differences Between the Qur'an and the Bible, in English, 2007; in Turkish, 2007, 213 pages.

* A Theological Sourcebook, in English 1985; in Turkish 1987, 252 pages.

* Batıkent Protestant Church Constitution, in Turkish, 2002, 51 pages.

* Has the Bible Been Changed?, in English, 2007, 2011, 2014; in Turkish, 1987, 1987, 2007, 2013, 96 pages.

* The Reliability of the Holy Books According to Jewish, Christian an Islamic Sources, Doctoral Thesis in Turkish, 1999, 419 pages.

* The Role of Prayer and Fasting in Binding and Loosing with Special Reference to the Problem of Reaching the Unreached People of the World Today, M.A. Thesis, 1983, 84 pages.

* The Sevmek Thesis: A Grammatical Analysis of the Turkish Verb System: Illustrated by the verb "Sevmek" = "To Love", M.A. Thesis in both English and Turkish, 1987, 170 pages; 2nd Ed., 2012, 1,000 pages.

* The Wickwire Compendium of Islam, 2011, 1,000 pages.

মন্তব্য

মন্তব্য

মন্তব্য

মন্তব্য

মন্তব্য